জন্মিয়াছে। কিন্তু রূপার মাতাকে ভরসা দিয়া কহিলেন "কোন ভাবনার কারণ নাই, রূপরাণী স্বভাবতই রোগা কিনা তাই অমন হইয়া পড়িয়াছে। আজ রাত্রির মধ্যে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।" মায়ের প্রাণের আতঙ্ক কমিয়া না গেলেও আশ্বাস বাক্যে প্রাণ কিছু শান্ত হইল। আজ রাত্রে কিরূপে এই রুগ্ন বালিকাকে লইয়া দুঃখের গভীরা নিশি কাটাইবেন এই ভাবনা প্রবল হইল।

কহিলেন "রাণী মা আজ তুমি রূপার কাছে থাক।" রাণী সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহার মাতাও অসুস্থ, তাহাকেই বা কে দেখে, অগত্যা রাণী তাহার স্থানে মদন দাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, মদন বিনা আপত্তিতে স্বীকার পাইলেন। রাণীর পাল্কী বেহারা উপস্থিত, সুতরাং তিনি ক্ষুণ্নমনে বিদায় হইলেন।

রোগিণী অজ্ঞানভাবে জ্বর ভোগ করিতেছেন। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছেন। কেবল পিপাসা বোধ আছে। মদনকে রাণী জ্ঞানে অসঙ্কুচিত ভাবে কখনও তাহার কোলে মাথা গড়াইয়া ফেলিতেছেন, কখনও হাত ধরিয়া দাহিময়গাত্রে ফেলিতেছেন। এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাঁহার দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত হইতেছে।

চিকিৎসক পুনরায় আসিয়া নিদ্রার জন্য স্লিপিং ডোজ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। ধরণী নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। রূপার মাতা উদ্বিগ্ন প্রাণে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া অনিমেষ চক্ষে মুখখানি দেখিতেছেন, আর হৃদয়ের বেগ সম্বরণ হইতেছে না, বরষার ধারা নেত্রযুগল হইতে দরদর বহিতেছে। হায়! বুঝি এইবার প্রস্ফুটিত মল্লিকাটি আজিকার ঘোর তুফানে ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া যায়। আর যে দুঃখিনীর এ জগতে জুড়াইবার কিছু নাই। কেমন করে এই নিদারুণ রাত্রি পোহাইবে? সূর্য্যদেবের আগমনে তাঁহার ঘোর কষ্টেরও অবসান হইবে। একান্তমনে ইষ্টদেবে জপিতেছেন, বিপদে আর কাকে প্রাণ চায়? মদনমোহন পার্শ্বে বসিয়া সময় নিরূপণ করতঃ ঔষধ দিতেছেন। কে বলে পুরুষ-হৃদয়ে স্নেহ মমতার অভাব, ঐ দেখ আজ মদনের দৃঢ় অন্তঃকরণও পরদুঃখে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া কি ভাবিতেছেন। তাহার মলিন চিন্তাকুল বদনে কি নিঃস্বার্থ কাতরতা প্রকাশ পাইতেছে না? আহা এই কোমল কলিকা না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িবে, ইহাতে কাহার প্রাণ না বিগলিত হয়?

ভোর চারিটা হইতে রূপরাণীর জ্বর ত্যাগ হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে তাহার শরীরের সকল গ্লানি অপসারিত হইয়া গেল।

মায়ের প্রাণ আশার উজ্জ্বল আলোকে ছাইয়া পড়িল। ভগবানের কৃপায় ও মদনের অপরিসীম যত্ন শুশ্রূষায়

রূপরাণী নবজীবন লাভ করিল। রূপা এ উপকারের জন্য প্রাণে প্রাণে কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারিল না। মদনের অকাতর পরিশ্রম ও যত্ন যে সফল হইল, ইহাতেই তিনি প্রথমতঃ আশাতীত পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু রূপার জ্যোৎস্নাময়ী বদনখানি আর যেন তাঁহার চিত্ত হইতে কোন মতে সরাইতে পারেন না। বাস্তবিক তাঁহার নিকট যেন জগৎ এক নূতন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে পূর্ণ!! রূপার মাতা পূর্ব্বেই মদনের গুণবত্তায় মুগ্ধ ছিলেন। এখন তিনি যে এ উপকারের কিরূপে প্রতিশোধ দিবেন, তাহাই অনুক্ষণ ভাবেন। অবশেষে জীবনধনকে জীবনদাতার হস্তে চির-জীবনের জন্য দান করিয়া চরিতার্থ হইবেন ইহাই স্থির করিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে রাণীর মাতার সহিত পরামর্শ আবশ্যক জানিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিবেন মনে মনে ঠিক্ করিলেন।

পিঠে গাছ।



রাখালের পিঠে গাছের কথা বোধ হয় সকলেই জানেন। সে ক্ষুধা পাইলেই পিঠে গাছে উঠিয়া গরম গরম পিঠে পাড়িয়া খাইত এবং কেহ চাহিলে তাহাকেও দিত। ঈশ্বরের রাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই, সত্য সত্যই পিঠে গাছ আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে এই গাছ জন্মে, ইংরেজীতে ইহাকে 'Bread fruit' রুটী বৃক্ষ বলে। গাছের ডালে তরমুজ বা কাঁঠালের মত সুন্দর ফল হয়, তাহার ছবি উপরে দেখ। ইহা দেখিলেও চক্ষু জুড়ায়। দ্বীপবাসীদিগকে গম বা চাউল গুঁড়া করিয়া পিঠে তৈয়ারি করিতে হয় না, তাহারা এই ফল হইতেই তাহা পায়।

পিঠে গাছ সরু, ৪০।৫০ ফিট উর্দ্ধ

হয়, অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত ডাল পাখা হয় না। ছবিতে যে ফলটী ঝুলিতেছে, তাহা একটী ডাল হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ইহার আকৃতি কাঁঠালের মত হইলেও ভার তত নয়; তথাপি দুই বা আড়াই সের হইবে। ফলের মধ্যে যে শাঁস অর্দ্ধ পক্ক অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা শাদা এবং ময়দার মত, প্রথমে দেখিলে টাট্‌কা রুটীর মত বোধ হয়।

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসীরা ফল হইতে খাদ্য যে প্রণালীতে প্রস্তুত করে তাহা এই :—তাহারা প্রত্যেক ফল ৩।৪ ভাগে কাটিয়া শাঁস বাহির করিয়া লয়। মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার তলায় তপ্ত পাথর খণ্ড সকল রাখে, প্রস্তর খণ্ড সকলের উপরে সবুজ পাতা বিছাইয়া দেয় এবং তাহার উপর ফলের এক এক ভাগ কাটিয়া রাখে। ইহার উপরে আবার তাহারা পাথর খণ্ড, পাতা ও ফল থাক্ থাক্ করিয়া সাজায়। যে পর্য্যন্ত গর্ত্তটী প্রায় পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত এইরূপ করে। তৎপরে পাতা ও মৃত্তিকা কয়েক বুরুল পুরু করিয়া তাহার উপরে দেয়। তপ্ত পাথরের তাপে এইরূপ অদ্ভুত উনানে রুটী সেঁকা হয় অথবা পিঠে গাছের ফল মানুষের খাইবার উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

কখনও কখনও দেশশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া বৃহদাকার উনান প্রস্তুত করে। ইহার পরিধি ১৮।২০ হাত হয়। কাষ্ঠের আগুণে পাথর গরম করিয়া ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। এই প্রণালীতে শত শত রুটীফল এককালে সেঁকা হইয়া যায়।

উনান হইতে তুলিলে শাদা ফলগুলির বাহির দিক্ সুন্দর পাটল বর্ণ হয়। ভিতর দিক্ পাঁউরুটীর ছিল্‌কার মত দেখায়। ফলের আস্বাদ তত মিষ্ট নয়, কিন্তু ইহা বড় পুষ্টিকর।

আমাদের দেশে যে গম হইতে রুটী হয়, তাহার চাষ বৎসরে একবার মাত্র হয়। পিঠে গাছের চাষ বৎসরে দুইবার, কখনও তিনবার হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রশান্ত মহাসাগরের লোকেরা বারো মাসই গাছ হইতে পিঠে ফল পায়। এরূপ সহজ উপায়ে আহার পাইলে লোকে পরিশ্রম করিবে কেন? এই সকল দ্বীপবাসী সেই জন্য বড় অলস।

পিঠে গাছ হইতে কেবল খাদ্য পাওয়া যায়, তাহা নয়। গাছের ছাল হইতে সুন্দর সূত্র হয়, তাহাতে সে দেশের লোক বস্ত্র বয়ন করে। গাছের গুঁড়িতে সাল্‌তী এবং গৃহনির্ম্মাণের খুঁটী প্রভৃতি হয়। গাছের গুঁড়িতে অস্ত্র বসাইলে দুগ্ধের মত এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহাতে এক প্রকার শিরিষ হয়। বস্তুতঃ দক্ষিণ সমুদ্রবাসীদিগের পক্ষে পিঠে গাছই প্রধান উপজীব্য।

উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে পিষ্টক বৃক্ষ 'Artocurpus incises' জাতীয়। ইহার পাতা সকল বৃহৎ ও চিক্কণ।

ইহার ফুল হয়, ফুলের মধ্যে বীজকোষ ও গর্ভকেশর আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই গাছের আকৃতি ও ফুল ফল প্রভৃতির তারতম্য আছে। ফল অনেকটা তরমুজের মত, কাঁটালের কাঁটা সকল ফলের গায়ে হয় না, কোথাও কোথাও গাত্র মসৃণ হয়। কোথাও কোথাও ফলের বীচি যথেষ্ট হয়, তাহা লোকে কাঁচা খাইয়া থাকে। কোথাও কোথাও তাহাতে তরকারী রাঁধিয়া খায়। ফল পাকিবার কিছু পূর্ব্বে পাড়া হয়। ইহার পাকপ্রণালী অনেক প্রকার, উপরে কেবল এক প্রকার প্রথার উল্লেখ করা গিয়াছে। ফল রন্ধন করিলে সুসিদ্ধ হয়, মধ্যস্থলে কেবল কিছু ছিবড়া থাকে। সিদ্ধ করা হইলে আলু বা দুগ্ধের মত ইহার আস্বাদ। মালয় দ্বীপসমূহ পরিদর্শনকারী ওয়ালেস সাহেব এই ফলের বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—"মাংসের সহিত খাইলে ইহা যেমন সুন্দর তরকারী হয়, আমি সমমণ্ডল বা গ্রীষ্মমণ্ডলে তাহার মত কোন বস্তু দেখি নাই। দুগ্ধ, চিনি, মাংসের সহিত মিশাইলে সুন্দর পরমান্ন হয়, তাহার আস্বাদ মধুর, তাহা খাইয়া কাহারও আশ মিটে না।"

প্রশান্ত সমুদ্রের দ্বীপ সকলে বড় বড় খানা করিয়া রুটীফল সকল রক্ষিত হয়। ফল সকল কিছু দিনের মধ্যে রসিয়া কাইয়ের বা পনিরের মত হইয়া যায়। তাহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, কিন্তু তপ্ত পাথরে সেঁকিলে তাহা হইতে সুগন্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও ফল সকল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। ইহা গুঁড়াইয়া ময়দার মত বস্তু পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা রুটী, বিস্কুট, পরমান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গুঁড়া না করিয়াও শুকান ফলখণ্ড বেশ আহার করা হয়।

আমেরিকার পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে ১৭৯৩ সালে লেপ্টনেণ্ট ব্লাই এই বৃক্ষ আনয়ন করেন, তদবধি তথায় ইহা বেশ জন্মিতেছে। ইহার প্রথম আনয়ন উপলক্ষে একটী দুর্ঘটনা হয়। ১৬৮৮ সালে কাপ্তেন ডাম্পিয়ার এই ফলের সংবাদ ইংলণ্ডবাসীদিগের নিকট প্রথম জ্ঞাপন করেন। পরে কাপ্তেন কুকও ইহা দর্শন করিয়া পশ্চিম ভারতে চাষের জন্য উপদেশ দেন। ১৭৮৭ সালে লেপ্টনেণ্ট ব্লাই "বাউণ্টি" নামক জাহাজে টাহিটী দ্বীপে গমন করেন এবং অনেকগুলি পিঠে গাছ লইয়া পশ্চিম ভারত দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় জাহাজের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং একখানি বোটে কয়েকজন লোক সহিত তাঁহাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া জাহাজখানি লইয়া টাহিটী দ্বীপেই ফিরিয়া আইসে। তথা হইতে এই বিদ্রোহীরা পিটকেরন নামক এক ক্ষুদ্র নির্জ্জন দ্বীপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। লেপ্টনেণ্ট

কট্টেশ্রেষ্ঠে ইংলণ্ডে গিয়া পৌছেন এবং পুনরায় অন্ত জাহাজ আরোহণে আসিয়া পিষ্টকবৃক্ষের চারা সকল লইয়া যান। ভারতে চেষ্টা করিলে ইহার চাষ হইতে পারে। দক্ষিণ ভারতে এই জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে মেহাগিনি কাঠের মত সুন্দর কাঠ পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাপ্রবচন।

ব

১। বাইশ লাখের থাড়ি,
তেইশ লাখের ঘুড়ি,
ছয় হাজার ঢেঁকি পড়ে,
দেউলে মোষের মুড়ি।

২। বাউলের ঘরে গরু।

৩। বাক্ সর্ব্বস্ব।

৪। বাক্যেতে পর্ব্বত,
কিন্তু কার্য্যে তুলাকার।

৫। বাঘে গোরুতে (ছাগলে)
এক ঘাটে জল খাওয়ান।

৬। বাঘের আড়ি।

৭। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

৮। বাঘের দেখা, সাপের লেখা।

৯। বাঘেরে গোবধ।

১০। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

১১। বাঘের পিছে কেউ লাগা।

১২। বাঘের বাচ্চা শিয়াল,
দেখে ভয় পায় না।

১৩। বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ।

১৪। বাছার আমার দুধে অরুচি,
বাছা আমার বাঁচলে বাঁচি।

১৫। বাছার আমার এত বাড়ি,
ছআনার কাপড়ে নয়আনার পাড়ি।

১৬। বাছা রূপে গুণে ছিরখণ্ডী,
বসে আছেন বড়াইচণ্ডী।

১৭। বাজাতে বাজাতে বান,
গাইতে গাইতে গান।

১৮। বাজারে আগুণ লাগলে
পীরের ঘর মানে না।

১৯। বাজী ভোর বা বাজী মাত।

২০। বাড়া ভাতে ছাই।

২১। বাড়া ভাতে শক্র বাড়ে।

২২। বাড়ীর ধারে হাট বসাবে,
ঘর করে ছাবে না।
প্রতি গগ্রাসে মুড়ো খাবে,
তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।

২৩। বাড়ীর বুড়ো আর ক্ষেতের হুড়ো।

২৪। বাড়ীর মধ্যে এক ঘর,
তার আবার অন্দর।

২৫। বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কুল,
কেউ কল্লে দুনো লাভ কেউ হারালে মূল।

২৬। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।
২৭। বাতাসে গেরো বাঁধা।
২৮। বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করে।
২৯। বাদুড় চোষা তাল।
৩০। বাধা না মানে গাধা।
৩১। বানরের গলায় মতির মালা।
৩২। বানরের হাতে খন্তা বা আঢ়ি।
৩৩। বাপ্‌কো বেটা,
সিপাহীকো ঘোড়া,
কুচ নেই ত থোড়া থোড়া।
৩৪। বাপ গুণে পো, মা গুণে ঝি।
৩৫। বাপ পিতমোর নাম গেল,
হেদে জোলার নাতি।
৩৬। বাপ মা মরা দায়।
৩৭। বাপের জন্মে নাইক চাষ,
ধানকে বলে দুর্ব্বাঘাষ।
৩৮। বাপের বোন্ পিসী,
তারে ভাত দিয়ে পুষি।
৩৯। বাপ জানে না, মা জানে না,
হোগল বনে বিয়ে।
৪০। বাবা পেটে, মা হাঁটে,
আমি তখন বছর আটে।
৪১। বাবার কালে নাইকো গাই,
চালুনী দিতে দুইতে যাই।
৪২। বাবু মরেন শীতে আর ভাতে।
৪৩। বাবুই ঘর থাক্‌তে বাহিরে ভেজে।
৪৪। বামন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।
৪৫। বামনের গরু, খাবে অল্প,
দুধ দেবে অধিক।
৪৬। বায়ূনাং বিচিত্রা গতিঃ।
৪৭। বার হাত পুকুরে তের হাত মাছ।
৪৮। বার মাসে তের পার্ব্বণ।
৪৯। বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ী,
কেউ না খায় কারু বাড়ী।
৫০। বারোটা ঝাড়লুম তেরোটা মলো,
তুই না মরে মোর অপযশ হলো।
৫১। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ান।
৫২। বালানাং রোদনং বলং।
৫৩। বালির বাঁধ।
৫৪। বাল্‌তীর ঘরের আগড়।
৫৫। বাস করবে গাঁয়ের মাঝে।
জমী করবে যার মা বাপে আছে।
(মা-গ্রাম ধোয়া জল,
বাপ-পুষ্করিণী)
৫৬। বাস করবো নগরে,
মরবো গিয়ে সাগরে।
৫৭। বাস্তু ঘুঘু।
৫৮। বাহিয়ের জামাই মধুসূদন,
ঘরের জামাই মধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন,
ভাত খেসেরে মধো।
৫৯। বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাত।
৬০। বাঁচলে কত দেখ্‌বো আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার,
বিড়ালের কপালে টীকে,
বাঁদর বেড়াল হলুদ মেখে।
৬১। বাঁজি জানে না প্রসব বেদনা।
৬২। বাঁজির পুতকে হাঁচির ঘা সয় না।
৬৩। বাঁশ বাক্‌স বামণ,
জমী নেবার তিন যম।
৬৪। বাঁশের চেয়ে কঞ্চী টন্‌কো।

৬৫। বাঁশ তলায় বিউলো গাই,
সেই সম্বন্ধে মাসতুতো ভাই।

৬৬। বাঁশ যদি পড়ে জলে,
কি করতে পারে তালে আর শালে।

দাদাভাই নৌরজি।

ওই যে মহাত্মা—দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী,
প্রশস্তললাট বিশালনয়ান,
সুধীর প্রবীণ গম্ভীর-প্রকৃতি
তেজস্বী পুরুষ—ভারত সন্তান! (১)

উদার নীতির পূর্ণ অবতার,
জীবনের ব্রত—জগতের হিত,
বিশ্বপ্রেমে যাঁর বিগলিত মন,
'পার্লেমেণ্টে' আজ তিনি মনোনীত!(২)

ভারত মাতার—অমূল্য রতন!
বম্বেতে জনম—নাম 'দাদাভাই,'
বাড়ালেন কত দেশের গৌরব,
এস সবে মিলি তাঁর গুণ গাই। (৩)

এমন সুদিন কবে হবে আর?
স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখ ইতিহাসে,
"পার্লেমেণ্ট—মহাসভাতে মেম্বার
দাদাভাই আজি" ইংলণ্ড প্রবাসে! (৪)

এ আনন্দ হৃদে ধরে না যে আর,
আশার স্বপন হইল সফল,
একসূত্রে বাঁধা ইংলণ্ড ভারত,
কে ছিঁড়িবে এই প্রণয়-শিকল? (৫)

সভ্যতম জাতি যাঁহারা জগতে,
তাঁহাদের সভা কম কথা নয়!
সে সভাতে আজ ভারতসন্তান,
ভাবিলে কাহার না হয় বিস্ময়? (৬)

ভারতের ভাগ্যে ঘটে নাই আর,
অঘটন আজ হ'ল সংঘটন,
কোটিকণ্ঠে গাও—'ভারতের জয়'
কাঁপায়ে মেদিনী—কাঁপায়ে গগন! (৭)

যাহার ইঙ্গিতে সমগ্র পৃথিবী
চালিত হ'তেছে অপূর্ব্ব কৌশলে,
সে মহাসভায় প্রজার প্রবেশ
একমাত্র গুণ প্রতিভার বলে। (৮)

ধন্য ধরাতলে ইংরেজসমাজ
সাম্য নীতি যাঁর মূলমন্ত্র সার,
উদার মতের জাগ্রত প্রহরী—
জীবন্ত ভাবেতে করিছে প্রচার! (৯)

স্বাধীনতা রত্ন অঙ্গের ভূষণ,
মানসিক বল—জীবন সম্বল,
স্বার্থ বলিদান আত্মার প্রকৃতি,
বিশ্বসেবা ব্রত জীবনে প্রবল! (১০)

আত্মপর ভেদ নাহি যে জাতির,
সে জাতির পদে কোটি নমস্কার,
তাদের সদ্গুণ করিলে গ্রহণ,
পতিত ভারত হইবে উদ্ধার। (১১)

দেখালে যে ভাব উদার ইংরাজ,
বরণীয় হ'লে সুসভ্য সমাজে,
চিরস্মরণীয় ভারতে ও নাম
একমাত্র এই সুমহৎ কাজে। (১২)

লইয়া প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে এক দিবস দেখা গেল হরিভক্তের দল রাজপথে সংকীর্ত্তনে বহির্গত হইয়াছে। তৎকালে নবদ্বীপে চৈতন্যের শিষ্য সংখ্যা কম ছিল না। তাঁহাদিগের কীর্ত্তন কোলাহলে নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইল। চতুর্দ্দিকে এসংবাদ পরিব্যাপ্ত হইল। জনস্রোত রাজপথ দিয়া কাজী সাহেবের গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। দর্শকবৃন্দ এতাদৃশ অসমসাহসিকতার ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যে কাজীর প্রতাপ তৎকালে বর্ত্তমানকালীন জিলার মাজিষ্ট্রেটদিগের হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না, সে কাজীর বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া সংকীর্ত্তনের দল কাজী সাহেবের বাড়ীর অভিমুখে চলিয়াছে ইহা দেখিয়া ক্ষীণবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইবে বিচিত্র কি? কিন্তু চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের মনে বিন্দুমাত্রও ভীতির সঞ্চার হয় নাই। কাজী সাহেব যখন সংকীর্ত্তম দলের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি ভীত হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা ক্রুদ্ধস্বভাব ছিলেন, তাঁহারা কাজীর গৃহ ও উদ্যান প্রভৃতি লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিলেন, কেহ বা কাজী সাহেবের প্রতি বীভৎস ভাষায় গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চৈতন্যের ক্ষমাশীল হৃদয় এজন্য ব্যথিত হইল। তিনি শিষ্যদিগের ঈদৃশ অসদ্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে কাজীকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত মধুর প্রেমালাপ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাজী স্বীকৃত হইলেন, আর বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার হইতে দিবেন না। কি দুর্দ্দম তেজ! ইহাই প্রকৃত সৎসাহস। দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করা সৎ সাহসের কার্য্য নহে। কিন্তু বিশ্বাসের অক্ষয় কবচ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সবলের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ ও দমন করা সৎসাহসের পরিচায়ক। চৈতন্য জীবনের ভয় করেন নাই, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বিশ্বাসের তেজ যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহের ন্যায় হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। চৈতন্য পাশবিক শক্তির ভয়ে বিশ্বাসকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন, তিনি ধর্ম্মকে অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া স্বগৃহে আরামে অবস্থান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সে উপাদানে গঠিত হয় নাই। তিনি ধর্ম্মের জন্য প্রাণকে তুচ্ছ করিলেন। প্রকৃত ধর্ম্মবল হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে মানুষ পৃথিবীর আর সমস্ত শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে। মৃত্যুভয় তখন সুদূরে পলায়ন করে। তখন মানুষ আপনার দিকে দৃষ্টি করিবার সময় পায় না। নিয়ত সেই ধ্রুব তারার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি

ধন্যা ভিক্টোরিয়া 'ভারত-ঈশ্বরী'
ধন্য গ্লাডষ্টোন'—'কেইন্' 'রিপণ,'
ধন্যা ধন্যা ধন্যা 'মধ্য ফিন্সবারি'
ধন্য মোরা করি ও নাম স্মরণ। (১৩)

থাক 'দাদাভাই' দীর্ঘজীবী হয়ে,
সাধ কায়মনে দেশের কল্যাণ,
করি হে আশীষঃ—পার্লেমেণ্টে বসি
বাড়াও দেশের গৌরব সম্মান। (১৪)

যতকাল র'বে রবি শশী তারা,
যতকাল রবে জাহ্নবী যমুনা,
যতকাল রবে বিন্ধ্য হিমাচল,
'দাদাভাই'-যশ গাইবে রসনা। (১৫)

ঘরে ঘরে হবে মহা মহোৎসব
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার,
আনন্দের স্রোতে ভাসিবে ভারত
যুগ—যুগান্তর সদা-অনিবার। (১৬)

ভাবী বংশধর স্মরিয়ে ও নাম
সিদ্ধ-মনোরথ হইবে সকলে,
করতালি দিয়ে নাচিবে শিশুরা,
উলু দিবে নারী যাতি কুতুহলে! (১৭)

এমন সুদিন কবে হবে আর?
স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখ ইতিহাসে
পার্লেমেণ্ট মহা সভাতে মেম্বার
'দাদাভাই' আজি ইংলণ্ড প্রবাসে॥(১৮)

শ্রীচ।

উদাসীনের চিন্তা।

সৎসাহসের পরিচয়।

শ্রীচৈতন্য—নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার পর একদিন হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ নগরের মধ্য দিয়া খোল করতাল ধ্বনি সহ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছিলেন। কাজীর আদেশক্রমে তাহার অনুচরবর্গ আসিয়া কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবদিগের প্রতি যার পর নাই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তাঁহাদিগের খোল ভাঙ্গিয়া দেয়, করতাল বল পূর্ব্বক অপহরণ করে, এবং নানারূপে তাঁহাদিগকে অপমানিত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। চৈতন্যের শিষ্যবর্গ ধর্ম্মভ্রষ্ট যবনদিগের ঈদৃশ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া গুরুদেবের নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। ঈশ্বর-প্রেমিক চৈতন্যের বিশ্বাস পূর্ণ হৃদয় ঈদৃশ বিরুদ্ধ শক্তির নিকট পরাস্ত হইবে কেন? যাঁহাদিগের ব্রহ্মশক্তির উপর বিশ্বাস নাই, অথবা যাঁহারা ক্ষীণ বিশ্বাস লইয়া সংসারপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহারা বিরুদ্ধ শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে পারেন। কিন্তু চৈতন্য আপনার প্রাণে যে দুর্দ্দম বল ও অপরিমেয় তেজঃ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে বল ও সে তেজ তাঁহাকে দ্বিগুণতর প্রোৎসাহিত করিল। তিনি নগরসংকীর্ত্তন করিবার জন্য শিষ্যবর্গকে খোল করতালাদি

হেতু সে মুগ্ধ হইয়া যায়। তখন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া থাকে। এইরূপ সৎসাহসিকতা কাহার না বাঞ্ছনীয়? যাঁহারা নানা ভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা ঈশ্বরের সুপুত্র কিংবা সুকন্যা নহেন। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র ও প্রিয়কন্যা হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সকল শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ব্রহ্মশক্তিকে জীবনের চালক করিয়া থাকেন। ব্রহ্মশক্তি জীবনের চালক হইলে কোন ভয় ভাবনা থাকে না।

পারিবারিক সঙ্গীত।

মা আমার আনন্দময়ী সর্ব্বমঙ্গলা,
(মা) প্রেমদাত্রী জগদ্ধাত্রী ভক্ত-বৎসলা।
স্নেহের প্রতিমাখানি,
প্রেমোন্মত্তা পাগলিনী,
অরূপী মার কতরূপ নাহি যায় বলা।
চাঁদে সূর্য্যে মার আলো,
ফুল বনে শোভে ভালো,
কোটী চন্দ্র জিনি কান্তি, কুসুম-কোমলা।
মা মোর বিশ্বরূপিণী,
চিদানন্দ স্বরূপিণী,
হৃদাকাশ-বিহারিণী স্থির চপলা।
মা মোর দুঃখবারিণী,
পাপ সন্তাপহারিণী,
সুখদা মোক্ষদা মাতা চিরশীতলা।
মা মোর গর্ভধারিণী,
পালয়িত্রী জননী,
বরাভয় প্রদায়িনী স্নেহে অচলা।
মার খাই মার পরি,
মার রাজ্যে বাস করি,
অপার মহিমা মার অনন্ত লীলা।
চিনেছি মারে এবার,
মা আমার আমি মার,
মার কোলে জুড়াইব ত্রিতাপ জ্বালা।
(মার সঙ্গে রব রঙ্গে নহি একেলা।)

বাদন-প্রণালী।

পিয়ানোফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৩০ সংখ্যা—৭৮ পৃষ্ঠার পর)

হারমোনিয়ম যন্ত্রে দুই প্রকার সারণা অর্থাৎ পর্দ্দা শ্রেণী থাকে, তন্মধ্যে শ্বেত পর্দ্দাগুলির দ্বারা স্বাভাবিক সুর ও কাল পর্দ্দাগুলির দ্বারা বিকৃত অর্থাৎ কড়ি ও কোমল সুর বাদিত হয়; কিন্তু কোন্ শ্বেত পর্দ্দায় কোন্ স্বাভাবিক সুর বাদিত হয়, তাহার নাম না জানিলে সহসা সুর বোধ হয় না। এই জন্য

পাঁচ সপ্তকবিশিষ্ট একটী হারমোনিয়মের প্রত্যেক চাবির নাম পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল।

এই পাঁচ সপ্তকবিশিষ্ট হারমোনিয়ম যন্ত্রের সর্ব্ব প্রথমে যে শ্বেত পর্দ্দা থানি থাকে, তাহাকে আমরা ষড়জ ও ইংরাজেরা C স্বর কহিয়া থাকে। তৎপরের শ্বেত পর্দ্দা গুলিকে ক্রমান্বয়ে ঋষভ বা D, গান্ধার বা E, মধ্যম বা F, পঞ্চম বা G, ধৈবত বা A, এবং নিষাদ বা B স্বর কহা যায়। এইরূপে প্রত্যেক অষ্টম পর্দ্দা "সা" (ষড়জ) ধরিয়া স্বরগ্রাম (সাঋগম) নির্ণয় করিতে হয়। এই যন্ত্রের সর্ব্ব প্রথম সাত থানি পর্দ্দা অতি উদারার সপ্তক, দ্বিতীয় সাতথানি পর্দ্দা উদারার সপ্তক, তৃতীয় সাতথানি পর্দ্দা মুদারার সপ্তক, চতুর্থ সাত থানি পর্দ্দা তারার সপ্তক, এক পঞ্চম সাতথানি পর্দ্দা অতি তারার সপ্তক। এই পাঁচ সপ্তকের মধ্যে প্রতি সপ্তকে পাঁচ থানি করিয়া কোমল পর্দ্দা আছে। প্রথম সপ্তকের প্রথম কাল পর্দ্দা কোমল ঋষভ, দ্বিতীয় কাল পর্দ্দা কোমল গান্ধার, তৃতীয় কাল পর্দ্দাকে কোমল পঞ্চম বা কড়ি মধ্যম বলে, চতুর্থ কাল পর্দ্দাকে কোমল ধৈবত এবং পঞ্চম কাল পর্দ্দাকে কোমল নিষাদ কহে। ইংরাজিতে কোমলকে "Flat ও কড়িকে Sharp" কহে। প্রতি সপ্তকে পাঁচ থানি করিয়া পঞ্চ সপ্তকে পঁচিশ থানি কোমল পর্দ্দা আছে। প্রথম পর্দ্দা হইতে চতুর্দ্দশ পর্দ্দা পর্য্যন্ত বামহস্ত দ্বারা বাজাইতে হয় এবং পঞ্চদশ পর্দ্দা হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ পর্দ্দা পর্য্যন্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাজাইতে হয়।

হারমোনিয়মে সংগীতের উচ্চ ও খাদ উভয় কুঞ্চিকারই আবশ্যক হয়। উচ্চ কুঞ্চিকাযুক্ত মঞ্চের গত প্রভৃতি দক্ষিণ হস্তে যন্ত্রের দক্ষিণদিককার উচ্চ স্বরের পর্দ্দা সকলে বাজাইতে হয়। এবং খাদ কুঞ্চিকযুক্ত মঞ্চের স্বর সকল বামহস্ত দ্বারা বামদিক্‌কার খাদ পর্দ্দা সকল বাজাইতে হয়। হারমোনিয়ম মাত্রই অচল পর্দ্দাবিশিষ্ট। বাজাইবার সময় দক্ষিণ হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলিই ব্যবহার করিতে হয়। পর্দ্দা সকলে অঙ্গুলি বিক্ষেপের নিয়ম এই,—অনুলোমে সা-এর পর্দ্দায় বৃদ্ধা, ঋ-তে তর্জ্জনী, গ-তে মধ্যমা, ম-তে মধ্যমার ভিতর দিয়া বৃদ্ধা, এবং প, ধ, নি ও সা-তে ক্রমান্বয়ে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা। এবং বিলোমে সা, নি, ধ, প ও ম-তে ক্রমান্বয়ে, কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধা, গ-তে বৃদ্ধার উপর দিয়া মধ্যমা এবং ঋ ও সা-তে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধা। এইরূপ নিয়মে পর্দ্দায় অঙ্গুলী বিক্ষেপ করিতে হইবে। উদাহরণ সকল সাধনার সময় প্রত্যেক স্বরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিয়া বাজাইতে অভ্যাস করিতে হইবে।

পর্দ্দার উপরিভাগে অর্থাৎ হার-

মোনিয়মের ডালার কাষ্ঠে যে তিনখানি সরু কাষ্ঠ ফলক দ্বারা চতুষ্কোণ পদার্থ থাকে, তাহা উপর দিকে টানিয়া তুলিয়া তথায় স্বরলিপি পুস্তক রাখিতে হয়।

হারমোনিয়ম ফ্লুট অর্থাৎ ছোট হারমোনিয়ম বাজাইবার নিয়ম সকলই হারমোনিয়মের মত, কেবল বিশেষ এই যে, ইহার ভস্ত্রা (বায়ুকোষ) পদদ্বারা সঞ্চালন করা হয় না, বাম হস্তদ্বারা সেই কার্য্য সমাধা করিতে হয়। ইহার বায়ুকোষ নিম্নে না থাকিয়া, ইহার পশ্চাৎদিকে অবস্থিত, সেই জন্য বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী ইহার উপরিস্থ কাষ্ঠখণ্ডে সংলগ্ন করিয়া অপর চারিটি অঙ্গুলী দ্বারা বায়ুকোষের কাষ্ঠধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিতে হয়। কিন্তু ইহার বায়ুকোষ উপর দিকে উঠাইবার সময় অর্থাৎ ইহাকে বায়ুপূর্ণ করিবার সময় অতি দ্রুত ইহার ভস্ত্রা উপরে উঠাইতে হইবে এবং নামাইবার সময় ধীরে ধীরে নামাইতে হইবে। এই যন্ত্র দুই হস্ত দ্বারা না বাজাইয়া কেবল দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাজান হইয়া থাকে এবং বাম হস্ত দ্বারা ভস্ত্রা সঞ্চালন করিতে হয়। ইহাতে কেবল একটী টানা কীলক (stop) থাকে।

(ক্রমশঃ)

দন্তশূল।

(TOOTH-ACHE.)

হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা।

দন্তশূল অতি কষ্টদায়ক পীড়া, এই পীড়া হইলে রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অনেক কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে—দন্তক্ষয়, দন্তভাঙ্গা, হঠাৎ ঠাণ্ডা অথবা গরম লাগা, বাত, পারদসেবন, পেটের পীড়া, স্নায়বিক পীড়া ইত্যাদি প্রধান কারণ। এই পীড়া হইলে কর্ণমূলে কন্‌কনানি, ঝন্‌ঝনানি, সূচবিদ্ধবৎ বেদনা, দন্তমূল স্ফীত হওয়া, শিরঃপীড়া মুখমণ্ডল ও মস্তকে অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণায় রোগী ছট্‌ফট্‌ করে ইত্যাদি অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

ডাক্তার ক্লার্ক বলেন :—

দন্তশূল হইলে প্রথমে **প্লাণ্টেগো** ব্যবহারে উপকার হইতে পারে, ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তের গোড়াতে প্রদাহ হইলে **মার্ক-সল** ৩ ক্রম দিবে। যদি দন্তমূল ফুলিয়া প্রদাহ হয়, তবে **এপিস** ৩ ক্রম **মার্ক-সলের** সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যব-

হার করিবে। আহার কালীন দন্তশূলে কেলাই-কার্ব্ব দিবে। ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে ক্যাল-কার্ব্ব ৬ ক্রম দিবে, গরমে রোগ বৃদ্ধি হইলে ক্যামোমিলা ৬ ক্রম দিবে। গর্ভাবস্থায় এই রোগ হইলে ক্যাল-কার্ব্ব ও সিপিয়া ৬ দিবে। শয়নকালে অসহ বেদনা হইলে ম্যাগ্নে-কার্ব্ব ৬ ক্রম ২ঘণ্টা অন্তর দিবে।

একোনাইট—দন্তমূলে বেদনা, স্নায়বীয় উত্তেজনা, মাথায় রক্তাধিক্য, জ্বর। ১।৬ ক্রম দিবে।

এই ঔষধের অমিশ্র আরক তুলায় ভিজাইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

ক্যামোমিলা— রাত্রে অসহ বেদনা, শিরঃপীড়া, দন্তমূলে চিড়িক মারিয়া উঠা, গরম ও ঠাণ্ডায় বেদনার বৃদ্ধি, দন্ত নড়া, গাল লাল ও গরম বোধ হওয়া। ৬।১২ ক্রম।

বেলেডোনা— আহার অন্তে, বৈকালে, দন্তস্পর্শ করিলে ও ঠাণ্ডা লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি, মাথার বেদনা, অতিশয় দন্তশূল, মুখে লাল উঠা, দন্ত মাড়ী স্ফীত, জ্বর, পিপাসা। ৬।৩০ ক্রম।

মার্কুরিয়স-সল—সমস্ত মুখমণ্ডল ও মস্তিকে বেদনা, ছিড়েফেলার ন্যায় বেদনা, আহার অন্তে বেদনার বৃদ্ধি, মাড়ী স্ফীত, ঘর্ম্ম, মুখে লাল উঠা ৩।৬ ক্রম।

পলসেটীলা—দন্তমূলের বেদনার দরুণ কর্ণে, মস্তকে, সমস্ত দন্তে, মুখে, চক্ষে বেদনা, অস্থির বেদনা, সন্ধ্যাকালে ও গরম গৃহে বেদনার বৃদ্ধি, সুচিবেদনার ন্যায় বেদনা। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় ও গর্ভাশয়ের অন্য পীড়ায় এই রোগ হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ৬।৩০ ক্রম।

নক্সভমিকা— কোষ্ঠবদ্ধ, দন্ত-মাড়ীতে টাটানি, খোঁচান ও দপ্‌দপানি, দন্তমাড়ী স্ফীত, রোগী খিটখিটে ৬।৩০ ক্রম।

স্টেফাই সেগ্রিয়া—ঠাণ্ডায় বেদনার বৃদ্ধি, ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত, সকল দন্তে চিড়িক মারিয়া উঠা, কনকনানি, বেদনা, মুখ ও হাত পা শীতল, ঘর্ম্ম, স্নায়বীয় বেদনা। ৬।:২ ক্রম।

ব্রাইওনিয়া— খোচানে বেদনা, রাত্রে ও উষ্ণে বেদনার বৃদ্ধি, পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, রোগী খিটখিটে, নিস্তেজ, নড়িয়া বেড়াইলে বেদনার বৃদ্ধি। ৬।৩০ ক্রম।

রোগ শয্যা।

আমি এখন রোগ শয্যায়, সুতরাং আমার পাঠিকা ভগিনী বুঝিতে পারিবেন যে, শরীর ও মনের বল, দর্প, উৎসাহ, উদ্যম, স্ফূর্ত্তি, কৌতুক—আমাদের

"দুরন্তপনা" করিবার যে সকল উপকরণ—তাহাদিগকে বিদায় দিয়া আমি "শান্ত, নির্ব্বিকার (?) ভালমানুষ" রূপে, বিছানায় পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের চতুর্ব্বিধ বৃত্তির * পোষণীয় সকল জিনিষই জগতে রহিয়াছে, কিন্তু আমি এখন তাহার অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতে অযোগ্য ও অক্ষম। রোগীর প্রধান ক্লেশ এই যে সাধারণতঃ রোগী মনুষ্যত্ব অনুশীলন সুখে বঞ্চিত ও অনধিকারী। মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব অনুশীলন। আমি রোগী হইয়া প্রধান সুখ, প্রধান উদ্দেশ্য হইতে দূরে পড়িয়াছি। এখন আমার প্রয়োজনীয় জিনিষ ঔষধ পথ্য আর স্নেহ মমতা। আমার বর্ত্তমান জীবনের "জীবন" কেবল এই কয়টীরই মধ্যে। এখানে "ভগবানের কৃপার" কথা আর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহা সকল অবস্থায় সকলেরই জন্যে। বোধ হয় সকলেই প্রতিক্ষণে সে জিনিসের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকেন।

এখন আমার প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলির ছোট বড় বিচার করিতে গিয়া আমি ঔষধ পথ্য অপেক্ষা স্নেহ মমতাকেই শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেছি। বিচারে পক্ষপাতিতা হইতেছে কিনা (এবং রোগ ভোগে আমার মস্তিষ্ক বিঠিক্ হইয়াছে কি না) তাহা বুঝিতে না পারিলেও সিদ্ধান্তের নির্ভুলের বিষয়ে আমার একটু বিশেষ রকম ভরসা আছে। কারণ আমি আপনা আপনিই বুঝিতে পারি—ঔষধাদি ব্যবহার সত্ত্বেও "বাস্তবিক বাঁচিয়া আছি কি না" আমার মনে এই রকম একটা সন্দেহ সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে। যখন জগতের মধুর সৌন্দর্য্য, আমার বিরক্ত ও ক্লান্ত চক্ষের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন পূর্ণ মাত্রায় ঔষধ খাইলেও, আমার মনে হয়, আমি বুঝি ভাল রকম বাঁচিয়া নাই; বাঁচিয়া থাকিলে সুন্দর জিনিষ ভাল লাগে না কেন? যখন আমার ক্ষুদ্র জীবনের অসম্পন্ন "কর্ত্তব্য" গুলির দিকে চাহি, তখন স্বাস্থ্যকর—বলকর পথ্য গ্রহণ করিলেও আমার মনে হয়, আমার জীবনই যদি আছে, তবে কর্ত্তব্যপালন করিবার শক্তি যাইবে কেন? আমি হয়তো প্রকৃত জীবন্ত নহি। যখন, মানবের সজীবতা শক্তি গুলি আমার প্রাণের চারিপাশে ঘুরিতেছে বুঝিতে পারি, অথচ একটিকে ধরিতেও ক্ষমতা হয় না, তখন ঔষধ পথ্যের সহস্র শক্তি অতিক্রম করিয়া আমার মনে হয়, আমি বাঁচিয়া থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন? কিন্তু এই রোগ শয্যায় এই জীবন্মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, যখন আমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী দিগের স্নেহ, দয়া, ও সহানুভূতি পাই, যখন আমার আরোগ্যাকাঙ্ক্ষী হৃদয় কয়-

* চতুর্ব্বিধ বৃত্তি—শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী।

খানি অনুভব করিতে পাই, তখনই অমোর—ঔষধ পথ্য গ্রহণ করি বা না করি, তখনই আমার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। তখনই ভাবি, আজিও আকাশে চাঁদ উঠে, আজিও বাগানে ফুল ফুটে, আজিও সুকুমার শিশু মায়ের কোল আলো করে, আজিও শান্ত রস পূর্ণ সঙ্গীত সন্ধ্যা-কালে জগৎ মাতাইয়া থাকে! তখনই বুঝিতে পারি, আজিও জগতে সুখ আছে, মানব হৃদয়ে সাধ আছে, আমি 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র' হইলেও জগতের আমাতে প্রয়োজন আছে! যাহার স্নেহের বন্ধন আছে, সে জীবিতও আছে; যে জীবিত আছে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা যাহাই হউক, অন্ততঃ আশার আলো মাখা একটা কাল্পনিক ভবিষ্যৎ তো আছে—যাহার ভবিষ্যৎ আছে, তাহার তো সবই আছে! তাই তখনই এ সুপ্ত প্রাণের লুপ্ত সাধ বাসনা এক একবার বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠে, এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমার "রোগশয্যা" ভুলিয়া যাইতে হয়। এমন মহৌষধ, এমন অমৃতমাখা পথ্য, কোনও এম্, ডি, কোনও এম, বি, কোনও কবিভূষণ, কোনও কবিকেশরী, ব্যবস্থা করিতে পারেন জানি না। তাই আমি বিবেচনা করি, রোগীদিগের জন্যে আগে স্নেহ মমতা, তার পর ঔষধ পথ্য আবশ্যক। হয়তো আমি জন্মিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, বহুলোকে এ কথা বলিয়া গিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এই রোগশয্যার প্রসাদে এ নূতন রকম "সত্য" হয় তো আমিই আবিষ্কার করিয়া বসিলাম! ভরসা করি, এখন হইতে আমার আবিষ্কৃত "তত্ত্ব"টী, দেশীয় ও বিদেশীয় চিকিৎসক মহাশয়েরা চিকিৎসা প্রকরণে বিধিবদ্ধ করিবেন!—প্রার্থনা করি,তাঁহারা যাহাই করুন্, বঙ্গবাসিনীরা সকলেই ইহা মনে রাখিবেন; তাহা হইলেই আমার "রোগ-শয্যা" সার্থক হইবে।

বলিতেছিলাম, আমি এখন রোগ শয্যায়। আমি এখন মানবজগৎ হইতে এক রকম বিদায় লইয়া, একটী বিছা-নায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমি যে মানব জগতের একজন, এ কথা সহসা মনে হয় না। আমি কাহারও জন্য কিছুই করিতে পারি না। মানুষেরা—আমার শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু ও বন্ধুরা আমাকে স্নেহ মমতা করেন, আমার জন্য খাটেন, আমার জন্য ব্যস্ত হন, আমি কাহারও জন্যে কিছুই করি না! কেবল বিছানায় পড়িয়া দীর্ঘক্ষণ, দীর্ঘ মুহূর্ত্ত, দীর্ঘ দিবারাত্রি কাটিতেছি! আমি বুঝি এখন মানুষের কেহ নহি, আমি বুঝি বা বিছানারই "আপনার জন" হইয়াছি!

মনুষ্যশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব সমাজের এ রকম "পর" হওয়া যে কি দুর্ভাগ্যের কথা, তাহা এই রোগশয্যার প্রসাদেই আমি বুঝিতেছি। আমাদের বড় সৌভাগ্য এই যে আমরা একা

নহি—মানব সমাজ হইতে পৃথক্ নহি। আমি এক পরিবারের একজন, এক সমাজেরও একজন—যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারা তো বিশ্ব জগতেরই! আমাদের মত লোকের ক্ষুদ্রাশয়তা ও সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে যতই ক্ষুদ্রতম করুক না কেন, আমরা অহং জ্ঞানে পূর্ণ হইয়া মোহান্ধ হইয়া পড়ি না কেন, তথাপি মানব সমাজের সহিত আমাদের গভীর সম্বন্ধ—নৈসর্গিক নিয়ম, সে সম্বন্ধ রাখিতেই হইবে। প্রায় সকল অবস্থাতেই মানব-হৃদয় মানবের জন্য লালায়িত। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, ধনীরই হউক, আর দরিদ্রেরই হউক, একটী হৃদয় আর একটী হৃদয়কে চাহিবেই চাহিবে! মানুষের নিজের সুখে পরিতৃপ্তি হয় কখন? যখন কোনও সহৃদয় আত্মীয়, সুখীর সুখ নিজ সুখের মত গ্রহণ করেন, যখন একজনের হৃদয় অন্যের সুখে প্রকৃত সুখাগার হইয়া উঠে, তখনই। আবার মানুষের দুঃখে শান্তি আসে কখন? যখন কোনও স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের সহানুভূতি তাহার ব্যথিত হৃদয় আকর্ষণ করে, যখন কোনও স্নেহের হৃদয় গলিয়া দুঃখীর জন্য দুই ফোঁটা অশ্রু মোচন করে, তখনই ব্যথিত হৃদয় আরাম পাইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, মানব পরেরই, যিনি পরার্থপর, তিনিও পরের, যিনি স্বার্থপর তিনিও পরের। রাজার ছেলে শাক্যসিংহ পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, অন্যে পরে জরা মৃত্যু অতিক্রম করিবে বলিয়া; নরপিশাচ তৈমুরলঙ্গ অগণ্য নরহত্যা করিয়াছিল, দশ জনের কাছে—পরের কাছে "সম্রাট্" হইবে বলিয়া; ভারতীয় ঋষিগণ জ্ঞানানুশীল করিয়া রক্ত মাংস জল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অর্জ্জিত রত্নে সমস্ত জগৎ ধনী হইবে বলিয়া; আমাদের ক্ষুদ্রাশয় ধনিগণ দীন দুঃখীর মুখগ্রাস বঞ্চিত করিয়াও লৌহসিন্ধুক বোঝাই করেন, কেবল তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণ "ভোগ" করিবে বলিয়া; বাল্মীকি, হোমর, কালিদাস, সেক্সপীয়র, মাইকেল মধুসূদন, লর্ড বায়রণ প্রভৃতি তাঁহাদের প্রাণময়ী কবিতা—অমানুষিকী প্রতিভা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পরে দেখিয়া সংসারবেদনা—ক্ষণকালের জন্যও ভুলিয়া থাকিবে, এই আশয়ে; আমাদের সঙ্গীত ব্যবসায়ীরা পঞ্চমে সুর তুলিয়া গান গাহিতে আসে, পরকে সন্তুষ্ট করিয়া দু পয়সা পাইবে এই আশয়ে; বঙ্গলক্ষ্মী শঙ্করী পিসী এই শীতকালে পানাজলে প্রাতঃস্নান করিয়া হাসিমুখে রান্নাঘরে ঢুকেন, পরকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিবেন, এই কামনায়; আমাদের বিলাস দিদি নূতন নূতন গহনা পরিয়া দরিদ্র প্রতিবাসিনীদের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তাহাদিগের নিকটে নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, এই কামনায়; তাই বলিতেছি মানব পরেরই জন্যে—পরার্থপর পরার্থপরতার জন্য, স্বার্থপর স্বার্থপরতার জন্য,

পরকেই চাহিবে। মানব মানবের সহিতই সম্বন্ধ রাখিবে। এ সম্বন্ধ আমাদের জাতীয় সম্বন্ধ। এই জাতীয় সম্বন্ধ আমাদের বড় সুখের জিনিস। কিন্তু যিনি পরার্থের জন্য মানব জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তিনি পুরুষ হইলে পরম সৌভাগ্যবান্, রমণী হইলে পরম সৌভাগ্যবতী। তিনিই মানব সমাজের প্রকৃত বন্ধু—প্রকৃত আত্মীয়। আর যে ব্যক্তি স্বার্থপরতার জন্য মানব সমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখে, সেইই প্রকৃত দুর্ভাগা, সেইই সংসারের পর। রোগী এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক। রোগী আত্ম-চিন্তা-কাতর; স্নেহ, মমতা, দয়া, সহানুভূতি, রোগী লইতেই পারে, দান করিতে অক্ষম! এই রকম সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মানব রোগশয্যা পাতিয়া থাকে! এই সঙ্কীর্ণতাই বুঝি মৃত্যুর রূপান্তর!

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। দাদাভাই নৌরজীর ও তৎসঙ্গে ভারতবাসীদের মাথার উপর যে তরবারি ঝুলিতেছিল, তাহা সরিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী কাপ্তেন পেন্টন অভিযোগ করিয়াছিলেন দাদাভাই অসদুপায়ে ভোট সংগ্রহ করিয়া পার্লেমেণ্টের সভ্য হইয়াছেন, বিচার কালে তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

২। বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ কন্‌গ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। ২৮এ ডিসেম্বর হইতে কন্‌গ্রেসের কার্য্যারম্ভ হইবে।

৩। সেরপুরের জমীদার শ্রীমতী তারাসুন্দরী চৌধুরাণী দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অন্নদান করিতেছেন।

৪। চিকাগোর প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ৩০০০ শিক্ষক আছেন, তন্মধ্যে ২৮০০র অধিক স্ত্রীলোক। এদেশে বালিকা-বিদ্যালয়েও স্ত্রী-শিক্ষক জুটে না।

৫। লেডী টেনিসন একজন পাকা গৃহিণী। কবিবর টেনিসন এক সময় পরিহাস ছলে বলিয়াছিলেন, "আমার লেখাদ্বারা পয়সা না হইলে শ্রীমতীর রন্ধন বিদ্যা দ্বারা পরিবারের দারিদ্র্য মোচন হইবে। টেনিসন চা-বিস্কুট বাজারে বিকাইবার জিনিষ।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সরল কবিতা—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। বালকদিগের নীতিশিক্ষা-বিধায়ক ও আমোদকর কয়েকটী বিষয় লইয়া পুস্তকখানি

হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবু একজন প্রসিদ্ধ কবিতা লেখক। তাঁহার কবিতাগুলি বেশ সরল এবং এ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য।

২। বিষাদলহরী—শ্রীঅঘোরনাথ বসু চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। লেখক আপনার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস কবিতাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি সরস ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা তাঁহার অন্তরের সুন্দর ধর্ম্মভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। আশ্রম চতুষ্টয়—শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। প্রাচীনকালের ধর্ম্ম জীবন গঠনের প্রধান সহায় হিন্দুর চতুরাশ্রম, ইহা সাধারণের গোচর করিয়া রজনী বাবু সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ইহা ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে ইহার এক একখানি থাকিলে তাহাদের চরিত্র গঠনের সাহায্য হইতে পারে।

৪। আর্য্যালোক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান—শ্রীউদয়কৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। এই পুস্তকে জীবতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির বিষয়গুলি যেমন উচ্চ, তেমনি চিন্তাশীলতার সহিত সেইগুলি আলোচিত হইয়াছে। লেখক হিন্দুর মত ও বিশ্বাসগুলি ভিত্তিভূমি করিয়া বিশুদ্ধ যুক্তিবলে সেইগুলি সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অনেক মতের সহিত আমাদিগের ঐক্য না থাকিলেও তাঁহার আন্তরিক ভাব ও শুভ উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। নব্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ধীরভাবে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ ও আলোচনা করিলে বর্ত্তমান সমাজ বিপ্লবের কুফল অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

৫। দীপ্তি—বিকাশপ্রণেতা প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। কবিতাগুলি ধর্ম্মভাব পূর্ণ, কতকগুলিতে প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা এবং কতকগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাবের মধুর বিকাশ দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। লেখক কবিতাদেবীর সেবা করুন, সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

সঙ্গীত চর্চ্চায় কি দোষ ?

সঙ্গীত নৃত্যাদি শিক্ষায় যে হিন্দু স্ত্রীগণের পক্ষে দোষ আছে, তাহা আমরা বুঝি না। কিন্তু উহা যে সমাজে হঠাৎ বা শীঘ্রই প্রচলিত হইবে সে আশাও খুব কম; কারণ আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে নৃত্য গীতাদি কুলস্ত্রীগণের কার্য্য নহে, উহা নির্লজ্জা কুলটা স্ত্রীগণের কার্য্য। কিন্তু উহা যে কেন কুলস্ত্রীর

কার্য্য নহে সে বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কোন যুক্তি তর্ক পাওয়া যায় না, কেবল পাওয়া যায় অন্ধবিশ্বাস মাত্র। সমাজে যাহার প্রচলন না থাকে, তাহার আলোচনা অনেকে অনেক সময় ধরিয়া না করিলে উহা সিদ্ধ হয় না। শুনিয়াছি এ দেশে প্রথমে বালিকা স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব হইলে নাকি অনেকেই স্ব স্ব কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণকে স্কুলে যাইতে দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় নাকি সাহসে ভর করিয়া নিজ কন্যাদিগকে স্কুলে যাইতে দেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ১০।১২ বৎসরের পরে আর স্কুলে যাইতে পান নাই,এখন তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ ১৩।১৪ বৎসর বয়সে স্কুলে গেলেও কোন কথাটী হয় না। অবশ্যই আমি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের বা বেথুন কলেজের মেয়েদের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি হিন্দুসম্প্রদায়ের পল্লীগ্রামস্থ বালিকাস্কুলের কথা। এইস্থলে বলা আবশ্যক যে ব্রাহ্ম ও হিন্দুসম্প্রদায় যে পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী এমন বিশ্বাস আমার নয়, আমার বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের পরিণত অবস্থা, তবে কি না হিন্দুধর্ম্মের অপরিণত অবস্থা লইয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হয়েন বলিয়াই বোধ হয় ব্রাহ্ম হিন্দু দুটী সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে অত্র প্রবন্ধে অধিক আলোচনা করিতে গেলে মূল প্রবন্ধের মৌলিকতা থাকিবে না, সুতরাং ব্রাহ্ম ও হিন্দু যে একই ধর্ম্ম ইহা দেখাইতে আমরা বারান্তরে চেষ্টা করিব। সে যাহা হউক এখন বক্তব্য এই যে যদি বড় বড় লোকে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিতে হিন্দু-স্ত্রীগণের নৃত্য গীতাদির বিষয় ক্রমাগত আলোচনা করেন, যদি বড় বড় স্কুল কলেজের ছাত্রীগণের মধ্যে ঐ প্রথার আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সেই ঢেউ পল্লীগ্রামস্থ বালিকা স্কুলেও আসিয়া লাগিবে এরূপ আশা করা যায়, এবং তাহা হইলে অন্তঃপুরস্থ রমণীগণও আপন আপন আত্মীয়গণের নিকট তখন আর নৃত্যগীত শিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করিবেন না। আর পুরুষেরাও স্বইচ্ছায় অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণকে উহা শিক্ষা দিতে যত্ন করিবেন, যেমন এখন বিদ্যা (লেখাপড়া) শিক্ষা দিতে যত্ন করেন। পূর্ব্বে যাঁহার স্ত্রীলোকের লেখা পড়ার প্রতি বিদ্বেষ ছিল শুনিয়াছি, এখন সেই বৃদ্ধ ঠাকুর দাদা মহাশয়কে স্কুলে যাওয়ার জন্য পৌত্রীর প্রতি তাড়না করিতে দেখিতেছি, নৃতগীতের পদ্ধতি স্ত্রীমহলে প্রচলিত হইলে কালে যে ইহা লেখাপড়ার মত সকলের দ্বেষ, তর্ক, ও অমতাদি কাটিয়া ঠিক্ হইয়া দাঁড়াইবে না কে বলিল? অতএব একবার প্রচলন হইয়া দাঁড়াইলে কালে যে "নৃত্যগীত কুলটার কার্য্য" এ কথা সকলেই ভুলিয়া যাইবেন আশা করা যায়। (ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৬ সংখ্যা। | পৌষ ১২৯৯—জানুয়ারি ১৮৯৩। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এলাহাবাদ কন্‌গ্রেস্— ৮ম জাতীয় মহাসভার কার্য্য ২৮এ হইতে ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, তাহাতে প্রায় ১ সহস্র প্রতিনিধি ও তিন সহস্র দর্শকের সমাগম হয়। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ অভ্যর্থনাসমিতির এবং বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কন্‌গ্রেসের সভাপতি হইয়া বক্তৃতা করেন। কার্য্য সকল সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আগামী বর্ষে অমৃতসরে এই মহাসভার অধিবেশন হইবে। জগদীশ্বর এই শুভানুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতি-বিধান করুন।

পুনা মহিলা বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ে মহারাষ্ট্রীয় রমণীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং কয়েক বৎসর বিদ্যালয়ের কার্য্য যেরূপ চলিয়াছে, তাহা অতি সন্তোষকর। এই বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য যাহা ছিল, তাহার হ্রাস হওয়াতে বিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে। এই জন্য লর্ডরিপণ ও ভারতহিতৈষী অনেক লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র লইয়া সার উইলিয়ম হণ্টার, দাদাভাই নৌরজী প্রভৃতি মহাত্মা ষ্টেট সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিদ্যালয়ের সাহায্য পূর্ব্বমত দিবার প্রার্থনা করেন। দুঃখের বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারী অর্থের অসচ্ছলতা দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। দেশের শিক্ষোন্নতির জন্য দেশের লোক প্রস্তুত হউন। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদার্হ, শিক্ষাবিভাগে তাঁহাদের নিকট এখন আর অধিক অর্থ সাহায্যের আশা করা বৃথা।

দান—কলিকাতা লেডী ডফারিণ স্ত্রী হাঁসপাতালে প্রত্যেক রোগীর জন্য স্বতন্ত্র রন্ধনশালা ও স্নানাগার নির্ম্মাণার্থ

বর্দ্ধমানের লালা বংশগোপাল নন্দ ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সেবিংস্ ব্যাঙ্ক—এদেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোক "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিয়া দুপয়সার সংস্থান করিতে পারে না, ইহাতে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট সেবিংস্ ব্যাঙ্ক সংস্থাপন পূর্ব্বক অল্প পরিমাণ টাকা জমাইবার উপায় করিয়া অনেক লোকের মহোপকার করিয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর অধিকতর সংখ্যক লোক ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতেছেন এবং টাকার পরিমাণও বাড়িতেছে দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। ১৮৯২ সালে ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে ৬৬৪২টী ব্যাঙ্কে সর্ব্বশুদ্ধ ৫,২৮,৭৫২ জন টাকা জমা দেয়, তাহারা ৩০,৪৪০,৬৯ টাকা সুদ পাইয়াছে, তাহাদের আসল টাকা ৮ কোটি, ৮৮ লক্ষ, ৫৯ হাজার ১১৮ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ৫৩,৩,২৩ জন অধিক লোক টাকা জমা দিয়াছে।

শিক্ষাবিভাগ—ডাইরেক্টর সার আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌টের বিদায় কালের জন্য পণ্ডিতবর টনি সাহেব প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এখন টনি সাহেব বিলাতে চলিয়া যাইতেছেন, আর ফিরিবেন না, তাঁহার স্থানে সি এ মার্টিন্ কার্য্য করিবেন।

স্ত্রী-পুলিস—ভূতপূর্ব্ব শ্যামরাজ রক্তাম্বরপরিহিতা কৃপাণপাণি কতকগুলি বীরাঙ্গনাকে আপনার দেহরক্ষিণী করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শ্যামাধিপতি তাহাদিগকে রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

নারীর অলক্ষিত প্রভাব।

নারীজাতির নিজ অধিকৃত পরিবার-রাজ্যে তাঁহাদের যে প্রভূত প্রভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করে, যদিও তাহা সচরাচর চক্ষুর গোচর নহে, কিন্তু তাহার ফল অতি স্পষ্ট। যাঁহাদিগকে 'অবলা' কহা গিয়া থাকে, তাঁহাদেরই আবার অপর এক নাম শক্তি। এ শক্তি শাণিত অসি, কিম্বা আগ্নেয় আয়ুধ ধারণ করিয়া সমরক্ষেত্রে বিচরণ করে না, মহাসভা এবং ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চ বেদীতে বসিয়া বক্তৃতা উপদেশ দেয় না, ধর্ম্মাধিকরণে বিচার সিংহাসনে বসিয়া বিচারও করে না; কিন্তু অদৃশ্য ভাবে সুমহৎ কার্য্যের মূল প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। যে পাষাণ হৃদয় সহস্র তর্ক যুক্তিতে ভয় বিভীষিকার তর্জ্জন গর্জ্জনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, তাহা নারীর সুকোমল চক্ষের এক বিন্দু জলে

বিগলিত হইয়া যায়। যে বজ্রবাহু বীর সেনাপতি লক্ষ লক্ষ সৈন্যব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে ভীত হয়েন না, তিনি একটী ক্ষীণাঙ্গী মৃদুভাষিণী ললনার ঈষদ্ধাস্তে দ্রবীভূত হইয়া যান। এ সকল দেখিয়াও কি শক্তিরূপিণী নারীকে অবলা বলিতে সাহস করিবে? আধুনিক শিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি স্বাধীনচেতা বঙ্গীয় সমাজের উপর অন্তঃপুরবদ্ধা অশিক্ষিতা মহিলাগণের প্রভাবই কি সামান্য? ইহারা যবনিকার অন্তরালে অবগুণ্ঠনাবৃত থাকিয়াও লুক্কায়িত ভাবে অনেকানেক প্রাচীন সদাচার, ধর্ম্মশাসন ও নৈতিক নিয়ম রক্ষা করিতেছে। দেখিতে যদিও পুরুষের ক্রীড়ামৃগ সদৃশ, কিন্তু অবলা-সকল শক্তিহীনা নহে। যাহারা প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়াও কেবল স্বীয় স্বভাবের প্রভাবে এতাধিক আধিপত্য অদ্যাবধি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, সুশিক্ষিতা হইলে না জানি তাহারা কি না করিতে পারিত?

আমাদের বঙ্গীয়া ভগিনীগণ এখনও পর্য্যন্ত মুক্তভাবে বাহিরে যথা তথা বিহার করিতে পারিলেন না, তাঁহারা পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না, ইহা ভাবিয়া দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। নারীজাতির বিশেষ চিহ্নিত বিস্তীর্ণ রাজ্য আছে, মনুষ্য পরিবারের উৎপাদন, প্রতিপালন এবং সংসারের গুরুভার তাঁহাদের হস্তে আছে। এখানে পুরুষের কটাক্ষপাতেরও অধিকার নাই, হস্তক্ষেপ ত দূরের কথা। এই নির্ব্বিবাদ একাধিপত্যের সীমামধ্যে নারী রাজরাজেশ্বরী। ইহার ভার কাহার হস্তে দিয়া তিনি পুরুষরাজ্যের আধিপত্যের অংশভাগিনী হইতে যাইতেছেন? নারীই স্ত্রীপুরুষের গর্ভধারিণী, প্রসূতি এবং ধাত্রী; পুরুষ কোনও কালে সে অধিকার পায় নাই, পাইবেও না। পরিবারের শান্তি, সৌন্দর্য্য, সুশৃঙ্খলা, প্রথম শিক্ষা, মানসিক শক্তি এবং সদ্গুণের বিকাশসাধন কামিনীগণের কমনীয় হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে; পান ভোজন ইত্যাদি গৃহকার্য্যের উন্নতি এবং সংস্কার ভারও নারীজাতির নিজস্ব অধিকার। এই বিস্তৃত বিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কেন পুরুষের বিশেষ অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাদের এত আগ্রহ বুঝা যায় না। যে সকল শক্তি ক্ষমতা, মান মর্য্যাদা, বীরত্ব, জ্ঞান প্রতিভায় পুরুষসমাজ বিখ্যাত হইয়াছেন তাহার মূলেও কি নারীর এক প্রধান অংশ নাই? অবশ্য আছে, প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে ফরাসী রাজ্যে ফরাসী সমাজে স্ত্রীজাতির এমন প্রভাব ছিল যে বড় বড় রাজকীয় উচ্চপদ তাঁহাদের অনুরোধ এবং উত্তেজনায় পুরুষেরা প্রাপ্ত হইত; সমাজশক্তি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিতা মহিলাগণের দ্বারা পরিচালিত হইত; ভদ্রতা সভ্যতা,

নীতির নিয়ম, বিশুদ্ধ রুচি, সাহিত্য কবিত্ব, লৌকিক ব্যবহার এ সমস্ত তাঁহারা উদ্ভাবিত ও নিয়মিত করিতেন। ভদ্র মহিলাগণের মতানুসারে যিনি উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তিনিই স্বতন্ত্র রাজকার্য্য এবং পদমর্য্যাদা পাইতেন—এমন কি মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, তদীয় স্ত্রী জোসেফাইনের বিশেষ চেষ্টায় সেনানায়ক পদে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হন। ফলতঃ এমন এক সময় ছিল, যখন শিক্ষিতা প্রধানা মহিলাগণের প্রশংসাপত্র না পাইলে অনেকানেক পুরুষ সাধারণ্যে কোন মর্য্যাদা লাভে সমর্থ হইতেন না। বড় বড় পদের জন্য সমাজে মান্য গণ্য হইবার জন্য অনেক উপযুক্ত ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক বিশেষের শরণাপন্ন হইতে হইত। এখনও কি সে দিন চলিয়া গিয়াছে? যায় নাই, কিন্তু যাইবার কারণ ঘটিতেছে। স্ত্রীরা যদি নিজ অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত কার্য্যের প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বভাব কঠোর এবং বিকৃত হইয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহাদের কোমল প্রভাবে, মৃদু হাস্যে, স্নেহকটাক্ষে যে যে মহৎ কার্য্য অতি সহজে পূর্ব্বে সুসম্পন্ন হইত, এখন আর তাহা হইবে না। নারী তলোয়ার কিম্বা বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করিতে পারে না, অথবা কঠিন কুটিল তর্কযুক্তি বিজ্ঞান কৌশলে রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রলাভ করিতে পারে না বলিয়া কি সে অবলা? সে স্বয়ং রণরঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া নাচিতে পারে না বটে, কিন্তু নয়নকটাক্ষে এক বিন্দু অশ্রুজলে সহস্র অশ্বারোহী বীরপুরুষকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারে? দুইটী মিষ্ট কথায়, একটু মধুর হাসিতে বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞদিগকে নিজ পক্ষ সমর্থন করাইতে পারে। অতএব নারীর প্রভাব অতি অদ্ভুত। ইহাতে যেমন বড় বড় মহারাজ্য সকল ছারখার হইয়া গিয়াছে, তেমনি ইহা দ্বারা এখনও অতি সুমহৎ বীরোচিত কার্য্য সমস্ত সম্পাদিত হইতে পারে। শিক্ষিতা কোমলাঙ্গী স্নেহশালিনী মধুরভাষিণী মৃদুহাসিনী সাধুচরিত্রা দয়াবতী পরহিতৈষিণী নারীর অজেয় শক্তি মহা মহাবীরদিগেরও অনতিক্রমণীয়।

আলাস্কা।

উত্তর আমেরিকার উত্তরে আলাস্কা একটী আশ্চর্য্য হিমপ্রধান দেশ। ইহা এতাবৎকাল রুশিয়ার অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু যুক্তরাজ্য ৭৫০০০০০ ডলার মুদ্রা ও ২ কোটী পুরাতন বন্দুক দিয়া ইহা ক্রয় করিয়া লইয়াছে। বান্‌কোবারের

দ্বীপ অতিক্রম করিয়া গমন করিলে তিন দিবস কাল সভ্যসমাজের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী প্রভৃতি কোনও প্রকার প্রাণীর অস্তিত্বের চিহ্নও পাওয়া যায় না। এই প্রকার পথ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে আলাস্কায় উপস্থিত হওয়া যায়। অন্যান্য হিমপ্রধান দেশের ঘর বাড়ীর মত এখানকারও ঘর বাড়ী, প্রভেদের মধ্যে এই যে, দ্বারদেশের খুঁটির ভিতরে স্ত্রীলোকদিগের বংশাবলীর বিবরণ সংগৃহীত আছে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে পুরুষদিগের কেন নাই? তদুত্তরে আমরা বলি যে, এখানকার সমাজ স্ত্রী-প্রধান সমাজ। এখানকার অনেক প্রথা অতি জঘন্য। স্ত্রীলোকে এখানে বহু স্বামী গ্রহণ করিয়া থাকে। কুমারী একারম্যান্ বলেন যে, এমন কি এক নারী ২৮ জন পতিও গ্রহণ করিয়াছে! ভূত প্রেত শয়তানে এখানকার লোক-দিগের খুব বিশ্বাস। দাঁড়কাক পবিত্র পক্ষী বলিয়া পরিগণিত। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত অশ্বতর আছে, তদ্দ্বারা লোকে গতায়াত করিয়া থাকে। পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইলে জঙ্গল কাটিয়া যাওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। পার্ব্বত্য পথ এরূপ পিচ্ছিল যে, এক পা অগ্রসর হইলে দুই পা পিছাইয়া আসিতে হয়। বিবী একারম্যান্ বলেন যে, পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া তিনি একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পান। ইহা বরফের চাঁই নিঃসরণের শব্দ। বেয়ারিং প্রণালী অতিক্রম করিলে সভ্য জগতে আসিবার জাহাজ পাওয়া যায়। স্ত্রীলোককে আরোহিশ্রেণীভুক্ত প্রায়ই করা হয় না, কারণ স্ত্রীলোক অযাত্রা বলিয়া বিবেচিত হয়। কি আশ্চর্য্য বৈপরীত্য! যে দেশে স্ত্রীলোকের এত সম্মান যে তাঁহার বংশাবলীর নাম গৃহের খুঁটির মধ্যে লিখিত থাকে, সেই দেশেই আবার স্ত্রীলোক 'অযাত্রা' 'আপদ জঞ্জাল' জ্ঞানে বর্জ্জিতা হন'। ষ্টীমার যোগে বিবী একারম্যান্ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আড্ডায় উপস্থিত হন। প্রচারকগণ এখানে তিন বৎসরকাল শ্বেতাঙ্গের মুখাবলোকন করেন নাই। খাদ্যদ্রব্য ও ডাকের চিঠী ইহাঁরা বৎসরে একবার মাত্র প্রাপ্ত হন। এমন দেশেও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া-ছেন! কি ধর্ম্মনিষ্ঠা! কি ধর্ম্মপিপাসা! ভাষায় যাহাকে বলে 'চণ্ডীপড়া, গোয়াল-কাড়া,' এখানকার প্রচারকগণকে তাহাই করিতে হয়। এখানে তাঁহাদিগকে কাঠকাটা প্রভৃতি নীচ গৃহকর্ম্মও করিতে হয়, ধর্ম্মপ্রচারও করিতে হয়। বেয়ারিং সমুদ্রে প্রবেশ করিলে, মার্ত্তণ্ডদেবকে মস্তকোপরি—তার পর একবারে অদৃশ্য হইতে দেখা যায়। ইহার পর ভয়ানক অন্ধকার।| আলাস্কায় রুশিয়ানদিগের দ্বারা নির্ম্মিত একশত বৎসরের পুরাতন গ্রীকসম্প্রদায়ভুক্তদিগের একটী গির্জ্জা আছে। অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে খোদাই ও চিত্র কার্য্য এখানকার

বিদ্যালয় সমূহে অধ্যাপনা হয়। এখানে ৫০ জন খৃষ্টীয়া মহিলা মিলিয়া "World's Women's Christian Temperance Union" অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিনী মিতাচার সভার শাখা সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানে ১৭০০ ফিট গভীর একটী স্বর্ণখনি আছে, অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই খনিতে কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

সৎসাহসের পরিচয়।

২—মাধব দাস রঘুনাথ দাস।

মেরবা কেনবা বোম্বে নগরের ছোট আদালতের জজের কার্য্য করেতেন। বোম্বে প্রদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। প্রচলিত হিন্দু-রীতির বিরুদ্ধে চলিয়াছিলেন বলিয়া মেরবা কেনবা বোম্বে প্রদেশের রক্ষণশীল হিন্দু মাত্রেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ সংস্কারে বিরোধী দলের নায়কগণ মেরবার ব্যবহারে নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন। সংস্কারের স্রোত বন্ধ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। অবশেষে একটী নৃশংস উপায়ে উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হইলেন। একদা নিশীথকালে মেরবা যখন তাহার পত্নীসহ নিদ্রিত ছিলেন, তখন সংস্কার-বিরোধী কতিপয় নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাঁহা-দিগের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া উভয়ের মুখবন্ধ করিল। স্বামী স্ত্রী এই আকস্মিক বিপৎপাতে ভীত হইয়া জাগরিত হইলেন। কিন্তু নিরু-পায়। অতঃপর দুরাত্মাগণ দম্পতীকে দারুণ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বাহিরে লইয়া চলিল এবং এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে অসহায় অবস্থায় দম্পতী কূপোদকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পর দিবস তাঁহাদিগকে গৃহে না পাওয়াতে অন্বেষণ আরম্ভ হইল। দুই একদিন তাঁহাদের কোন অনুসন্ধানই পাওয়া গেল না। অবশেষে কূপের মধ্যে তাঁহাদিগের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তাঁহাদিগের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। সংস্কার-বিরোধী রক্ষণশীলগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ভাবিলেন এতদিনে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল;—প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধী সংস্কারকগণ যে সমাজকে অতল জলে ডুবাইবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সে পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহাদের আস্পর্দ্ধার আর সীমা রহিল না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের ঈদৃশ অমানুষিক আচরণে কোন কোন সংস্কারকের উৎসাহ এবং উদ্যম নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট সাধু কার্য্যের গতি প্রতিরোধ করে কার সাধ্য? এক মেরবা, দুই মেরবা—এমন কি শত শত মেররার জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সত্য, ন্যায় ও পবিত্রতার শক্তি অবরুদ্ধ হইতে পারে না। মেরবার স্থলে সৎসাহসী মাধব দাস রঘুনাথ দাস দণ্ডায়মান হইলেন। ইনি বোম্বের একজন বিখ্যাত ধনী বণিক্। ইহাঁর হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল না। ইনি রক্ষণশীল সংস্কারবিরোধীদিগের অবৈধ কলঙ্কিত আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া সংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তরবারি তাঁহার মস্তোকপরি লম্বমান ছিল, সংস্কারবিরোধী হত্যাকারীদিগের শোণিত-রঞ্জিত হস্ত তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে বর্ত্তমান ছিল। রক্ষণশীলদিগের বিবাক্ত রসনা সংস্কারকদিগের কুৎসা কীর্ত্তনে নিয়োজিত ছিল। তথাপি সৎসাহসী মাধব দাসের সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। তিনি সাহস পূর্ব্বক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং বিধবাবিবাহ করিলেন। বিরোধীগণ মাধব দাসের এই অসমসাহসিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিরাশার অন্ধকার তাঁহাদিগের প্রাণ আচ্ছন্ন করিল। তখন তাহারা সংস্কারের গতিরোধ করা অসম্ভব মনে করিতে লাগিল। একদিকে সংস্কারকগণ যেমন মাধবদাসের সৎসাহসে প্রোৎসাহিত হইতে লাগিলেন, অপরদিকে সংস্কারবিরোধীগণ উদ্দেশ্যসাধনে তেমনি অকৃতকার্য্য হইয়া নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহী হইয়া পড়িলেন। এখন বোম্বাই প্রদেশে অনেকগুলি বালবিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

৩—হেলভিডিয়াস্ প্রিস্কাস্।

ইনি রোমের মন্ত্রি-সভার একজন সদস্য ছিলেন। একদা রোমের সম্রাট্ ভেস্পেসিয়ান তাঁহাকে মহাসভায় (সিনেটে) না যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আমি যখন মহাসভার একজন সদস্য, তখন আমাকে যাইতেই হইবে।"

সম্রাট্—তবে আপনি সেখানে নির্ব্বাক্ থাকিবেন।

হেলভিডিয়াস—আমাকে কোন প্রশ্ন করিবেন না। আমি নির্ব্বাক্ থাকিব।'

সম্রাট্—আমি আপনার মত জিজ্ঞাসা করিব।

হেলভিডিয়াস—তবে আমি যাহা উচিত বুঝি, তাহাই বলিব।

সম্রাট্—তাহা হইলে আমি আপনাকে বধ করিব।

হেলভিডিয়াস—আমি অমর একথা কি আমি কখনও আপনাকে বলিয়াছি? আপনি আপনার কর্ত্তব্য করিবেন, আমিও আমার কর্ত্তব্য করিব। আপনি আমাকে হত্যা করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহা অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করিব। আপনি আমাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, কিন্তু আমি শোক না করিয়া তাহা শিরোধার্য্য করিব।

ধন্য হেলভিডিয়াস! রাজ তরবারির ভয় তোমার সত্যনিষ্ঠাকে বিচলিত

করিতে পারিল না। যে সম্রাটের ভ্রূকুঞ্চনে কত বীর পুরুষের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইত, তৎকর্ত্তৃক মৃত্যুভয় প্রদর্শনেও তোমার নির্ভীক হৃদয় বিকম্পিত হইল না। তুমি জগৎ সম্মুখে যে ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছ, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়।

ভল্লুক-পালিতা কন্যা।

বিধির বিচিত্র লীলা বুঝে উঠা ভার !
যেদিকে ফিরাই আঁখি-অবাক্ হইয়ে থাকি
কেবলি নিরখি তাঁর মহিমা অপার !
অদ্ভুত ঘটনা কত ঘটিতেছে অবিরত
বুদ্ধির অগম্য সব—জ্ঞানের অতীত !
সে গূঢ় রহস্যভেদ কি ক'রে মিটাবে খেদ
বিজ্ঞান কল্পনা বুদ্ধি হ'ল পরাজিত !
নদ নদী গিরি বন পশু পক্ষী অগণন
সাগর জঙ্গম যত সৃষ্টির কৌশল,
সকলেই সমস্বরে ঈশ গুণ গান করে
নীরবে ভবেশে ভাবে হইয়ে বিহ্বল।
অসীম গগনতলে অসংখ্য তারকা জ্বলে
ঝলমলে চন্দ্রাতপ—অনন্ত আকাশ,
চন্দ্রমার চিতহারী—চারু শোভা, লয় কাড়ি
প্রাণ মন মানবের হইয়ে বিকাশ।
ভানু উঠি নিতি নিতি—আলোকিত করে ক্ষিতি
প্রভাতী-রক্তিম ছটা মরি কি সুন্দর !
পূরব গগনভালে কতই সৌন্দর্য্য ঢালে
উষার কপালে যেন ফোঁটা মনোহর !
বাহিরের ভাবে ভোর নাহি পাই অন্ত-ওর
ভিতরের ভাব তার না জানি কেমন ?
ভাবিলে অবাক্ মন বিস্ময়েতে নিমগন
পশুর হৃদয়ে স্নেহ মমতা এমন !
ভল্লুক-পালিতা মেয়ে-কিভাবে কিসূত্রে যেয়ে
ভল্লুক-বাৎসল্য ভাব করি আকর্ষণ,
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে নিরাপদে-নিরজনে
এতকাল কি প্রকারে করিল যাপন ?
শীত বর্ষা হ'তে তারে কে বাঁচাল কিপ্রকারে
কি খেয়ে বালিকা প্রাণ করিল ধারণ !
বিষয়টি ভাবি যত বিস্ময় বাড়িছে তত
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পাই কারণ।
বাঘ ও ভল্লুক যত সাধিছে অনিষ্ট কত
মানবের মহাশত্রু রক্তপায়ী তারা,
সে হিংস্র জন্তুর মনে—এত দয়া কি কারণে
সঞ্চারিল ?—ভেবে ভেবে এবে বুদ্ধিহারা !
'সেবালয়ে' অবলার ত্রুটি নাহি শুশ্রূষার
তবু সে স্বভাব দূর হয় নাই তার,
থপ্ থপ্ করি চলে ভল্লুকের মত, ফলে—
মানব প্রকৃতি প্রাপ্ত হবেনাকো আর।
রীতিমত খেতে নারে মাঝে মাঝে হুঙ্কারে
কিন্তু কিবা গুণ তার—ছাড়িতে না চায় ;
যে তাহারে ভালবাসে, পড়ে থাকে তার পাশে,
অনিমেষে তার পানে কেবলি তাকায়।
প্রেমে বশীভূত সব পশু পক্ষী কি মানব
প্রেমের অসাধ্য কিছু নাহি এ ধরায়।
প্রেমে শত্রু মিত্র হয় প্রেমে বিশ্ব পরাজয়
সাধে কি স্নেহেতে হিংস্র জন্তুকে মাতায় ?

'দাসাশ্রমে' শত শত এসে লোক অবিরত
দেখিছে অপূর্ব্ব ছবি—বিস্ময়জনক!
ভল্লুক-পালিতা কন্যা! আজ তুই হলি ধন্যা
জানিলনা শুধু তোর জননী জনক।
হে বিশ্বনিয়ন্তা তব অদ্ভুত কৌশল সব!
অসম্ভব কিরূপেতে সম্ভাবিত হয়?
এ গূঢ় রহস্য-জাল বিস্তারিয়ে কতকাল
সমস্যার মাঝে ফেলি বাড়াবে সংশয়?
আড়ালে থেকোনা আর ঘুচাও ধাঁধাঁ-আঁধার,
খুলে দেও জ্ঞান-আঁখি দেখি একবার,
সংশয়-দোলায় মন দুলিতেছে অনুক্ষণ,
জীবন্ত বিশ্বাসে ভর নাহি যে আমার।
দেখেও দেখিনা যেন হয়েছি অধম হেন,
অবিশ্বাসী কি জঘন্য প্রকৃতি আমার!
অনন্ত দয়ার সিন্ধু দেও কৃপা একবিন্দু,
দয়াঘন তোমা হেন কেবা আছে আর?

অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা।

ফরাসী দেশে মার্সেলিস একটী ক্ষুদ্র নগর। ইহা পার্ব্বত্যস্থান। ইহার ভূমি অনেক স্থলেই কঠিন প্রস্তরময়। এই স্থানে কোন নদী প্রবাহিত না থাকাতে নগরবাসীদের জলকষ্টের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্রচুর টাকা খরচ করিয়া যে কয়েকটি কূপ খনন করিয়াছেন, তাহাতে নাগরিকদিগের জল সঙ্কুলন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিনের জন্য এক গ্ল্যাসের অধিক জল পাইতেও পারে না। রাজকর্ম্মচারীগণ প্রতিদিন প্রত্যূষে সংখ্যানুসারে প্রতি পরিবারে ঐ নিয়মে জল যোগাইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ ব্যবহারের জন্য কূপ খনন করিয়া লইয়াছেন। তাহাহইতে এক বিন্দু জলও অন্যে লইতে পারে না। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নগরবাসীরা এক গ্লাস মাত্র জল পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়।

আজ অনেক দিনের কথা। ঐ পার্ব্বত্য মার্সেলিসের একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র পরিবারে গভীর মর্ম্মস্পর্শী বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। দরিদ্রা জননী পীড়িত দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। বালক রোগজনিত দারুণ তৃষ্ণায় "মা জল" বলিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে। মা—স্নেহময়ী মা—ক্রমে ক্রমে পরিবারের সকলের পানীয়াবশিষ্ট জল বালকের শুষ্ক কণ্ঠে ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও দারুণ পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। জলতৃষ্ণায় সন্তান ছট্ ফট্ করিতেছে, মা অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—"বাছা এ হতভাগ্য পাষাণময় প্রদেশে কে তোকে এক বিন্দু জল দিবে—আমাদের সকলের পানীয় জল দিয়াছি—আর জল কোথা পাইব?" বালক অনেকক্ষণ মা'র মুখের পানে তাকাইয়া রহিল—মার সকরুণ কণ্ঠস্বর অনেকক্ষণ যেন অন্তরে ও বাহিরে প্রতিধ্বনিত

হইতে লাগিল। বালকের মুখে এক স্বর্গীয় দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার ভাব অযুত তরঙ্গ ভঙ্গে খেলিয়া যাইতে লাগিল। বালক নীরব হইল—প্রবল রোগতৃষ্ণা তাহার অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া কি এক অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিল। বিধাতার কৃপায় বালক কিছুদিন মধ্যে রোগমুক্ত হইয়া এক মহামন্ত্র লইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইল।

কয়েক বৎসর পরে তাহার পিতা মাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। নিকটবর্ত্তী এখন সে একাকী। এমন কোন আত্মীয় নাই যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া এখন যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যে এই নবীন যুবক আত্মরক্ষা করিয়া সেই মহাযজ্ঞের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারে। সে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ভাবে সংসার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু যে অগ্নি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাহার প্রাণে প্রধূমিত হইয়াছিল—আজ বিধাতার অলক্ষ্য মঙ্গলবিধানে তাহার প্রারম্ভিক শিখা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। যুবক পিতা মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা মূলধন করিয়া এক ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। যাহার ইচ্ছা মঙ্গলময়ী—যাহার হৃদয় নিঃস্বার্থ প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত—যাহার জীবনের লক্ষ্য সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উচ্চতম স্বর্গরাজ্যে পঁহুছিয়াছে—তাহার সর্ব্বত্রই জয়। যুবক সত্যনিষ্ঠার সহিত ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার উন্নতি ও বিপুল অর্থাগম হইতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে মার্সেলিস্ নগরে তিনি একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু অন্য কারণে তিনি দিন দিন লোকের অপ্রিয় ও দুর্ব্বিবহ ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। যে প্রেমমন্ত্র তাঁহাকে সংসারাতীত রাজ্যের জীব করিয়া তুলিয়াছে—সেই প্রেমমন্ত্রই তাঁহার এই অপ্রিয়তার পরোক্ষ কারণ। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে যেরূপ চাল চলনের প্রয়োজন, তাঁহাতে তাহা লক্ষিত হইত না। তিনি অমরাবতী সদৃশ সৌধকক্ষে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন না করিয়া—নগরের এক নির্জ্জন প্রান্তে এক কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। অন্ধকার নিশিতেও তাঁহার কুটীরে কেহ আলোক দেখিতে পাইত না। তিনি দিনে একবার মাত্র আহার করিতেন। তাঁহার খাদ্য অর্দ্ধাহারী ভিক্ষুকেরও পক্ষে অনুপাদেয়। তাঁহার জামা ও পেণ্টুলন মলিন ও সহস্র তালিসংযুক্ত। নগরবাসিগণ যে সকল জুতা অব্যবহার্য্য জ্ঞানে পথে পরিত্যাগ করিত—তাহাই তিনি নিজহস্তে সেলাই করিয়া ব্যবহার করিতেন। আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া বিফল হইয়া

প্রত্যাবর্ত্তন করিত। তাঁহাকে কেহ পাগল বলিত—কেহ রোগগ্রস্ত বলিত—কেহ কেহ অদ্ভুত কৃপণতার অবতার বলিত। বলা বাহুল্য তিনি আমরণ বিবাহ করেন নাই।

আত্মীয় বন্ধুগণ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। নগরবাসিগণ তাঁহাকে দেখিলে বিদ্রূপ করিত—বালকগণ পথে দেখিলে তাহার গায় ধূলি দিত। তাঁহার কুটীরের কাছে কেহ যাইত না। তাঁহার পীড়া হইলে কেহ তাঁহাকে ডাকিয়াও একটী কথা জিজ্ঞাসা করিত না। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও সর্ব্বত্র নিন্দিত ও ভৎর্সিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে যে মহাযজ্ঞের অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইত না। তিনি সকল অবস্থাতে অবিচলিত রহিলেন, কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। বালকেরা যখন তাঁহার গায় ধূলি দিত, তখন তিনি হাসিতেন—লোকে যখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত,তখন তিনি হাসিতেন। যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে লোকে ঘৃণা প্রকাশ করিত—তখনও তিনি হাসিতেন। হাসি আনন্দ যেন তাঁহার প্রাণময় হইয়াছিল।

স্বার্থময় সংসারকর্ত্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া একদিন তিনি নিজের সুখময় কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইল—তিন দিন আর দ্বার খুলিল না—নগরবাসীদের আশঙ্কা হইতে লাগিল। লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল—কিন্তু কেহ যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইল না। পুলিশ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল—তাঁহার মৃত শরীর মলিন শয্যায় পড়িয়া আছে। এইরূপে প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে তাঁহার বাল্যকালের অবলম্বিত মহা ব্রতের উদ্‌যাপন হইল; তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন।

এই বিপুল সম্পত্তির কি হইল, পুলিস তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। উপাধানের নিম্নদেশ হইতে এক উইল বাহির হইল। উহাতে লেখা আছে "আমার এই বিপুল সম্পত্তি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হইল। ইহা দ্বারা যেন গবর্ণমেণ্ট মার্সেলিসের জলকষ্ট নিবারণ করেন।"

চারিদিকে মহা আনন্দধ্বনি উঠিল। মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এখন সকলে বুঝিল, যাহাকে তাহারা এতদিন পাগল বলিয়া আসিয়াছে—যাহাকে তাহারা কত নিন্দা ভৎর্সনা করিয়াছে—সে স্বর্গরাজ্যের জীব। সেই জন্যই—সংসারাতীত নিয়মে সংসারে একটুকু নিঃস্বার্থ অতুলনীয় প্রেমের খেলা খেলিয়া গেল। সকলে ছুটিয়া তাঁহার সেই কুটীর দ্বারে আসিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন প্রদেশ লোকারণ্য হইল। নগরের সম্ভ্রান্ত ও ধনিগণ সসম্মানে তাঁহার মৃতদেহ আপনাদের মস্তকে লইয়া সমাধিক্ষেত্রাভিমুখে যাইতে লাগিল।

যথোপযুক্ত সমারোহে তাহা সমাধিস্থ হইল।

মার্সেলিস্! মার্সেলিস্! তুমিই ধন্য! তোমার পুণ্যগর্ভে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহার পুণ্যকাহিনী জগৎ অনন্তকাল কীর্ত্তন করিবে। আর বঙ্গ! তোমার আজ কি দুর্দ্দশা! অন্নাভাবে তোমার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল—কত অনাহারক্লিষ্ট বালক মাতার ক্রোড়ে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে আহার্য্য ভিক্ষা করিতেছে—কত মার চক্ষের জল সন্তানের বক্ষে নির্ঝরিণী সাজাইতেছে! যুগযুগান্ত চলিয়া গেল; বালকের কথা দূরে থাকুক, কই একটা বৃদ্ধের প্রাণেও এমন প্রতিজ্ঞা জাগিল কই! স্বদেশ প্রেমের নিঃস্বার্থ যজ্ঞমন্ত্রে একটীরও প্রাণ উৎসর্গিত হইল কই! বঙ্গ, তোর গর্ভে কত কুসন্তানের জন্ম হইয়াছে! তোর ঐ পাপদগ্ধ গর্ভে এমন একটী মহাপুরুষের জন্ম না হইলে, তোর দেহ পবিত্র হইবে না! তোর অন্নক্লেশ যাইবে না। তোর ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হইবে না!

পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চা।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

উপরি উক্ত শিরোনামাঙ্কিত প্রথম প্রবন্ধ আমরা কার্ত্তিক মাসের ৩৩৪ সংখ্যক বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছি। পুনরায় অতীব আহ্লাদ সহকারে ঐ বিষয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইলাম। শুধু আহ্লাদ নহে; উহার সহিত একটু উৎসাহ ও কৌতূহলও আছে। স্বহস্ত-উপ্ত বীজের প্রথম অঙ্কুর দর্শনে যেরূপ আনন্দোৎসাহ ও তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে যেরূপ কৌতূহল হয়, এ বিষয়ে আমাদের আনন্দোৎসাহও তদ্রূপ। কেন না যে উদ্দেশে আমরা ঐ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তাহার সফলতা ভবিষ্যগর্ভে নিহিত হইলেও সাধারণ্যে তাহার আন্দোলন ও আলোচনার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার মধ্যেই আমাদের প্রথম প্রবন্ধ বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে এবং কাহার কাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার নিদর্শনস্বরূপ "পারিবারিক সঙ্গীত" ও "সঙ্গীত চর্চ্চায় কি দোষ?" এই দুইটী সন্দর্ভ পাইয়াছি এবং তাহা অগ্রহায়ণ মাসের ৩৩৫ সংখ্য বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছি। অবশ্য আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ তাহাও পাঠ করিয়াছেন। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় প্রবন্ধটী কোন রমণীর রচিত। রমণীর রচিত শুনিয়াই তাহা যেন কেহ অসার বা অকিঞ্চিৎকর

মনে না করেন। এক্ষণকার অনেক মহিলা অনেক পুরুষাপেক্ষা ভাল লিখিতে শিখিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মধ্যে সার ও ভুয়োদর্শনের নিদর্শন আছে। আমরা এই প্রবন্ধের পুষ্টিবর্দ্ধনার্থ স্থলান্তরে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

দ্বিতীয় সন্দর্ভটী একটী পারিবারিক সঙ্গীত। কোন পুরুষ বা স্ত্রী পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি সমক্ষে যেরূপ সঙ্গীত করিতে পারেন, সঙ্গীতটা সেইরূপ। তাহা স্ত্রী স্বামীর সমক্ষে,—কন্যা পিতার সমক্ষে, ভগ্নী ভ্রাতার সমক্ষে গাইতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না, বরং তদ্দ্বারা গার্হস্থ্যরূপ উৎস হইতে বিমল আনন্দপ্রবাহ উৎসারিত হইতে থাকিবে।

আমরা কার্ত্তিক মাসের বামাবোধিনীতে উল্লেখ করিয়াছি যে,মহীশূরের মহারাণীর কলেজে মহিলাদিগকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং মান্দ্রাজের টিঃ এস্, ভেন্‌কট্ শাস্ত্রী বহু সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এখন আমরাও ত বলিতে পারি, আমাদের দেশেও অনেক রাজা মহারাজা, অনেক রাণী, মহারাণী, অনেক ভেন্‌কট শাস্ত্রী আছেন; তাঁহারা কি এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন না? এমন মাধুর্য্যময়, এমন হৃদয়মুগ্ধকর, ভজন সাধনের এমন প্রধান উপাদান যে সঙ্গীত, বঙ্গীয় গৃহস্থগণ স্ব স্ব পরিবার মধ্যে তাহা প্রচলিত করিতে কি মনোযোগী হইবেন না? হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, কেন না হওয়া উচিত।

পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চা উচিত কেন? এ প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে এই বলা যায় যে, সঙ্গীত রসের আস্বাদনলালসা মানুষের স্বাভাবিকী; বিশেষতঃ রমণীগণের। ঐ লালসাবশে রমণীসমাজে কতই জুগুপ্সিত কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে। গীতবাদ্য শ্রবণ জন্য বা বাই খেমটার নৃত্যাদি দর্শন জন্য প্রতিবেশী বা আত্মীয় কুটুম্বের গৃহে, নাট্যশালায় বা বারএয়ারি তলায় কুলাঙ্গনাগণের গতাগতি বড়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ বা গুরুজনের সম্মতিক্রমে কেহ বা অসম্মতিক্রমে, কেহবা ছদ্মবেশে এই লীলাখেলা করিয়া থাকেন। এ ছাড়া বিবাহবাসরে, বা কন্যাগণের পুষ্পোৎসবে হিন্দু গৃহস্থের গৃহে গৃহে কুলটাগণকে আনাইয়া নৃত্য গীতাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অন্তঃপুরের প্রভাব এতই প্রবল যে, সময়ে সময়ে বড় বড় যোদ্ধা, বিচক্ষণ ও সমাজসংস্কারকগণকেও তাহা অতিক্রম করিতে অক্ষম দেখা যায়। তাঁহাদিগের অভিমতি ও অনুমোদন ক্রমেই উপরিউক্ত ঘটনা কালে ঐ সকল কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে যে পারিবারিক সাংঘাতিক অনিষ্ট গুপ্তভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা বোধ হয়, চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি-

মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। এই জন্যই আমরা বলিতেছি, যদি পরিবারের মধ্যে সঙ্গীত চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কাণ্ড রহিত হইবার সম্ভাবনা। ঘরে বসিয়া আপনা আপনির মধ্যে সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে পাইলে বোধ হয়, বাহিরে গতাগতি বা গৃহস্থের পবিত্র গৃহে সঙ্গীত ব্যপদেশে কুলটা সমাগম রহিত হইতে পারে।

আমরা দুই একটী গণ্ডগ্রামে দেখিয়াছি অনেক ভদ্র মহিলা নৃত্য গীত বাদ্যাদি শিক্ষা করিয়াছেন। গৃহস্থের গৃহে যে সকল উৎসব স্ত্রীমহলে নিবদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে পুরুষগণের যোগ দিবার সম্ভাবনা নাই, সেই সকল স্থলে তাঁহারা গীত বাদ্যাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু রমণীগণের এরূপ স্বাধীন আমোদপ্রমোদ অনেকে অনুমোদন করেন না। এরূপ অননুমোদনের বিশিষ্ট কারণ আর কিছুই দেখা যায় না, কারণের মধ্যে কেবল পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চার অভাব জন্য স্ত্রীগণের এরূপ আমোদ দর্শনে অনভ্যাস। স্ত্রীসমাজে সঙ্গীত চর্চ্চা প্রচলিত হইয়া গেলে আর পুরুষগণের ঐরূপ অননুমোদন ও অসন্তোষ থাকিবে না। এই স্থলে আমরা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে অগ্রহায়ণের বামাবোধিনীর "সঙ্গীত চর্চ্চায় কি দোষ?" এই প্রাপ্ত প্রবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম, তদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হইবে:—

"এখন বক্তব্য এই যে, যদি বড় বড় লোক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিতে হিন্দু স্ত্রীগণের নৃত্য গীতাদির বিষয় ক্রমাগত আলোচনা করেন, যদি বড় বড় স্কুল কলেজের ছাত্রীগণের মধ্যে ঐ প্রথার আরম্ভ হয়, তাহাহইলে সেই ঢেউ পল্লীগ্রামে বালিকা স্কুলেও আসিয়া লাগিবে আশা করা যায়।" ২৫৬ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় স্তম্ভ।

বঙ্গদেশের মধ্যে মহামান্য হিন্দুকুল চূড়ামণি শ্রীযুক্ত সার্ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর K. T. মহোদয় সঙ্গীতরসজ্ঞ ও সঙ্গীতবিজ্ঞানবিৎ এবং ধনে মানে ক্ষমতায় সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অভিমত হইলে এ বিষয়ে তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক হইবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অতএব আমরা আশা করি, বঙ্গদেশে পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চার প্রচলন বিষয়ে তিনি আলোচনা করিবেন এবং ইহা তাঁহার অনুমোদিত হইলে যাহাতে প্রথমে বেথুন কলেজে দেশীয় সঙ্গীতবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। আমাদের বিবেচনায় ইহা দ্বারা যেমন সমাজের উপকার, তেমনি তাঁহার দিগন্তপ্রসারী যশঃ সৌরভের অধিকতর গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৩৫ সংখ্যা ২৪৯ পৃষ্ঠার পর)

হারমোনিয়ম ফ্লুট বাদ্যযন্ত্র খুলিবার নিয়ম এই যে, ইহার যে দিকে ভস্ত্রা আছে, সেই দিকের কাষ্ঠখণ্ড পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া দিলে, বায়ুকোষ আয়তনে বৃদ্ধি হইয়া অনেক পরিমাণে বায়ুধারণে সক্ষম হয়। যতদূর পর্য্যন্ত পশ্চাৎদিকে ইহা সরিয়া যায়, তত দূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া দেখিবে যে দুই পার্শ্বে দুইটী পিত্তলের টোপ উঠিয়া পড়িবে, কারণ ইহারা স্প্রীংযুক্ত এবং এই পিত্তলের টোপ দ্বারা বায়ুকোষস্থ কাষ্ঠফলক আবদ্ধ থাকে।

বক্স হারমোনিয়মে আড়াই সপ্তক স্বর থাকে, অর্থাৎ পঁচিশটী সাদা ও পঁচিশটী কাল চাবি থাকে। ইহার বামদিক হইতে পঞ্চম চাবিটী ষ ড় জ বা C স্বর, তৎপরটী ঋ ষ ভ বা D স্বর এবং তাহার পর গ, ম; প, ধ, নি বা, E, F, G, A, B, স্বর গুলি বাহির হয়।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাত স্বরের সমষ্টিকে সপ্তক কহে। সা স্বর হইতে ক্রমে সাত স্বর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করাকে অনুলোম বা আরোহী বলা যায়; আর ঐ প্রণালীতে নিম্নে আগমন করিলে বিলোম বা অবরোহী কহে। স্বরের পরম্পরাগত আনুলোমিক বৈলোমিক ক্রম অর্থাৎ শ্রেণীকে স্বরগ্রাম বা সারগম কহে।

কণ্ঠ যথেষ্ট মার্জ্জিত হইলে তিন সপ্তক পরিমিত পর পর উচ্চ ২১টী স্বর নির্গত হইতে পারে। হিন্দু সঙ্গীতে তাবৎ কার্য্য ঐ তিন সপ্তকের মধ্যেই হইয়া থাকে। ঐ তিন সপ্তককে মন্দ্র, মধ্য ও তার বা উদারা, মুদারা ও তারা বলে।

স্বরগ্রাম স্বরলিপিতে তিন সপ্তকের তিন সা, তিন ঋ, তিন গ ইত্যাদিকে পৃথক্ করার জন্য, সাত স্বরের নামের নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র(১) বা(॰) লিখিয়া উদারা সপ্তকের সংকেত হয়, যথা সা$_১$, ঋ$_১$, গ$_১$, ইত্যাদি; সাত স্বরের কেবল আদ্য অক্ষর গুলি লিখিয়া মুদারা সপ্তকের সংকেত হয়, যথা—সা, ঋ, গ, ম, ইত্যাদি। সাত স্বরের উপর দিকে ক্ষুদ্র (১)বা(॰) লিখিয়া তারা সপ্তকের সংকেত হয়, যেমন সা^{১} ঋ^১ গ^১ ইত্যাদি। উক্ত তিন সপ্তকের স্বাভাবিক পর্য্যায় এইরূপ :—

সা$_১$, ঋ$_১$, গ$_১$, ম$_১$, প$_১$, ধ$_১$, নি$_১$, সা ঋ গ ম প ধ নি সা^{১} ঋ^১ গ^১ ম^১ প^১ ধ^১ নি^{১}

বাদ্যযন্ত্রে তিন সপ্তকাপেক্ষাও অধিক-

তর স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিন সপ্তকের অধিক স্বর স্বরলিপিতে লেখা প্রয়োজন হইলে স্বরাক্ষরের উপরে ও নিয়ে ঐ অঙ্কসংখ্যা বা শূন্য বৃদ্ধি করিলেই বিভিন্নতা হইবে; যেমন তারা সপ্তকের উপরের সপ্তকে সা২ ঋ২ ইত্যাদি এবং উদারা সপ্তকের নীচের সপ্তকে নি২ ধ২ প২ ইত্যাদি।

স্বরগ্রামের কোন দুইটী সুরের মধ্যগত ব্যবধানকে গ্রামিক অন্তর কহে, যথা সা হইতে ঋ, ঋ হইতে গ ইত্যাদি। নিম্ন সা হইতে উচ্চ সা পর্য্যন্ত আটটী সুরের মধ্যগত যে সাতটী অন্তর, তাহারা পরস্পর সমান নহে; কেননা সা হইতে ঋ, কিম্বা ঋ হইতে গ যে পরিমাণে উচ্চ, গ হইতে ম কিম্বা নি হইতে সা তাহার অর্দ্ধেক উচ্চ। অতএব, ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম ও ষষ্ঠ এই পাঁচটী গ্রামিক অন্তর পূর্ণ স্বর; এবং ৩য় ও ৭ম এই দুইটী অর্দ্ধ স্বর। যথা সা হইতে ঋ পূর্ণ স্বর, ঋ হইতে গ পূর্ণ স্বর, গ হইতে ম অর্দ্ধ স্বর, ম হইতে প পূর্ণস্বর, প হইতে ধ পূর্ণ স্বর এবং নি হইতে সা অর্দ্ধ স্বর।

কৃষ্ণ সারণার আশ্রয় ব্যতিরেকে কেবল শ্বেত সারণায় যে স্বরগ্রাম সাধিত হয়, অর্থাৎ পাঁচটি পূর্ণ স্বর ও দুইটী অর্দ্ধ স্বরের যোগে যে সপ্তক সাধিত হয়, তাহাকে প্রকৃত স্বরগ্রাম বা Diatonic Scale কহে। শ্বেত এবং কৃষ্ণ এতদুভয়ের মিলনে অর্থাৎ কৃষ্ণ সারণা অপরিত্যাগে প্রথম হইতে গণনায় দ্বাদশ সারণা পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে যে স্বরগ্রাম সাধিত হয়, তাহাকে বিকৃত স্বরগ্রাম বা Chromatic Scale কহে।

(ক্রমশঃ)

রোগশয্যা।

(৩৩৫ সংখ্যা—২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

বাঙ্গালির মেয়ের মুখে "সঙ্কীর্ণতা"র কথা শুনিয়া হয়তো অনেকে হাসিবেন; "যাহারা জগতে 'ক্ষুদ্রাশয়া' বলিয়া পরিচিতা, রোগশয্যায় ক্ষুদ্রত্বের জন্যে তাহাদের আবার এ নাকে কান্না কেন?" এ রকম একটা প্রশ্নও হয়তো "উদারচেতা" মহাশয়দিগের মনে আসিবে। যাঁহারা এরকম কথা বলিবেন, তাঁহাদিগের বিবেচনাশক্তি—কে আমরা কিন্তু কখনই "শ্রেষ্ঠ" বলিতে পারিব না। আমরা "ক্ষুদ্রাশয়া, সঙ্কীর্ণহৃদয়া" সত্য; আমাদেরই বিশ্বজগৎ একটী পরিবারের মধ্যে সত্য, আমরাই শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবুর "সীতারামের" রমার মত স্বদেশ বুঝি না, স্বজাতি বুঝি না, বীরত্ব বুঝি না, মহত্ব বুঝি না, কেবল স্বামী পুত্রাদির অমঙ্গল ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ি সত্য; এ জগতে প্রধানতঃ আমা-

দেরই "উত্তর সীমা স্বামী, পূর্ব্ব সীমা সন্তানগণ, দক্ষিণ সীমা পিতা, মাতা, পশ্চিম সীমা শ্বশুর শ্বাশুড়ী" এ কথাও সত্য ; কিন্তু আরও সত্য এই যে, আমি রোগশয্যার প্রসাদে যে রকম সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া হইয়া পড়িতেছি, সাধারণ বঙ্গ-মহিলারা সে রকম সঙ্কীর্ণহৃদয়া কখনই নহেন। তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত দোষ ও ত্রুটি যাঁহার যাহাই থাকুক না কেন, সংসারে তাঁহারাই ভক্তিপরায়ণা কন্যা, প্রীতিপরায়ণা ভগিনী, প্রেমপরায়ণা ভার্য্যা, স্নেহপরায়ণা মাতা এবং সার্ব্ব-ভৌমিকতার ক্ষুদ্রতম প্রতিকৃতি-রূপিণী গৃহিণী! এই সকল জীবন যে ত্যাগ-স্বীকার, পরসেবা প্রভৃতি পরার্থপরতা-শূন্য নহে, এ কথা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু মধুর, বঙ্গমহিলার হৃদয়ে খুঁজিয়া দেখ, স্ফুট অবস্থায় হউক আর অস্ফুট অবস্থায় হউক, সেখানে কিছু না কিছু মিলিবেই! অতএব সাধারণ বঙ্গ-মহিলাতে আর এই রোগশয্যাশায়িনী, আত্মচিন্তা-নিপীড়িতা,স্বার্থপরতা-বিজড়িতা আমাতে যে কি দারুণ পার্থক্য, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিবেন! সেই সঙ্গে আমি আমার অবস্থা দেখিয়া যে কেন দুঃখিত হইতেছি, তাহাও বুঝিতে পারি-বেন।

আমি এই দুরবস্থায় রোগশয্যায়। এখন আমার মনে হয় যদি ইহার উপরে একটা বিকটাকার যমদূত আমার মুখের উপরে ডাকিয়া বলে "নির্ব্বোধ মানব! 'কেমন, এখন জব্দ হও!" তাহা হইলে বুঝি বা এ রোগশয্যার পূর্ণ "সুখ" উপ-ভোগ করিতে পারি!!

কিন্তু যমদূত ডাকিয়া বলুক আর নাই বলুক, আমি যে আচ্ছা রকম "জব্দ" হইতেছি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করি না। এ রকম অবনতির দিকে পিছাইয়া পড়া, এ রকম জীবন্মৃত হইয়া থাকা, আর পরমায়ুটুকু অপব্যয় করা, ইহা আমার বিবেচনায় বড়ই ক্ষতিকর— এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও উপদেশ আছে। তাই বলিতেছি যমদূত বলুক আর নাই বলুক এক দিকে আমি কিন্তু ভারি "জব্দ" হইয়াছি।

তা এক দিকে "জব্দ" হইয়াছি সত্য—বলিতে লজ্জা করে, সব দিকে নহে। এ জগতে সকল পদার্থেরই দুই দিক্ আছে। চন্দ্রমণ্ডলে ঘন অন্ধকারও আছে, সূর্য্যকরবিম্বিত উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাও আছে, গোলাপ গাছে কাঁটাও আছে, ভুবনমোহন ফুলও আছে, মানবহৃদয়ে অবাচ্য পশুবৃত্তিও আছে, পুণ্যময়ী দেববৃত্তিও আছে ; মানব জগতে "রঘো ডাকাত"ও আছে, নরদেবতা চৈতন্য, বুদ্ধও আছেন ; এই মন্দ ভাল এ আঁধার আলো, এই কু ও সু র সংমিশ্রণই আমাদের মানব জগৎ।. এই সুখ দুঃখই আমাদের জগতের অপূর্ণতা, এই অপূর্ণতাই আমাদের জগতের সাধারণ নিয়ম (১)। তবে প্রিয় ভগিনি, তোমার

(১) অপূর্ণতা আমাদের সাধারণ নিয়ম, কিন্তু বিশেষ নিয়ম নহে। অপূর্ণতা হইতে পূর্ণত্ব লাভ করাই বিশেষ নিয়ম। প্রঃ লেঃ।

ফাছে মনের কথা বলিতে আর দোষ কি যে আমার এই রোগশয্যায় এতগুলা হাড়ভাঙ্গা দুঃখও আছে, আবার খানিকটা প্রাণজুড়ান সুখও আছে। জগতের সাধারণ নিয়মানুসারে আমার এ রোগশয্যাও "এক ঘেয়ে" দোষ দূষিত নহে। দুঃখের কথা এতক্ষণ বলিয়াছি, এখন সুখের কথাও একটুখানি বলিয়া যাইতেছি।

আগে বলিয়াছি আমি জগতের "অনেক জিনিস গ্রহণ করিতে অযোগ্য ও অক্ষম" হইয়াছি; কিন্তু সব জিনিস সম্বন্ধে নহে। বাহ্য জগতে রোগী অনেক স্থলে মৃত অথবা জড়স্থানীয় হইলেও অন্তর্জগতে তাহার জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্য রোগীর রোগ-শয্যায় শিখিবার সুখও মিলে, ভোগ করিবার সুখও মিলে। শিক্ষাজনিত সুখের কথা আগে বলি।

এ জগতে আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা নাকি বড় স্বার্থপর, বড় স্বেচ্ছাচারী অপরিণামদর্শী, তাই সকল সময়ে আপনাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে আপনাদিগকে সামলাইতে পারি না। এই দুর্ব্বলতা আমাদের অসংযমনের এবং অসংযমন আমার প্রকৃত অবনতির মূল কারণ। অতএব যাহাতে আমাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা আসিতে না পারে অথবা আমরা যাহাতে দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারি, এই শক্তির জন্যে আমাদের এক এক (কঠোরপ্রকৃতিসম্পন্ন?) ন্যায়বান্ শিক্ষাগুরু আবশ্যক। স্নেহময়ী বিশ্বজননী সন্তানের সকল অভাব বুঝিয়াই তাহা পূর্ণ করিবার উপায় করিয়াছেন, তাই অন্তর্জগতে বিবেক আমাদিগের যেরূপ ন্যায়বান্ শিক্ষাগুরু, বাহ্যজগতে রোগ শোক প্রভৃতি বিপদও সেই রকম "শিক্ষাগুরু" হইয়াছেন। বিপদ আমাদিগকে নিজের ত্রুটি বুঝাইয়া দেয়, আমাদিগের অভিমান চূর্ণ করিয়া দেয়, আমাদিগের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম ও ত্যাগস্বীকার শিক্ষা দেয়। বহু দিন বহু চেষ্টা করিয়া আমরা যে সকল শিক্ষায় অকৃতকার্য্য হই, একবার বিপদের তীব্র শিক্ষায় অনেক সময়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি। এই জন্য দেখা যায় এ জগতে যিনি যত বিপদে পড়িয়াছেন, তিনি মনুষ্যত্ব বিষয়ে তত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। সেই জন্য মনুষ্য-জীবনে বিপদ এক উপকারী বন্ধু। আমার এ রোগশয্যা যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে আপনা চিনাইতে পারে, যদি ক্ষণকালের জন্য আমার অসারত্ব আমার হীনত্ব বুঝিতে দিয়া জীবনপথে আমাকে সতর্ক করিতে পারে, আর যদি আমার ক্ষুদ্র জীবন গঠনের পক্ষে এক বিন্দু সহায়তা করিতে পারে, তাহা হইলে প্রিয়ভগিনি! রোগশয্যাকে "সুখ-শয্যা" বলিব না কেন?

দ্বিতীয়তঃ রোগে আমাদের হৃদয়ের এক দিকে একটু উন্নতিও হয়। সুস্থ মানব অপরের স্নেহ মমতায় উপেক্ষা

করিতে পারেন—(বালুকারণ্যে জল-ধারার মত) তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে গিয়া মানব তাঁহাদের হৃদয় ভিজাইতে অক্ষম হইতে পারেন, কিন্তু রোগীর পক্ষে সেরূপ নহে। পরের স্নেহ মমতা পাই-বার জন্য রোগীর হৃদয়ই লালায়িত! যে স্বার্থপর, যে কখনই অন্যের সংসর্গ কামনা করে না, রোগের সময়ে তাহারও স্নেহময়ী মা'কে-প্রীতিময়ী ভগিনীকে মনে পড়ে। দুইটি স্নেহমাখা কথা শুনিতে পাইলে তাহার রোগযাতনা অনেক হ্রাস হয়। দেশীয় ও বিদেশীয় মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা কেহ কেহ রোগীকে "স্বার্থপর" বলিয়া থাকেন, কিন্তু এ কার্য্য অর্থাৎ পরের দয়ার প্রার্থী হওয়া যে স্বার্থপরতামূলক আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। "মনুষ্য মাত্রেই আমাকে স্নেহ মমতা করুক" সাধারণ রোগীরা কখনই এমন কথা ভাবে না। তবে যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্নেহ করেন, রোগীর হৃদয়ে তাঁহাদের স্নেহ বড়ই মধুর লাগে। এই জন্য আমার বোধ হয় রোগভোগে মানব হৃদয়ের কোমলতা অধিকতর পরিস্ফুট হয়, তাই মানব পরের স্নেহমমতার মূল্য, রোগশয্যায় পড়িয়া সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে; যে যাহার তত্ত্ব বোঝে সে তাহার আকাঙ্ক্ষী হইয়াই থাকে! অতএব রোগ-শয্যা আমাদের হৃদয়ের কোমলতা সাধনেরও এক সহায়; সেই জন্যও আমি রোগ-শয্যা "সুখশয্যা" বলিতে চাহি।

রোগ শয্যায় আমরা আরও দুই একটী ছোটখাট সুখ পাই বটে, কিন্তু নর জগতের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ তাহা আমরা এই রোগ-শয্যাতেই উপভোগ করি। বিপদের সর্ব্বোচ্চ সুখ এই যে বিপদের সময়ে বিপদ্নাশিনী ভগবতীকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে হয়! সম্পদের সময়ে তাঁহা হইতে দূরে থাকাও সম্ভব, কিন্তু বিপদের সময়েই আমরা তাঁহার অভয় কোলে-স্নেহের কোলে মাথা লুকাইয়া থাকি! বঙ্গবধূ-বালিকা বধূ যখন শাশুড়ীর কাছে গালি খায়, তখনই মাতৃ-স্নেহ তাহার মনে পড়ে—তখনই মা'র কাছে যাইতে তাহার প্রাণ আকুল হয়। আমরা যখন রোগাদির আক্রমণে পার্থিব সুখের অভাব বুঝিতে পারি, তখনই সুখময়ী বিশ্বজননীর মধুময় কোলে যাইবার জন্যে পাগল হই। তাই বলিতেছি যাহা ভবগদ্গীতা পড়িয়া না বুঝিতে পারি, যাহা সাধু ও সিদ্ধ মহাত্মাদিগের পুণ্যময় জীবনচরিত শুনিয়া না বুঝিতে পারি, যাহা শ্রীযুক্ত * * মহাশয়ের পবিত্র উপদেশ শুনিয়া শিখিতে না পারি, বিপদের আক্রমণে—এই রকম রোগ-শয্যার মাহাত্ম্যে এক পলকের জন্য তাহাও যেন বুঝিতে পারি! এই রকম রোগ-শয্যায় শুইতে পারিলেই একবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাজ্ঞীকে এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারি! এই রকম রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিলেই

(রোগ-শয্যায়) তাঁহার অভয় কোল অনুভব করিতে পারি! এই রকম রোগ-শয্যায় থাকিলেই একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চরণে আত্ম-বলি দিতে পারি! একবার আপনা ভুলিয়া আশা হয়—আশায় বিশ্বাস হয়—বিশ্বেশ্বরী একদিন সন্তানের শরীরের রোগ দূর করিবেন—আত্মার কালিমা মুছিয়া দিবেন—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও, সর্ব্বাংশে অসম্পূর্ণ হইলেও একদিন—সে যত দিনের পরেই হউক, যত জীবনের পরেই হউক, এই নগণ্য জীবাণুকেও একদিন সম্পূর্ণ করিবেন। অসম্পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণতাই বিশ্বসৃষ্টির এক প্রধান উদ্দেশ্য। এখন বল পাঠিকা ভগিনি! আমার রোগ-শয্যা কি "সুখ-শয্যা" নহে?

কিন্তু তথাপি এ রোগ-শয্যা হইতে অব্যাহতি চাহি।—কেন চাহি? আমরা জগতে আসিয়াছি, কাজ করিবার জন্য। অণুই হই, পরমাণুই হই, যতটুকু পারি, কাজ করিতেই হইবে। মা'র কোলে পড়িয়া আরাম করিলে বিবেকই আমাদিগকে "কর্ত্তব্যভ্রষ্ট" বলিয়া গালি দিবে!

তবে এখন জগদীশ্বরের কৃপায়, বামাবোধিনী পাঠিকাদিগের আশীর্ব্বাদে, পাই যেন আরোগ্য ও নবজীবন।

লেখিকা,
শ্রীমা—

উৎকলের ব্রাহ্মণজাতি।

আর্য্য রাজগণকর্ত্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উড়িষ্যায় "বিহার" স্থাপন করিয়াছিলেন। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহারাজি, অশোকের অনুশাসন-খোদিত ধউলিপাহাড়, এবং পুরীর "জগন্নাথ ধর্ম্ম" আজিও বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগের মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উত্তরসরকার প্রদেশের উত্তরসীমা হইতে মেদিনীপুরের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত একটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী অল্পপরিসর ভূখণ্ড কলিঙ্গ নামে অভিহিত ছিল; উড়িষ্যার অবশিষ্টাংশে উৎ—কলিঙ্গ বা উৎকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কবি কালিদাসের বর্ণনায়ও ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রঘুর দিগ্বিজয়কালীন পথ বর্ণনায় কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

সতীর্থা কপিশাং (সুবর্ণরেখা) সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ
উৎকলা দর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ।

উড়িষ্যা বা ওড়িষা নাম উৎকল শব্দের অপভ্রংশ নহে; ওড্র বা ওড় নামক আদিম অধিবাসীদিগের নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

যখন কলিঙ্গে হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন মগধরাজের প্রতি-

নিধি শাসনকর্ত্তৃগণ কটকনগরীর উত্তর পারস্থিত চৌদুয়ার নামক স্থানে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া উৎ-কলিঙ্গের কিয়দংশ শাসন করিতেন। কালক্রমে যখন ধর্ম্মবিপ্লবে কলিঙ্গরাজ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় তনয়া হেমলতাকে দেশ-পরিত্যাগী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক রাজকুমারের সহিত বিবাহিত করাইলেন, এবং চৌদুয়ারের শাসন-কর্ত্তাদিগের বংশধরগণ হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মগধের অধীনতা পরিহার পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করিলেন, সেই সময় হইতেই উৎকলের ব্রাহ্মণ জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

কলিঙ্গরাজের আশ্রয়ে যে সকল ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন, তাঁহারা যে দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও ব্যবহারাদি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। রাজার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর ইঁহারা অনেকেই উৎকলিঙ্গ বা উৎকলের দক্ষিণ সীমায় হিন্দুরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক উৎকল ব্রাহ্মণগণ কি ইঁহাদের বংশধর? যদি না হন, তবে তাঁহারা কোথায়? নিম্নে সে বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাইতেছে। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরাজগণ এই বিদেশীয় এবং অপরিচিত ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত সম্মান করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু রাজার আশ্রয়ে থাকিয়াও ইঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ আদর প্রাপ্ত হন নাই। কেশরী রাজগণ যাজপুর বা যজ্ঞপুরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন এবং ইঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনে সুবিধা করিয়া গ্রামাদি দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা অদ্যাপি উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ইঁহাদিগকে ব্রহ্মোত্তরভোগী বা শাসন ব্রাহ্মণ বলে। শাসন অর্থ উড়িয়া ভাষায় এখন ব্রাহ্মণ-গ্রাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পুরী জেলার অন্তঃপাতী রঘুনাথপুর প্রভৃতি শাসন দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন রাজগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য কত সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কলিঙ্গের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিয়দংশ উৎকল ভাষাবলম্বী দাক্ষিণাত্যের খেমূড়ী, ঘুমসর, প্রভৃতি স্থানের রাজাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সসম্মানে বাস করিতে লাগিলেন। পরে যখন উড়িষ্যার পশ্চিমভাগে পাহাড় এবং অরণ্য পরিপূর্ণ কন্দ ও গণ্ড প্রভৃতি জাতিভুক্ত দেশ সমূহ (Res nulius) কাহারও অধিকারস্থ নহে এই বিবেচনায় উৎকলের রাজবংশীয় লোকেরা বাহুবলে জয় করিয়া অধিকার বিস্তার করিলেন, তখন সুবিধা পাইয়া অরণ্যবাসী অনাদৃত কলিঙ্গ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশ্রয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই জন্য কটক, পুরী প্রভৃতি অঞ্চলে এই ব্রাহ্মণদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং এই কারণেই উড়িষ্যার গড়জাত সমূহে, বিশেষতঃ সম্বলপুর অঞ্চলে ইঁহাদের বিস্তৃতি এত অধিক। অরণ্য হইতে

সমাগত বলিয়া ইহাদের নাম আরণ্য ব্রাহ্মণ। প্রচলিত কথায় ইহাদিগকে ঝাড়ুয়া (ঝাড় = অরণ্য) ব্রাহ্মণ বলে। লেখক, সোনপুর নামক (ফিউডেটরী) করদ রাজ্যে দেখিয়াছেন যে এই ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজাকে নমস্কার করেন; কিন্তু উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রণাম আদায় করেন। ইহা ছাড়া এই দুইটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি নীতির মধ্যেও প্রাচীন ইতিহাস সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। উৎকল ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্তের রীতি নীতি দ্বারা শাসিত; কিন্তু ঝাড়ুয়া ব্রাহ্মণদিগের রীতি নীতি সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র।

স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র উড়িষ্যার প্রাচীন কীর্ত্তিরই ইতিহাস লিখিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ের কোন আভাস তাঁহার গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হণ্টর সাহেব যদিও উড়িষ্যার ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উড়িষ্যা নাকি উড়িষ্যার প্রাচীন কীর্ত্তিময় অংশ মাত্র, সেই জন্য তিনিও এ বিষয়ের কোন তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের দারুব্রহ্ম গ্রন্থে এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অস্তিত্বের কেবল একটুকু আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করা গিয়াছিল যে রীজ্‌লি সাহেবের এত বড় ডাক হাঁকের ভারতজাতি বিবরণ গ্রন্থে ইহার সুস্পষ্ট কথা থাকিবে। কিন্তু তাহা নাই দেখিয়াই আমরা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিলাম।

সম্বলপুর অঞ্চলে আর একশ্রেণী উৎকল ভাবাবলম্বী ব্রাহ্মণ আছেন; ইহারা রঘুনাথ পন্থী বলিয়া খ্যাত। জিজ্ঞাসা করিলে ইহাঁরা বলেন, যে যে সময়ে রাম বনবাসে ছিলেন, তখন তিনি ইহাদিগকে ব্রাহ্মণত্ব দান করিয়াছিলেন। এই প্রবাদ দৃষ্টে এইরূপ অনুমান অযুক্ত নহে যে এদেশীয় রাজগণ স্ব স্ব রাজ্যে দেবালয়ের পূজা এবং পাচকের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কোন কোন অনাদৃত অরণ্যবাসী হিন্দুজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিধান করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন; কারণ উৎকল ব্রাহ্মণেরা দেবপূজা কিম্বা পাচকের কার্য্য করিলে আপনাদিগকে পতিত বলিয়া বোধ করেন। সম্বলপুরী ব্রাহ্মণদিগের দেহ সংগঠন দেখিলেও মনে হয় যেন ইহারা গৌরবান্বিত আর্য্যবংশোদ্ভব নহেন। আমি কখনও একজন গৌরকান্তি রঘুনাথপন্থী ব্রাহ্মণ দেখি নাই। সাধারণতঃ ইহাদের নাসিকা ক্ষুদ্র এবং হনু বিস্তৃত।

বাঙ্গালা প্রবচন। *

বি, বু, বৃ।

১। বিকারী রোগীর জলপান।

২। বিক্রমপুর পাঠান (বিক্রয় করা)।

৩। বিচমোল্লায় গলদ।

৪। বিছের কামড়।

৫। বিড়াল তপস্বী।

৬। বিড়ালের ভাগ্যে সিকা ছেঁড়া।

৭। বিদ্যারত্নং মহাধনং।

৮। বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা।

৯। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য।

১০। বিদ্বানের চেয়ে বুদ্ধিমান্ বড়।

১১। বিধির নির্ব্বন্ধ।

১২। বিধাতার বাজী,
কেউ খায় পোলাও ভাত,
কেউ খায় কাঁজী।

১৩। বিধবার একাদশী
করিলে পুণ্য নাই, না করিলে পাপ,

১৪। বিনা দানে মথুরা পার।

১৫। বিনা বাতাসে গাং (বা গাছ) নড়ে না।

১৬। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

১৭। বিপত্তে মধুসূদন।

১৮। বিপাকে প'ড়ে রাম নাম।

১৯। বিবাদের টেরা কথা,
জ্বরের মাথা ব্যথা।

২০। বিয়ে ফুরালে ছালনায় লাথি।

২২। বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।

২১। বিয়ে হ'লে ঘর চলে না।

২৩। বিয়ের সময় কন্যা বলে—কি কর্‌বো?

২৪। বিল শুকাবে যখন,
বকের আমোদ তখন।

২৫। বিশকর্ম্মায় বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা।

২৬। বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর

২৭। বিষ হারায়ে ঢোঁড়া।

২৮। বিষকুম্ভং পয়োমুখং।

২৯। বিষদাঁত ভাঙ্গা।

৩০। বিষম সমস্যা।

৩১। বিষয় বাড়িলে ব্যবস্থা বাড়ে।

৩২। বিষস্য বিষমৌষধং।

৩৩। বিষ্ঠায় ঢিল মারা।

৪৪। বিস্তর বা'ড়ে পতন।

৩৫। বিস্তর সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৩৬। বুকচেরা ধন।

৩৭। বুকে ব'সে দাড়ী উপড়ায়।

৩৮। বুচকির তোন, সদাই মন।

৩৯। বুঝতে নারি সেকরার (তাঁতির) ঠার,
বলে এককথা করে আর।

৪০। বুড়ো গাইয়ের বাচ্চা।

৪১। বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।

৪২। বুড়ো ম'লে খুনের দায়।

---

* ইহা নানা স্থান হইতে সংগৃহীত। একই বচন বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কথায় চলিত আছে, এ জন্য সকলের সঙ্গে মিলিবে না। পাঠক পাঠিকারা তাঁহাদের জানা মূল কথা পাঠাইলে আদরের সহিত গ্রহণ করিব।

বা, বো, স।

৪৩। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

৪৪। বুড়ো হলে বায়ান্তরে পায়।

৪৫। বুড়োর কাজ নাই ভাঙ্গে আর বাঁধে,
বুড়ীর কাজ নাই চা'লে
ধান ফেলে আর বাচে।

৪৬। বুড়োয় বুড়োয় কথা হয়,
প্রতি কথায় কাশি,
যুবায় যুবায় কথা হয়
প্রতি কথায় হাসি!

৪৭। বুদ্ধিগুণে হা ভাত,
বুদ্ধিগুণে খা ভাত।

৪৮। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

৪৯। বুদ্ধে বৃহস্পতি।

৫০। বুনলাম ধান হইল তিল,
ফলো রুদ্রাক্ষ *, খেলাম কিল।

৫১। বুলবুলের মাথা কি বট ফল গেলা?

৫২। বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

৫৩। বৃন্দাবনে আগুণ লেগেছে। †

ফল্গূৎসব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ বসন্ত পূর্ণিমা! পণ্ডিত রাজনাথের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে আলোকমালায় উজ্জ্বলিত। নানাবিধ পত্র পুষ্পে প্রাচীর শোভিতেছে। উপরে চাক্‌চিক্যময় চন্দ্রাতপ। বিস্তৃত কার্‌পেটের গালিচার উপরে "কোকিলা"ও সুন্দরী বাই সুতান ধরিয়া নিমন্ত্রিতগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছে। আতর কুঙ্কুম গোলাপজলের পিচকারী স্রোত বহিতেছে।

উপরে দ্বিতল বারাণ্ডার উপরে নানা বর্ণের চিকের ভিতর দিয়া পুরনারীগণ উৎসবে যোগ দিতেছেন। গৃহটি যেন আনন্দে ভরপুর, শ্যামরাণী কুটম্বিনীবর্গের সমাদরে নিযুক্তা। সকলকে সমভাবে অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাহার নিকট বসন ভূষণের গৌরব নাই। প্রফুল্লমুখী যেন প্রাণ খুলিয়া প্রীতিভরে আগন্তুকগণের সন্তোষ সাধনে ব্যাপৃতা। কিন্তু তাহার রূপাদিদি যে এমন আনন্দে আসিয়া মিলিতে পারিল না, ইহাই তাহার একটী গভীর ক্ষোভের কারণ। আজ দুই বোনে কত ফাগ খেলিবে, নূতন বাগানের গোলাপ তুলে খোঁপায় পরাইয়া দিবে, কত খেলা খেলিবে কল্পনায় আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহার একটিও সফল হইল না।

অন্যান্য সখীগণ সকলেই আসিয়াছে, কেবল রাণীর প্রিয়সহচরী কিশোরমোহিনী এতক্ষণে আসিয়া পৌছিলেন। রাণী তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "এতক্ষণে বুঝি তোমার ছুটি হলো, আমি যে সেই অবধি একা খেটে খেটে খুন হচ্ছি।"

কিশোরী কহিল "হাঁ ভাই আমার

* গুকড়া।

† বড় ক্ষুধা বা পেটের জ্বালা।

একটু দেরি হয়ে গেছে, তবে দেখ আর একজন বেশী এনেছি। যেই আমি বেরুচ্চি, দাদা এসে বল্লেন আমিও যাব, আর মদনকে রূপাদের বাসা হতে তুলে নিতে হবে।" এই বলিতে বলিতে মদন ও নন্দলাল উভয়ে বাড়ীর ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও রাণীর মাতাকে ডাকিয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন। রাণীর মাতা কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। দু চার কথার পর নন্দলাল কহিলেন তবে রাণীর বিবাহটা এই উৎসবের পরেই কি দিতেছেন? রাণী ও কিশোরী একটু অন্তরালে গেলেন, কিন্তু কথা বার্ত্তায় কান ছিল।

মদন অতি সাবধানে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

গৃহিণী কহিলেন "হাঁ বাবা, আমার ইচ্ছা আছে যত শীঘ্র পারি দিয়া ফেলি, রাণীর যেটের এই পোনর বছর যাচ্ছে, আর বাড়ন্ত গড়ন দেখতেই পাচ্ছ।

মদন যেন আর তখন বেশী ওকথা শুনিতে পারিলেন না, নন্দলালকে বলিলেন বাহিরে আমাদের জন্য যে অনেক কাজ রয়েছে, এস এখন যাই।

মদনমোহন আজ কাল যেন কিছু অন্যমনস্ক ভাবে সর্ব্বদাই থাকেন। বিশেষতঃ রাণীর সহিত দেখা হইলেই কি যেন একপ্রকার অপ্রস্তুত ভাব আসিয়া তাঁহার মনকে আক্রমণ করে। তিনি সেখানে থাকিতে পারেন না, কাজেই সরিয়া পড়িতে হয়। রাণী তাঁহার এই নূতন ভাবে কিছু স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন। তথাপি নিজের মনকে অবিশ্বাসী করিতে পারিতেছেন না। এ যে তাহার পক্ষে অসম্ভব ভাবনা। বাল্যের সরল স্নেহ এখন প্রণয়রূপে ফুটিতে না ফুটিতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এ কথা মনে আনিতে কি রাণীর প্রাণ প্রস্তুত?

এইবার রাণী ও কিশোরী নির্জ্জন পাইলেন। কিশোরীর বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ। মদনের লুক্কায়িত দীর্ঘশ্বাস সে ধরিয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণে বলিবার সুযোগ হয় নাই।

রাণীর চিবুক ধরিয়া কহিল "তবে ভাই এইবার তোমার বিয়ের ঘটাটা আছে।"

রাণী—হাঁ তাই দেখ্‌ছি "যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়া পড়সির ঘুম নাই," তোমার নিজের বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত আমার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ দেখ্‌ছি?

কিশোরী কহিল হাঁ ভাই রূপরাণী, এখন বেশ সেরেছেন ত, তার বিয়ের কি হলো শুনেছ কিছু?

"তুমি যে বিয়েপাগলা হয়ে পড়েছ! না আমি এখনও সে বিষয়ে শুনি নাই ত।"

কিশোরী রাণীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন আহা কেমন সরল মনটি, কিছুই জ্ঞান নাই।

"কেন ভাই কি বুঝ্‌বো, আর এখনও কি বুঝ্‌তে বাকি আছে?"

কিশোরী আর চাপিয়া থাকিতে পারিল না—বলিল আমি শুনেছি রূপার মাতা নাকি মদন দাদাকে ভারি ধরেছেন, আর তিনিও কোনমতে অমত করিতে পারিতেছেন না।

রাণীর হৃদয়ে যেন কোথা হইতে সহসা তীক্ষ্ণ বাণ আসিয়া মর্ম্মস্থলে পশিয়া গেল। কহিল ভাই কিশোর! আর শুনিতে চাহি না, আমার মোহ ভাঙ্গিও না, আমি যাহাকে জন্মাবধি চিরসঙ্গী জানিয়াছিলাম, তাহাকে পরের মনে করিতে আমাকে শিখাইও না। সখী! আমাকে সেই ঘুমঘোরে ডুবিয়া থাকিতে দেও, সেই সুখস্বপ্ন আমি আজীবন দেখিব। এই বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু দিয়া শত ধারে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

"হাঁ ভাই সত্যই কি পুরুষের প্রেম সম্পূর্ণ রূপজ!"

কিশোরী সখীর কাতরতায় বড়ই ব্যথিত হইয়া বাম হস্তে গলা জড়াইয়া বুকের কাছে মাথাটি লইয়া আকুলভাবে স্বীয় প্রাণের সান্ত্বনা ঢালিয়া দিতে ব্যগ্র হইলেন। আঁচল দিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্র মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন "আমি তোমায় ব'লে বড় ভুল করে ফেলেছি।"

যদিও রাণীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, হৃদয়ের প্রশস্ততা যায় নাই, গদ গদ বচনে কহিলেন "ভাই কুয়াসায় মেঘ কতক্ষণ ঢাকা থাকে? হউক মদন যাহাতে সুখী হয় আমিও তাহাই শিখিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু কিশোরী! আমি যেন এখনও নিজেই নিজের কাছে প্রতারিত হইতেছি।

কিশোরমোহিনী রাণীকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য কহিলেন চল না ভাই একবার নূতন বাগান দেখে আসি।

স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ উদ্যানের বৃক্ষরাজির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মধ্যস্থিত সরোবার শ্বেত কুমুদ গুলি চাঁদ পানে চাহিয়া আছে। সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত। সরোবরের তীরে এক খানি বেঞ্চের উপর মদন মোহন ও নন্দলাল মুখোমুখি হইয়া বসিয়াছেন। মদন কহিলেন ভাই আমি কি করিব? কর্ত্তব্যের অনুরোধে নিজের সুখ নষ্ট করিতে পারি; কিন্তু সে সরলাকে কিরূপে নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলিয়া দিব? আহা! অমন গোলাপ কলিকা পাছে হস্তিপদ দলিত হয়, ইহা ভাবিলে আমি স্থির থাকিতে পারি না।

"মদন! কিসে তোমার এমন পরিবর্ত্তন হইল। আহা! রাণীর চির বিশ্বাস কিরূপে ভঙ্গিতে উদ্যত হইলে! তোমার মন কি কিছু মাত্র বিচলিত হইতেছে না?"

না ভাই আমি হৃদয় সংগ্রামে একেবারে পরাস্ত হয়েছি। হয়ত এক দিন সংসার আমাকে "নিষ্ঠুর প্রতারক" আখ্যা দিবে, কিন্তু তুমি ভাবিয়া দেখ, রাণী এক জন ধনবানের কন্যা, তাহার পিতা অনায়াসে আমা অপেক্ষা

সুপাত্রে তাহাকে দিতে পারেন, কিন্তু রূপরাণীর বিধবা মাতার কে আছে ?" নন্দলাল মদনের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "মদন! তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষ বট, কিন্তু ভাই তোমার হৃদয়ে প্রেমের বন্ধন নাই।"

"নন্দলাল! তুমি আমার স্থানে হইলে আর এ কথা বলিতে পারিতে না। তা ছাড়া আমিও ধর্ম্মত কোন প্রকারেই রাণীর সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ এখনও হই নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে পার্শ্বস্থ মল্লিকা ঝাড়ের পশ্চাতে কি শব্দ হইল, উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন এবং সেই দিকে অনুসন্ধিৎসু হইয়া বেগে গমন করিলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে একেবারে অত্যন্ত ভয় বিষাদে আশ্চর্য্যান্বিত! একি! রাণীর সুবর্ণময় দেহ খানি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িয়াছে, কিশোরমোহিনী মুখে জল সিঞ্চন ও অঞ্চল দিয়া বীজন করিতেছেন। পরে মদনের আর কারণ অনুভব করিতে চেষ্টিত হইতে হইল না। ভাবিলেন হায়! আমিই বুঝি সকল অনর্থের মূল হইলাম। প্রাণ অনুতাপে পুড়িতে লাগিল।

নন্দলাল সত্বর বাড়ীর ভিতর গিয়া মাতাকে সংবাদ দিয়া চিকিৎসকের নিকট গেলেন। বুড়ো দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির বাটীতে গিয়া উপস্থিত, "কর্ত্তা মশায় গো রাণী বিবিকে কিসে ধরিল গো! এত রেতে নূতন বাগানে গিয়ে ছিলো, আইবড় মেয়ে না জানি কোন্ দেবতার দৃষ্টি পড়িল, শীগগির চল দেখবে তারে।" পণ্ডিতজী সহসা রাণীর পীড়ার সংবাদে ব্যাকুল হইয়া মজলিশ ভাঙ্গিয়া দিলেন ও নূতন উদ্যানে গেলেন। এই মুহূর্ত্তে যে রঙ্গভূমিতে আনন্দের স্রোত বহিতেছিল, নিমেষের মধ্যে তাহা বিষাদের মেঘে ঢাকিয়া পড়িল, ঐন্দ্রজালময় জগৎ ক্ষণে নূতন খেলা প্রকাশ করে।

দ্বিতল গৃহে পালঙ্কের উপর রাণী শায়িত, মূর্চ্ছা এখনও অপনোদিত হয় নাই। মাতা পিতা বন্ধু বান্ধব সকলেই চৈতন্যের প্রতীক্ষক। চিকিৎসক কহিলেন কেবল মূর্চ্ছা মাত্র, কোনরূপ মানসিক চাঞ্চল্যবশতঃ ঘটিয়া থাকিবে। ঔষধ প্রয়োগে কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে অতি ক্ষীণস্বরে কহিল "কি শু নি লা ম !!"

কয়েক দিবস সুচিকিৎসায় এবং কিশোরীর অবিশ্রান্ত যত্ন শুশ্রূষায় রাণীর মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য তিরোহিত হইল, কিন্তু প্রাণের অন্ধকার ঘুচিল না। জীবনে বুঝি চির আমাবস্যা ঘেরিল আর কখনও সুখের মধুময়ী জ্যোৎস্না ফুটিবে না !!

রাণীর শরীর দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল, বর্ণ পাংশু হইল। হৃদয় ঘোর নিরাশায় পীড়িত। প্রায় সর্ব্বদাই অসুখেই কাটে। এইরূপে দিনের পর

দিন মাসের পর মাস সমাগত হইতে লাগিল। নিদাঘের খর তাপ আর রাণীর উত্তপ্ত প্রাণ সহিতে সক্ষম হইল না। রাণী আবার অত্যন্ত পীড়িত। সেই নূতন বাগান গৃহে আজ রাণীকে বায়ু সেবন করাইতে আনা হইয়াছে। রূপা ও তাহার মাতা দেখিতে আসিয়াছেন। মদনমোহন নিজে প্রাণপণ করিয়া রাণীর জীবন রক্ষার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু আর আশা কই? অনুতাপের জ্বালায় মদন মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেছেন। এদিকে বেলা অবসান হইয়াছে, রাণীর রোগের প্রাবল্য ক্রমেই শমিত হইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার আগমনে প্রকৃতিও স্থির হইলেন রাণীর মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। একবার আবার সেই সুদীর্ঘ নয়ন ছুটী বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন মায়ের বুকের উপর পড়িয়া গলা জড়াইয়া যেন কিছু বলিতে উৎসুক কিন্তু পারিলেন না। চক্ষের দুই পাশে দুটী মুক্তা বিন্দু দেখা দিল। এইবার কাতর দৃষ্টিতে মদনের দিকে চাহিয়া জন্মের মত বিদায় লইলেন। সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইল, চির শান্তিময় ভবনে রাণী প্রবেশ করিলেন।

অদ্ভুত বিবরণ।

১—আকাশ বুড়ীর সূতা।

পাঠিকারা অনেকেই আকাশ বুড়ীর সূতার কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু কেহ কি ইহা এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন? কেহ কেহ হয়তো ইহা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা অলীক নহে। আকাশ হইতে এরূপ সূতার গুলি বা তাল মাঝে মাঝে পড়িয়া থাকে। কিছু দিন হইল আমেরিকার অন্তঃপাতী গশোবিল নগর হইতে এক ব্যক্তি আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে গত ২০শে সেপ্টেম্বর (১৮৯২) বৃষ্টির সময় এক তাল শাদা সূতা পতিত হয়। তিনি তখন কুড়াইয়া লইয়া তত্রত্য বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণ জন্য পাঠাইয়া দেন। পরীক্ষক ডাক্তার জর্জ মারক্স্ সে সম্বন্ধে প্রকাশ এই প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন।

এই সূতা উদ্ভিদ পদার্থজাত নহে, ইহা জান্তব রেশম। বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ইহা এক জাতীয় মাকড়সার লালা-ক্ষরিত জালতন্তু। এই জাতীয় মাকড়সারা সহস্র সহস্র একত্রিত হইয়া দলবদ্ধ হয় এবং শূন্য পথ দিয়া এক দেশ হইতে অপর দেশে গমন করিয়া থাকে। ইহাদিগের যাইবার সময় এরূপ বৃহদায়তন জাল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে যে

তদ্দ্বারা শূন্যদেশ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। বৃষ্টির সময় জলবিন্দু পাত দ্বারা ইহা ভারী হয় এবং তন্তু সকল ছিঁড়িয়া গুড়াইয়া তাল পাকাইয়া বৃষ্টির সহিত পতিত হয়। তিনি বলেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর দিবসে কালিফর্ণিয়া প্রদেশেও এরূপ সূতার তাল পাইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে গত চারি বৎসর ক্রমান্বয়ে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসেই তথায় এইরূপ সূতার তাল পাওয়া যাইতেছে। এই জাতীয় মাকড়সাকে (Nephila) মাকড়সা বলে। ইহাদিগের তন্তুজাল সম্পূর্ণ শুভ্র ও চিক্কণ। ইহাতে কার্পাস ও রেশমের অংশ আছে,রেশমের ভাগই অধিক। আমাদিগের দেশে প্রচলিত আকাশ বুড়ীর সূতা এইরূপ মাকড়সার জাল ছেঁড়া সূতার তাল দেখিয়াই কথিত হইয়াছে বোধ হয়।

২—লাইকোশ জাতীয় মাকড়সা।

দক্ষিণ আমেরিকার লাপ্লাটা প্রদেশ ভ্রমণকারী প্রাণিতত্ত্ববেত্তা হডসন সাহেব একদা অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ একটা মাকড়সা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। মাকড়সা ঘোড়ার পদবিক্ষেপের সহিত সমবেগে লাফাইয়া লাফাইয়া প্রায় তাঁহার উপর পতিত হয়; এমন সময় তিনি চাবুক হাঁকাইয়া তাড়া করিলেন। মাকড়সা লাফাইয়া চাবুকের উপর পড়িল এবং সদর্পে তাঁহার হস্ত লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। হডসন ঘোর বিভ্রাট দেখিয়া মাকড়সা সহিত চাবুক গাছটী দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ঘোড়াকে দ্রুতবেগে চালাইলেন। এইরূপে পলায়ন করিয়া তিনি মাকড়সার হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। তিনি বলেন এই জাতীয় মাকড়সা অত্যন্ত ভয়ানক। ইহাদিগের দংশন ও লালা বিশেষ অপকারক। ইহারা পরস্পর জাল বিস্তার করিয়া কেন্দ্রবিন্দুর ন্যায় তন্মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং যখনি কোন আগন্তুক জন্তু তাহার সংস্পর্শে আইসে, অমনি বেগে তাহার উপর পতিত হয়। যখন ইহারা মানুষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে ছাড়ে না, তখন যে ইতর জন্তুদিগকে কিরূপ বিপদাপন্ন করে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

(৩) হুহানাকো জাতীয় উষ্ট্র।

এই জাতীয় উষ্ট্র কেবল দক্ষিণ আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আকারে আমাদিগের দেশীয় উষ্ট্র অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু দেখিতে অতি সুশ্রী। অন্যান্য বিষয়ে প্রায় এতদ্দেশীয় উষ্ট্রদিগেরই অনুরূপ। কিন্তু ইহাদিগের একটী চমৎকার স্বাভাবিক জ্ঞান আছে যাহা অন্য জাতীয় উষ্ট্র বা ইতর জন্তুদিগের মধ্যে দেখা যায় না। মনুষ্য (সকল দেশীয় না হউক) কোন কোন দেশে সংস্কার বশতঃ অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিলে বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া তীর্থে বা উপবনে তপস্যা দ্বারা

জীবনপাত করিয়া থাকে। কিন্তু ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও যে এরূপ সংস্কার আছে তাহা এতদিন কেহই জানিত না। এই হুয়ানাকো উষ্ট্র সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলে অথবা আশু জীবন নাশের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ নির্জ্জন বনদেশে গমন করে। তাহার সঙ্গীগুলি তাহা জানিতে পারিলেও কেহ তাহার অনুগামী হয় না। মুমূর্ষু উষ্ট্র অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কিরূপ তপস্যা বা যোগ সাধন দ্বারা দেহ পাত করে তাহা জানা নাই বটে, কিন্তু সে যে মরিবার জন্য তথায় গমন করে ও প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাণিতত্ত্ববেত্তা ডারউইন, ফিট্‌জরয় ও হডসন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নূতন সংবাদ।

আমেরিকার চিকাগো বিশ্বপ্রদর্শনী দেখিবার জন্য আগামী ফেব্রুয়ারিতে কোনও কোনও বাঙ্গালী রমণী যাত্রা করিবেন এ সংবাদে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা করিতে পারেন, এ সম্বন্ধে অনেক বড় বড় পণ্ডিত মত দিয়াছেন। আমরা আরও দেখিয়া আনন্দিত হইলাম বোম্বাইয়ের কর্সেটজী সোরাবজী কোম্পানী হিন্দু যাত্রীদিগকে চিকাগোতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাদের ঠিকানা বোম্বাই ১৫ নং আপলো ষ্ট্রীট। যাঁহারা যাইতে ইচ্ছা করেন, ১লা ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট আবেদন করিবেন। জ্ঞাতব্য বিষয় সকল তাঁহাদের নিকট লিখিলে জানিতে পারিবেন।

২। অনরেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে বিচারপতি জে কিউ পিগট বি এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলর হইয়াছেন।

৩। আগামী ২৮এ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন মহাসভায় কুমারী ইন্দিরা ঠাকুর এবং কুমারী প্রিয়ম্বদা বাগচী বি এ উপাধি এবং কুমারী ফ্লোরেন্স হলণ্ডে এম এ উপাধি পাইবেন।

৪। কুমারী রোস গোবিন্দরাজুলু নাম্নী এক হিন্দু রমণী মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ডিপ্লোমা পান, এখন তিনি বার্ষিক ৫০ পাউণ্ড ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া এডিনবরার চিকিৎসালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। কুপার নামে এক সাহেব এই বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

৫। এখন মেল ৩ সপ্তাহে ভারত হইতে লণ্ডনে পৌঁছে। সম্প্রতি হিমালয় নামক এক বাষ্পীয় পোত বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়া ১৩॥ দিনে বিলাত

পৌঁছিয়াছে। আরও অল্পদিনে যাইবার উপায় হইতেছে।

৬। আমেরিকার রমণীগণ স্বাধীন ও স্বপোষণক্ষম, অন্নের জন্য আত্মীয়ের কৃপাপাত্র হইয়া থাকেন না। তথায় এক টেলিগ্রাফের কাজে ৭৩ হাজার স্ত্রীলোক নিযুক্ত আছেন।

৭। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, স্ত্রী ডাক্তারদিগকে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও হস্‌পিটাল আসিষ্টাণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে।

বামারচনা।

সঙ্গীত চর্চ্চায় দোষ কি ?

এখন দেখা যাউক নৃত্যগীত ও বাদ্যশিক্ষা করিলে হিন্দু স্ত্রীগণ লজ্জাশীলতার সমাজের,নীতির ও চরিত্রের নিকট দোষী হয়েন কি না ? যশোহরের অন্তর্গত ৪।৫ খানি গ্রামব্যতীত আমার ভাগ্যে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানই দেখা ঘটে নাই,আর দেখিয়াছি যশোহরে আমাদের বাসাবাড়ীর সীমাটুকু ; সুতরাং আমি অনেক স্থলের স্ত্রী-আচারের বিন্দু বিসর্গও জানি না, তাই আমাদের এ অঞ্চলের বরণের কথা তুলিতে লজ্জা করিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তুলিতে হইল। পাঠিকা ভগিনীগণ ! আপনাদের মধ্যে যদি এই 'বরণ' কেহ না দেখিয়া থাকেন তবে আমাকে"যশোহরে বাঙ্গাল" বলিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন কি ? আমাদের এদিকের অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে বাসী বিবাহের সময় বা বরকনে বাড়ী আসিলে বউ পরিচয়ের সময় কত কুলবধূ সধবাগণ সুসজ্জিত হইয়া বর কন্যাকে বরণ করেন। যাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে ঐ বরণ আর কিছুই নহে, উহা সানাই ঢোল ও কাঁসী ইত্যাদি বাদ্যের তালে তালে চুড়ী, বালা, হীরা, পান্না শোভিত হস্ত দুখানিকে নৃত্য করান মাত্র, এই সুন্দর বরণ দেখিতেও মনে বেশ কৌতুক উপস্থিত হয়, বরণ দেখিবার জন্য অপরিচিত বরযাত্রিগণ ও অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণ বাসীবিবাহের বরণের সময় সমবেত হইয়া থাকেন। হারমোনিয়ম বাজানও আর কিছুই নহে, উহা হস্ত পদ দ্বারা যন্ত্রের সাহায্যে গান করা। আজ কাল আমাদের মধ্যে অনেকে হারমোনিয়মও বাজাইয়া থাকেন, ভাল মন্দ যেমন হউক একটু আধটু উহা প্রায় সকলেই জানেন, এবং বাজাইয়াও থাকেন ও বরণ করিয়াও থাকেন, তবে বরণটা সুমঙ্গলারূপিণী সধবাগণেরই একচেটিয়া। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে যদি হারমোনিয়ম্‌ বাজান ও বরণ করায় দোষ না হয়, তবে কণ্ঠস্বরের দ্বারায় বা বীণার সাহায্যে গান করায় ও অঙ্গাদি সঞ্চালন

দ্বারা নৃত্য করায় কোনও দোষ আছে কি? অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা নৃত্য করিলে জিম্‌নাষ্টিকের কার্য্য হয় কি না বা অন্য কোন উপকার আছে কি না জানি না, কিন্তু সঙ্গীতে সমধিক উপকার পাইবার আশা করা যায়।

প্রথমতঃ সুকণ্ঠ গায়কের তাল, মান, লয় বিশুদ্ধ মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয় এবং সেই গানের সহিত নিজের প্রাণ যেন ভাবময় হইয়া মিশিয়া যায়। গৃহকার্য্যাদি হইতে অবসর লইয়া অবশ্যই অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্রাম করা আবশ্যক এবং সকলে উহা করিয়াও থাকেন। কিন্তু এই বিশ্রামটা অন্তঃপুরবাসিনীগণের নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারে হইয়া থাকে :—কুম্ভকর্ণের ন্যায় দিনের বেলায় নিদ্রা যাওয়া, বেশ বিন্যাস করা, তাস খেলা ও পাঁচজনে বসিয়া দেশের লোকের রূপ, গুণ ও দোষাদির সমালোচনা করা অথবা পারিবারিক দোষ ও অভাবের বিষয় তুলিয়া ভারী মুখে রাগে গরগর করা। এরূপ বিশ্রাম অপেক্ষা সঙ্গীত বাদ্যাদি শিক্ষায় বিশ্রাম করা কি অধিক সন্তোষকর নহে? সঙ্গীতের আমোদ যে নির্দ্দোষ আমোদ নয়, এ কথা আমাদের বিশ্বাস নয়। যদি কেহ বলেন যে, একটী কুলস্ত্রীর কণ্ঠস্বর ও বাদ্যের স্বর অনেক দূর যাইবে, ওমা কি লজ্জা! কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, শঙ্খ বাজান ও হুলু দেওয়া যাহা হয়, গীত বাদ্যাদি ওকি তাহাই নহে? তাহাও ত শাঁখে একটানা ফুঁ দেওয়া ও জিভ নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে হুলু দেওয়ার অপেক্ষা কিছুই অধিক নহে। ইহাতেও যদি কাহারও আর কোন কথা থাকে, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, বাসরঘরে নূতন পরিচিত একটী পুরুষের সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে সঙ্গীত করায় যদি লজ্জার গায় আঘাত না লাগে, তবে চিরপরিচিত আত্মীয়গণের নিকট বা তাঁহাদের কর্ণে যায়, এমন সঙ্গীতে বেশী লজ্জার বিষয় কি? আমাদের বিশ্বাস বীণা যোগে হউক বা কণ্ঠযোগে হউক সঙ্গীত শিক্ষায় নৈতিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক কোন দোষে স্ত্রীগণ দোষী নহেন, বরং সঙ্গীত এ সকল বিষয়েরই—বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। গৃহকার্য্যাদি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চুপ করিয়া মনে মনে ঈশ্বর চিন্তা করিতে গেলে অতি সত্বরই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। সসঙ্গীতে ঈশ্বরারাধনা করিলে নিজের মন ত ভক্তিরসে গলিয়া যাইবেই, অধিকন্তু শ্রোতৃগণের মনও সেই সঙ্গে নিমগ্ন হইয়া যাইবে, প্রমাণ —রামপ্রসাদ, নরেশচন্দ্র, কমলাকান্ত, নানক, মীরাবাই ও তুলসীদাস প্রভৃতির সাধন ও ভজন সঙ্গীতে কাহার মন না বিগলিত হয়? রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতে পাষাণও গলিয়া যায়। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, নিধু বাবু ও গিরিশ বাবু প্রভৃতির প্রেম-সঙ্গীতে কাহার মন না উন্নত হয়? (ক্রমশ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৭ সংখ্যা। } মাঘ ১২৯৯—ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩। { ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জীব রহস্য—ভবানীপুর কাঁসারিপাড়া রাস্তায় একটী পুকুরের ধারে দুই জন শ্রমজীবী একটী বাঁশ চিরিতেছিল। এমন সময় একটী পর্ব্ব হইতে দুই সর্প সম্মুখে পতিত হইল। ইহারা বিষধর সর্প। পতিত হইয়াই কুণ্ডলী করিয়া ফণা তুলিয়া কামড়াইবার উপক্রম করিল। শ্রমজীবীরা তাহাদিগকে ধরিতে বা মারিতে সাহসী না হওয়াতে তাহারা বেগে নিকটস্থ বনে প্রবেশ করিল। বংশটী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে কিছু মাত্র ছিদ্র ছিল না, সুতরাং সর্প দুইটী যে কিরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার রহস্য ভেদ করা সহজ কার্য্য নহে। প্রস্তরের স্তরের মধ্যে ভেক জীবিত থাকার কথা শুনা যায়, কিন্তু বংশের পর্ব্ব মধ্যে সর্পের অবস্থান এই নূতন আবিষ্কার।

দান—সম্প্রতি ম্যাডাম মার্টিন নামক এক জন ধনী বিধবার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার উইল পাঠে অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার জন্মভূমি টুলো নগরের উন্নতির জন্য দুই লক্ষ ফ্রাঙ্ক (Frank) দান করিয়া গিয়াছেন এবং স্বীয় অন্ত্যেষ্টি ও সমাধির জন্য ১২০০ ফ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উইলে একটী অদ্ভুত কথা প্রকাশিত আছে যে তাঁহার স্বামীর কবর হইতে যত দূর সম্ভব তত দূরে যেন তাঁহার কবর নির্ম্মিত হয়। স্ত্রীলোকটী বোধ হয় স্বামীর জীবৎসময় তাঁহার নিকট হইতেও নিকটে ছিলেন।

প্রকাণ্ড বৌদ্ধমূর্ত্তি—ব্রহ্ম দেশে প্রোমনগরের অনতিদূরে ইরাবতী উপকূলে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। ইহা এক ক্রোশ দীর্ঘ ও ৩০০ পাদ উচ্চ।

এই নগের সম্মুখ ভাগে অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। এমন কি ইহার তলদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই মূর্ত্তিময়। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অনেকটাই বিংশতি পাদের কম উচ্চ নহে। আবার অনেকগুলি চাকচিক্যময় ধাতু-দ্বারা গিল্টিকরা, ইহাতে সূর্য্যালোকে অতি চমৎকার শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। মূর্ত্তিগুলি শিল্প-নিয়মে খোদিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। পেগু প্রদেশেও একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা বুদ্ধদেবের শয়নাবস্থা। বুদ্ধদেব দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মূর্ত্তিটী দীর্ঘে ২৭০ পাদ এবং তাহার স্কন্ধ দেশের প্রসরতা ৭০ পাদ। পৃথিবীতে এতবড় দীর্ঘ মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত এবং পরিমিতরূপে গঠিত। অনেকে অনুমান করেন যে ইহা পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুদিন জঙ্গলে অদৃশ্য ছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে একদল রেলওয়ে কনট্রাক্টর বন কাটিতে কাটিতে আবিষ্কার করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়—বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটী ইউরোপীয় বালিকা সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

গত ২৮এ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান সভা হইয়া গিয়াছে। গবর্ণর জেনারল ও নূতন বাইস চান্সেলর বিচারপতি পিগট বক্তৃতা করেন। মিস ফ্লোরেন্স নাম্নী একটী বালিকা লাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণীর এম, এ, হইয়াছেন, ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়া রাজপ্রতিনিধি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বরাহনগরে হিন্দু-বিধবাশ্রম—এই আশ্রমে হিন্দু-বিধবারা আপনা-দিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়া অনায়াসে থাকিতে পারেন। বরাহনগরের কয়েকজন হিন্দু-সমাজপতি এই আশ্রমের সহিত সংসৃষ্ট আছেন। ভট্টপল্লি-নিবাসী প্রসিদ্ধ গুরুবংশীয় প্রবীণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণহরি শিরোমণি মহাশয়, এই আশ্রম দেখিয়া এই মন্তব্য লিখিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু-বিধবাশ্রম দর্শন করিয়া বড় সুখী হইলাম, এখানে হিন্দু-বিধবারা আপনাদের আচার ব্যবহার ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকিতে পারে এবং কয়েকটি রহিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম এবং তাহাদিগের আহারাদির সুপ্রণালী ও শুদ্ধ ভাবের পরিপাটী দৃষ্ট হইল। এরূপ অনাথা স্ত্রীজাতির উপর যাঁহার এরূপ সদ্ব্যবহার, তিনিই ধন্য। এক্ষণে আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই উপ-যুক্ত আশ্রমের ক্রমশঃ পরমোন্নতি লাভ হইতে রহুক।" প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল-ইনস্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এই আশ্রম পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখানে যে বিধবারা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম

রক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন, এ বিষয় তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করা হইল।

"And the existing arrangements I can confidently recommend to Hindoos generally."

দেশের অনেক স্থানে অনেক হিন্দু বিধবা নিরাশ্রয় হইয়া বর্ত্তমান সময়ে অন্ন বস্ত্রের কত কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এই আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা লাভ ও কার্য্যের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অথবা তাঁহাদিগের অভিভাবকগণ এই আশ্রমে, অথবা কলিকাতা সিমলা বলরাম দের ষ্ট্রীট নং ৩ সাগর ধরের গলিস্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বিবিধ প্রবন্ধ।

মেঘের গতি।

সমুদ্র বা পর্ব্বত হইতে শনৈঃ শনৈঃ উত্থিত হইয়া বায়ুর উর্দ্ধতন স্তরে উপনীত হইলেই মেঘের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বর্ষাকালে হিমালয়ে বা অন্য কোন অত্যুচ্চ গিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন মেঘ সকল উৎপন্ন হইয়া কেমন স্থিরভাবে কন্দর বা উপত্যকা দেশে অবস্থাপিত থাকে। বৃষ্টিধারা পুনর্ব্বার পরিষ্কার হইলে শুভ্র মেঘ রাশি সূর্য্যালোকে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুন্দর আকার ধারণ করে, তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বুঝান কঠিন। এই শুভ্র অভ্ররাশি সুদীর্ঘ চন্দ্রাতপের ন্যায় গিরিগাত্রে সংলগ্ন বোধ হয়। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবে অবস্থিতি করিয়া ধীরে ধীরে অবসৃত হইতেছে বোধ হইতে থাকে। বাস্তবিক ইহার গতি তখন এত মৃদুভাবে সম্পন্ন হয়, যে প্রায় সহজে জানিতে পারা যায় না। কিন্তু যখনি ইহা যথেচ্ছামতে উপরি স্তরে উপনীত হয়, তখনই ইহার ভাব ও গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে শীত ও গ্রীষ্ম কালে মেঘের উচ্চতার তারতম্য হইয়া থাকে। শীতকালে মেঘ সকল অনেক নিম্নে অবস্থান করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে (Cumuls nimbus) সম্মিলিত মেঘের নিম্নদেশ ভূমি স্পর্শ করিলে ও তাহার শীর্ষদেশ শীতকালের মেঘের অপেক্ষা অনেক উচ্চে উঠিয়া থাকে। শীতকালে সর্ব্বোচ্চ মেঘের গতি গড়ে ঘণ্টায় ১০০ মাইল, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত গতি ঘণ্টায় ২৩০ মাইল

নির্দ্ধারিত হইয়াছে। য়ুরোপ অপেক্ষা আমেরিকার বায়ুর উপরিতন স্তর অত্যন্ত দ্রুতগামী, সুতরাং তথায় অত্যন্ত ঝড় হইয়া থাকে। মেঘের সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে পৃথিবী সন্নিকট পর্য্যন্ত বায়ুর গতি প্রায়ই পশ্চিম দিকে প্রবাহিত, ৪০০০ চারি সহস্র মিটারের উচ্চতর স্তরে মেঘের গতি প্রায় উত্তর পশ্চিম বা দক্ষিণ পশ্চিম। পৃথিবী সন্নিকটস্থ স্তরের বায়ুর গতি কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিম এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্তরে বায়ু দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। যখন ইহা দক্ষিণদিকে মহা প্রবল বেগে বহে, তখনি ঝড় উপস্থিত হয়।

সাবান ব্যবহার।

ইংরাজদিগের অনুকরণে আমরা তৈলের পরিবর্ত্তে সাবান ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু এতদ্দ্বারা যে শারীরিক অনিষ্ট হয়, তৎপ্রতি আমাদিগের দৃষ্টি নাই। ইংরাজেরা বহুকাল ব্যবহার করিয়া এক্ষণে তাহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহাদিগের সংবাদ পত্র সকল তারস্বরে চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে এবং বিনা পরীক্ষায় বা চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত সাবান ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিতেছে। শিল্প ও বিজ্ঞানের কৌশলে অনেক প্রকার সুলভ মূল্যের সাবান প্রস্তুত হইতেছে। তাহাতে নানা প্রকার বস্তুর সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বশতঃ এমত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে যে তদ্দ্বারা শারীরিক অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। এই সকল ব্যাধি চর্ম্মজ হইলেও বহু কষ্টদায়ক ও কখন কখন মারাত্মক হইয়া উঠে। অনেক সুবাসিত বা সুগন্ধি সাবানে এইরূপ বিষাক্ত দ্রব্যের বাহুল্য থাকে, সুতরাং তাহা একবারে পরিহার করা উচিত। যাঁহারা সাবান ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহারা সবিশেষে পরীক্ষা না করিয়া ব্যবহার করিবেন না। নিলামে ফিরিওয়ালা ও সামান্য দোকানিদিগের নিকট যে কোন সাবান ক্রয় না করিয়া বিখ্যাত ঔষধালয় হইতে পরীক্ষিত সাবান আনাইবেন।

হিমপ্রধান প্রদেশ।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হিমপ্রধান স্থল সাইবিরিয়ার অন্তঃপাতী ওয়ার্খোজাংস্ক (Werkhojansk) নিকটবর্ত্তী প্রদেশে। সেখানে তাপমান যন্ত্র শূন্যের নিম্নে ৮১ ডিগ্রী দেখা গিয়াছে ও ৪০০ চারিশত পাদ নিম্নে জমি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেখানে বরফ রাশির গভীরতা ৪০০ চারিশত পাদ, তথায় যে কিরূপ শীতের প্রাদুর্ভাব, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ভূগোলবেত্তারা এই স্থানকেই পৃথিবীর কেন্দ্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এখনকার বরফ বা নীহাররাজী পৃথি-

বীর হিমানীযুগ (Glacial cpoch) হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে নতুবা ইহার গভীরতা কখন এত অধিক হইত না। ইতিপূর্ব্বে য়াকুতস্ক (Yakutsk) নামক একটী স্থানকে পৃথিবীর কেন্দ্র দেশ বলিয়া অনুমান করা হইত। এ স্থানটী ওয়ার্খোজাংস্ক হইতে দুই শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী, কিন্তু এখন শেষোক্ত স্থানটী হিমপ্রধানতম প্রদেশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ।

একখানি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে য়ুরোপীয় ও আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পীড়ার প্রাবল্যের প্রধান কারণ তাহাদিগের অনাবশ্যক পরিচ্ছদ। পরিচ্ছদ বা অঙ্গরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষা করা। ঋতুর পরিবর্ত্তনানুসারে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তনও একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তজ্জন্য শরীরকে পরিচ্ছদে বদ্ধ রাখিয়া অকর্ম্মণ্য হইতে দেওয়া উচিত নহে। স্বাস্থ্যই পরিচ্ছদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্য আনুসঙ্গিক। ভাল দেখাইবে বলিয়া কতকগুলি অনাবশ্যক বস্ত্র অঙ্গে জড়াইলে তজ্জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা দূরে থাকুক, শীঘ্র স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। সমস্ত শরীরব্যাপী তাপ সমভাবে রক্ষা করিলে স্বাস্থ্য রক্ষার কার্য্য হয়। যাঁহারা অভ্যাসবশতঃ সামান্য বস্ত্রদ্বারা দেহাবরণ করেন, তাঁহাদিগের হস্ত ও পদ অনাবৃত থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাঁহারা কটির ঊর্দ্ধ হইতে ১৬ বা ২০ বার ফের দিয়া পরিচ্ছদের দ্বারা শরীরকে স্তম্ভিত করিয়াথাকেন, বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু তাহাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, শরীরস্থ রক্তও শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হইতে পারে না। তাহার উপর হস্ত ও পদাগ্রভাগ হয় তো একবার মাত্র কেবল দস্তানা ও মোজা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সুতরাং শরীরের একদেশ অত্যন্ত তাপবিশিষ্ট ও অন্যদেশ শীতল হওয়াতে শীঘ্রই উৎকট পীড়া উপস্থিত হয়। অনেক বিলাতী রমণী পাঁচ সের সামগ্রী তুলিতে হয় তো কত কষ্টই অনুভব করেন, কিন্তু তাঁহারা আট দশ সের পরিচ্ছদের ভার বহন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। ক্ষীণাঙ্গ গুরুভারে ব্যথিত হইয়া থাকে, লজ্জা বা সভ্যতানুরোধে প্রকাশ করিবার যো নাই, কিন্তু প্রকৃতি তাহা সহ্য করিতে পারে না। ব্যথা বা পীড়া চাপিয়া রাখিলে চাপা থাকে না, বরঞ্চ অত্যাচার নিবন্ধন দ্বিগুণ কোপে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জন্যই ঐ সকল দেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে উৎকট উৎকট পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অনেকের পরিচ্ছদ কেবল কার্পাস, রেসম বা পশম নির্ম্মিত বস্ত্রের দ্বারা পর্য্যাপ্ত হয় না, তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কুৎসিতাঙ্গ গোপন করিয়া কাষ্ঠখণ্ড ও লৌহ নির্ম্মিত

কাচলি * ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্ষীণাঙ্গ সবল দেখাইবার জন্ত কাষ্ঠের পাঞ্জি ব্যবহার তাহাদিগের মধ্যে অবিরল নহে। এই সকল অস্বাভাবিক ভার ও চাপের দ্বারা মাংসপেশী ও শিরার ক্রিয়া সকল বদ্ধ হইয়া রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার প্রতিফলস্বরূপ পীড়াও অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আমাদের ইতর জন্তুদিগের মত ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রাবরণ পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইবার কারণ নাই বটে, কিন্তু প্রয়োজন মত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে শীতবস্ত্র বা শীতকালে গ্রীষ্মবাস ব্যবহার করিলে যে শরীর ক্লিষ্ট হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বৃথা সভ্যতার অনুরোধে অনাবশ্যক বা অপ্রচুর পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। যে সকল এতদ্দেশীয় নরনারী বাহ্য সভ্যতানুরোধে এবং ইংরাজানুকরণে বেশ ভূষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ এবং বামাবোধিনীর পূর্ব্বপ্রকাশিত "কৃত্রিম অঙ্গবিকৃতি" প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া সাবধান হইবেন।

মহাভারত।

মহাভারত মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা তাহার প্রতি সংশয় করেন। কেহ কেহ বলেন ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত যে এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, এরূপ প্রতীতি হয় না, উহা সময়ে সময়ে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। ফলে মনু ও ব্যাস নামে ভারতবর্ষে অনেক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন, এইরূপ ইউরোপের মধ্যে কোন কোন মহাত্মার নামে অনেকে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। বেদের বিভাগকর্ত্তা ও মহাভারতের রচয়িতার নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত কৃষ্ণ এবং দ্বীপে জন্মহেতু দ্বৈপায়ন নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারত অতিবৃহৎ ও অতি অদ্ভুত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অমৃতময় ফলে পরিপূর্ণ। এ সুধার একবার আস্বাদ পাইলে মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, রোগ শোক থাকে না। পূর্ণভাবে ভারত-রসে মন রসিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য বাস্তবিকই তিষ্ঠিতে পারে না। মহাভারত একলক্ষ শ্লোকে পূর্ণ এবং অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। মনোযোগপূর্ব্বক এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার, নীতি ধর্ম্ম ও বিষয় ব্যবহারের

* Steel ribbed corset.

অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অনেক স্থানে সুস্পষ্টরূপে অনেক প্রকার নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং কেবল নীতি উপদেশের উদ্দেশেই অনেক উপাখ্যানাদি বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানগুলি অতি মনোহর ও নানা শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া রচিত ও বেদ চতুষ্টয়ের অনুগত। ইহাতে আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে। এই গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নীতি সকল সঙ্কলন করিয়া এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রশংসনীয় নীতি শাস্ত্রসকল রচনা দ্বারা জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের অনেক কবিও ইহার অনেক মনোহর আখ্যান অবলম্বন করিয়া অনুপম কাব্য নাটকাদি রচনা করিয়া জনগণের চিত্ত বিনোদন সাধন করিয়াছেন। বাস্তবিক ভারতের অন্তর্গত অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে ভারতবর্ষীয় লোকে অনেক প্রকার নীতিজ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থে প্রায় মনুষ্যের সকল প্রকার অবস্থাই বর্ণিত আছে, সুতরাং ইহা হইতে সকল অবস্থার অনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লোকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। *

মহাভারতের দুই জন টীকাকার, নীলকণ্ঠ ও অর্জ্জুন মিশ্র, তন্মধ্যে অর্জ্জুন মিশ্র অপেক্ষা পণ্ডিতেরা নীলকণ্ঠকে অধিক প্রামাণ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অর্জ্জুন মিশ্রও একজন উত্তম টীকাকার।

মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ সবিস্তর বর্ণিত আছে। যে স্থানে যুদ্ধ হয়, তাহা অদ্যাপি কুরুক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, উহা আধুনিক দিল্লী হইতে বড় অধিক দূর নহে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত রাজগণ সাম্রাজ্য করেন, তাঁহারা নানাবিধ বংশে বিভক্ত; যথা,—সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, বৃষ্টিবংশ, ভোজবংশ, গঙ্গাবংশ, ও গজপতিবংশ ইত্যাদি। যদিও ঐ সকল বংশের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে, তথাপি হিন্দুস্থানে অনেক লোক সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

চন্দ্রবংশে কুরু ও পুরু নামে দুইজন রাজা জন্মিয়াছিলেন, একারণ দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরাদি কুরুবংশাবতংশ ভূপালাবলি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা দুষ্মন্ত পুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার বিবরণ কবি কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে লিখিয়াছেন। কুরুবংশে বিচিত্রবীর্য্য ও

* মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" পূর্ব্বে দেবতারা একত্র সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের এক দিকে চারিবেদ ও অন্যদিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণ কালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদ চতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারত্বগুণে অধিক হইল, তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

চিত্রাঙ্গদ নামে দুই জন রাজকুমার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে তাহাদিগের দুই বিধবা অঙ্গনা রহিল। ভগবান্ সত্যবতীনন্দন মাতৃ আজ্ঞা অনুসারে তাহাদের গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজা হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি বাল্যকালাবধি অতিশয় বিদ্বেষ করিত। কুমারদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সুতরাং তিনিই অধীশ্বর রাজা হন। যুধিষ্ঠির ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন এককালে হিংসায় অধৈর্য্যতাপ্রযুক্ত অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিবিধ অপকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সুশীল ও ধার্ম্মিক হইলেও দ্যূতক্রীড়ায় অনুরাগী ছিলেন, দুর্য্যোধন তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে তাহাতেই প্রবৃত্ত করাইল। যুধিষ্ঠির তাহাতে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত বনে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রবংশীয় ভূপালাবলি দ্বাপরযুগে সাম্রাজ্য করেন, তৎকালের সহিত এই সময়ের তুলনা করিতে হইলে কি বিপর্য্যয় বোধ হয়। মহর্ষি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে শান্তনু রাজা সত্যবতীকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে বাদরায়ণ ভ্রাতৃবধূর গর্ব্ভে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিলেন, আবার পাণ্ডুরাজা ব্রহ্মশাপে স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত, এই হেতু ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, ও অশ্বিনীকুমার দ্বারা পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। ইতিপূর্ব্বে শান্তনু রাজার ঔরসে ভগবতী ভাগীরথীর গর্ব্ভে ভীষ্মদেবের জন্ম হয়। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অধুনা কৌতূহলের ব্যাপার হইয়াছে।

পাণ্ডবেরা অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন ও সুচারুনিষ্কলঙ্কচরিত্র এই জন্য দেবপুত্র বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। রোমদেশের আদি রাজা রোমুলশ ও তাঁহার ভ্রাতা রিমস উভয়েই পাণ্ডবদিগের ন্যায় দেবপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ট্রয় দেশের মহাবীর ইনিএস্ ভীষ্মদেবের ন্যায় মনুষ্যের ঔরসে দেবীগর্ব্ভে সম্ভূত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, মহাকবি বর্জ্জিল সুচারু কবিতায় তাঁহার কীর্ত্তি বর্ণন করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির সপরিবারে দ্বাদশ বৎসর বনে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া পরিশেষে এক বৎসর বিরাট রাজার গৃহে অবস্থিতি করেন। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের স্বর্গে গমন ও বাণ শিক্ষাদি সম্পন্ন হয়। যুধিষ্ঠির নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়া অচল ধর্ম্মপ্রভাবে ও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় উদ্ধার পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের মাতুল পুত্র ও সখা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সমবয়স্ক বলিয়া তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের অতিশয় প্রণয় ছিল। অর্জ্জুন ও উদ্ধব নামে একজন যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের

আকারগত সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য ছিল। পুরাণে বর্ণিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদ চিহ্ন থাকাতে লোকে তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিত। উদ্ধব যৎকালে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তৎকালে গোপীরা তাঁহাকে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ বোধ করে। ইলিএড কাব্যে বর্ণন আছে, একিলিসের সহিত পেট্রোক্লসের আকারগত সৌসাদৃশ্য ছিল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরম বন্ধু ছিলেন, কবিদের এই বিচিত্র বর্ণন পাঠকালে চিত্তে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়!

ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তদনন্তর রাজ্য বিভাগের বিষয় আন্দোলন হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন পূর্ব্বাবধি মনে করিয়াছিলেন যে, কিছুই দিবেন না, অধুনা তদ্বিষয়ে একবারে কৃতসংকল্প হইলেন। বহু বিতণ্ডার পর শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি পঞ্চ পাণ্ডবকে পঞ্চগ্রাম মাত্র প্রদান পূর্ব্বক অখণ্ড মেদিনী মণ্ডল ভোগ করুন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যুদ্ধ ব্যতিরেকে সূচ্যগ্র পরিমিত মৃত্তিকাও প্রদান করিব না।" শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ শান্ত, কর্ম্মদক্ষ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ অথচ লোকাতীত লাবণ্যবিশিষ্ট ছিলেন। তৎকালে সকল লোকেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত, কেবল রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতেন না। অনেকেই বলিলেন, মহারাজ আপনি এ বিষয়ে কেশবের অনুরোধ রক্ষা করুন, কিন্তু তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্য করিলেন না। পরিশেষে সুতরাং যুদ্ধই স্থির হইল। একদিকে দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যোদ্ধৃবর্গ সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হইলেন, অন্যদিকে পঞ্চপাণ্ডব ও অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ রণসজ্জা করিতে লাগিলেন। এই কালে রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে কহিয়াছিলেন, হে পিতামহ! আপনার সমীপে দুর্য্যোধন ও আমি উভয়ে নির্ব্বিশেষ। আপনি কি নিমিত্ত আমাকে পরিহার পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিলেন? তাহাতে ভীষ্ম কহিলেন,

অর্থস্য পুরুষো দাসো,
দাসোঽস্ত্যর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ,
বদ্ধস্বর্থেন কৌরবৈঃ॥

"পুরুষ অর্থের দাস নিশ্চয় জানিবে, অর্থ কখন কাহার দাস হয় না, ইহা অতি যথার্থ বচন মহারাজ, আমি অর্থের কারণ কৌরবের বাধ্য।" যুধিষ্ঠির শল্য ভীম, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন ও কর্ণ পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দুর্য্যোধন রণে কাতর হইয়া জলস্তম্ভবিদ্যা প্রভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত হইলেন। ভীম জানিতেন দুর্য্যোধন অভিমানী। সে

তিরস্কার শ্রবণ করিলে কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। অবশ্যই জল হইতে উঠিয়া আসিবে। ইহা বিবেচনা করিয়া হ্রদের নিকটে উপস্থিত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন। ভীম বাক্য দুর্য্যোধনের সহ্য না হওয়াতে তিনি জল হইতে উঠিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, এবং সেই যুদ্ধেই উরু-ভঙ্গ হইয়া গতাসু হন। নীতিজ্ঞেরা কহেন, লোকে এরূপ স্থলে অপমান সহিষ্ণু হইবে। দুর্য্যোধন অপমান সহ্য করিতে পারিলে কখনই প্রাণ হারাই-তেন না।

রাজা দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভিন্ন অন্য সমুদায় অঙ্গ অভেদ্য ছিল, তিনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যে অনাদর পূর্ব্বক শকু-নির পরামর্শে বীরধড়া পরিধান পূর্ব্বক গান্ধারীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে উরুদেশ তাঁহার জননীর দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ভীমমূর্ত্তি ভীম কুরুপতির সেই উরুভঙ্গ করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করিল। ঐ মত এ কিলিসের গুল্‌ফ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার জননী জলমগ্ন করাতে ঐ অংশ ভিন্ন সমুদায় শরীর অভেদ্য ছিল। বিপক্ষ কর্ত্তৃক সেই স্থানে শরাহত হইয়া তিনিও গতপ্রাণ হন। উরুভঙ্গ হইয়া যৎকালে রাজা দুর্য্যোধন শিবিরে অব-স্থান করিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চকুমারকে হত্যা করিয়া অর্জ্জুন হস্তে পতিত হন, অর্জ্জুন তাঁহাকে নিশ্চয় যমালয়ে প্রেরণ করিতেন, কেবল দ্রৌপদীর অসামান্য কারুণ্য ও সৌজন্য জন্য অধন্য ব্রহ্মবন্ধু প্রাণ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

যুদ্ধকালে তৃতীয় পাণ্ডব বীর ধনঞ্জয় আত্মীয় স্বজনগণকে রণস্থলে উপস্থিত দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া অস্ত্র পরিহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে গীতাস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রধান পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিলেন। ঐ গ্রন্থ ভগবদ্গীতা বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উহা অষ্টাদশাধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে আত্মতত্ত্ব কথিত আছে, তন্নিমিত্ত উহা অধ্যাত্মতত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই জগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে তন্মধ্যে আত্মতত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ ইহাদ্বারা আমাদের ইহপরকালের কল্যাণ লাভ হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির সিংহাসন লাভ করিয়া চারি ভ্রাতার সহিত বহুদিন রাজত্ব করেন এবং বহু ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞও সম্পন্ন করেন। পরে তাঁহারা অভিমান্যু পুত্র পরীক্ষিতকে রাজ্য ভার দিয়া মহাপ্রস্থান করেন। কথিত আছে হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে দ্রৌপদী সহিত পঞ্চভ্রাতা পদব্রজে চলিয়া যান। একে একে সকলের মৃত্যু হয়, কেবল যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন।

বাঙ্গালা প্রবচন।

ব (শেষ)

১। বেকারের বেগারও লাভ।
২। বেগম চেনেন না বেগুণ।
৩। বেগারের পুণ্য গঙ্গাস্নান।
৪। বেঙের আড়াই হাতা।
৫। বেগুণ গাছে আঁক্‌শী।
৬। বেগুণ বাড়ী*।
৭। বেঙের আধুলি।
৮। বেঙের নাকে মিনের নোলক।
৯। বেঙের মাথায় সোনার ছাতি।
১০। বেঁচে থাক্ মোর চূড়া বাঁশী,
মিল্‌বে রাধা হেন কত দাসী।
১১। বেটা মদ খায়, মা ডাইন।
১২। বেটী যেন সজিনার খাড়া,
রোদ লেগেছে ছায়ায় দাঁড়া।
১৩। বেড়া আগুণ।
১৪। বেড়া নেড়ে গেরস্তের মন বুঝা।
১৫। বেঁড়েকে চোমরা বল্লে লেজ ফুলায়।
১৬। বেঁড়ে গোরুর ওকৃড়া বনে ভয় কি?
১৭। বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব লুণ।
১৮। বেদের বাজী।
১৯। বেঁধে মারে, সয় ভাল।
২০। বেয়ানে বাদল বাদল নয়,
মায় ঝির কোন্দল কোন্দল নয়।
২১। বেয়ানের পো নিয়ে তিন পো।
২২। বেল পাক্‌লে কাকের কি?
২৩। বেল্লিকের নিমন্ত্রণ,
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
২৩½। বেহায়ার বালাই নাই।
২৪। বৈদ্যনাথের ষাঁড়।
২৫। বৈরাগীর রাগ টুকু আছে,
সুখ টুকুও আছে।
২৬। বৈশাখে নরবানরাঃ।
২৭। বৈষ্ণব হইতে বড় হয়েছিল সাধ,
তৃণাদপি শুনে মনে লেগেগেছে বাদ
২৮। বৈষ্ণবের করঙ্গে ভোজন।
২৯। বোঁচা কান, চুলদে ঢাকা।
৩০। বোঝার উপর শাকের আটি।
৩১। বোড়ায় বিষ।
৩২। বোবার স্বপ্ন দেখা।
৩৩। বোবার শত্রু নাই।
৩৪। বৌ না বোবা, বৌ না বাবা।
৩৫। বংশের তিলক।
৩৬। ব্যথার ব্যথী।
৩৭। ব্রজের ভাব।
৩৮। ব্রণ চুল্‌কে ঘা করা।
৩৯। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।
৪০। ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে,
হাতী আর বিড়ালে।
৪১। ব্রাহ্মণের গোরু, খাবে অল্প,
দুধ দিবে অধিক।

* নিত্য কিছু কিছু পাওয়া যায়।

গ্রেস্ ডার্লিং।

এদেশে স্ত্রীদিগের লজ্জাবতীত্বের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। লজ্জা, স্ত্রীদিগের রূপ। লজ্জা, স্ত্রীদিগের ভূষণ। যে নারী লজ্জাহীনা, তাহার অধঃপতন সন্নিকট। এই প্রতিষ্ঠা নিবন্ধন এ দেশের স্ত্রীরা ঐ লজ্জা গুণ প্রধানরূপে ধারণ করেন। কিন্তু উহা স্ত্রী জাতির স্বাভাবিক ও সহজ ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আমি উহার সমধিক প্রশংসা করি না। তবে যদি তাঁহারা নিম্নোল্লিখিত ডার্লিংএর কন্যা গ্রেসের ন্যায় কীর্ত্তিমতী অথচ লজ্জাবতী হয়েন, তবে তাঁহাদের লজ্জাবতীত্ব যথার্থ প্রশংসাযোগ্য হয়।

ইংলণ্ডের একটী প্রদেশের নাম নর্থম্বরলণ্ড। উহা সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী। নর্থম্বরলণ্ডের অনতিদূরে কতকগুলি দ্বীপ আছে। তাহাদিগকে ফারন্ দ্বীপপুঞ্জ বলে। জোয়ারের সময় ফারন্ দ্বীপ সমূহের মধ্য দিয়া সমুদ্রের জল অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। ঐ দ্বীপ গুলি বৃক্ষাদি বিবর্জ্জিত, রুক্ষ ও প্রস্তরময়, কোন কোন স্থানকে লৌহময় বলিলেও বলা যায়। সৃষ্টিকালাবধি ঝটিকাদিজনিত তরঙ্গাঘাতে তাহার সকল অংশ ক্ষত বিক্ষত এবং কোন কোন স্থান সূচ্যগ্রবৎ হইয়া রহিয়াছে। এমন স্থলে সমুদ্রযানের যাতায়াত যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। বস্তুতঃ ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পড়িয়া কত জাহাজই ভগ্ন ও জল-মগ্ন হইয়াছে! ১৮৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই স্থানে ফরফারশিয়র নামক এক জাহাজ মারা পড়িয়াছিল।

সমুদ্রবাহী পথিকদিগকে পথ প্রদর্শন ও সতর্ক করিবার নিমিত্ত উপকূল ভাগের কোন উচ্চ ভূমির উপর এক উচ্চ স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মিত হয়। সেই স্তম্ভোপরি রাত্রি কালে দীপ প্রজ্বলিত থাকে। উহাকে আলোক গৃহ বা বাতী ঘর বলে। উল্লিখিত ফারণ দ্বীপ পুঞ্জের মধ্যে লংষ্টোন নামক দ্বীপে ঐ রূপ একটী বাতী ঘর ছিল। সেই গৃহে ডার্লিংনামা এক ব্যক্তি পরিরক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নী ও কন্যার সহিত সেই গৃহে অবস্থান করিতেন। যে স্থলে ফরফারশিয়র জাহাজ মারা পড়ে, সেই স্থানে ঐ বাতী ঘর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর।

৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে ডার্লিং এবং তাঁহার পত্নী ও কন্যা আলোক্-গৃহের স্তম্ভোপরি উঠিয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন, কিয়ৎ দূরে একটী জাহাজ জলমগ্ন হইতেছে। জাহাজের অধিকাংশ মগ্ন হইয়াছে, যে অংশটুকু জাগিয়া আছে, তথায় কতক গুলি লোক

একত্রিত হইয়া সকাতরে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করিতেছে। বায়ু-তাড়িত সমুদ্রের তরঙ্গ অতি ভীষণ বেগে উল্লম্ফন করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ বিপন্ন হতাশ ব্যক্তিগণের মনে হইতেছে, এই মরিলাম। জাহাজের আর যে সকল লোক ডুবিয়া বা ভাসিয়া গিয়াছে, তাহাদের তো কথাই নাই; যাহারা এখনো সমুদ্রের কুক্ষিগত হয় নাই, তাহাদিগকে কিরূপে উদ্ধার করা যায়, এই চিন্তা আলোক গৃহস্থিত ডার্লিং পরিবারের মনে উদিত হইল। কিন্তু সে স্থান পর্য্যন্ত গমন করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহার কিছু দিন পরে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন কার্য্যের জন্য এক ধীবরকে ৫০৲ টাকা দিয়াও ঐ স্থানে পাঠাইতে পারেন নাই। কিন্তু তখন সে স্থানে না গেলে ঐ হতভাগ্যদিগের বাঁচাইবার আর কোন প্রকার উপায় নাই। ডার্লিংএর দয়ার্দ্রা কন্যা উহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন এবং পিতার সহিত স্বয়ং যাইতে উদ্যত হইলেন।

এই বিপদ্জনক কার্য্যে প্রথমতঃ ডার্লিংএর প্রবৃত্তি হয় নাই, পরে তিনি কন্যার অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইয়া নৌকারোহণ করিলেন। তাঁহার কন্যা গ্রেসও সঙ্গে চলিলেন। গ্রেস দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি আর কখন দাঁড় ধরেন নাই। দয়ার অনুরোধে এই দাঁড় বহন কার্য্যে তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ভাঁটা হইয়াছিল। অতএব নৌকা সুবিধা মত চলিল। কিন্তু ভগ্ন জাহাজের নিকট উপনীত হইলে তথাকার উত্তাল তরঙ্গোপরি নৌকা রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এই সময়ে ডার্লিং বিষম সঙ্কট ভাবিতে লাগিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসাও সঙ্কট, যেহেতু তখন জোয়ার হইতেছে। কিন্তু ইঁহারা যে কএক জনকে ঐ মগ্নপ্রায় জাহাজ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেন, তাহারা সকলে দাঁড় ধরাতে নৌকা স্ববশে রক্ষিত ও আলোক-গৃহাভিমুখে চালিত হইতে লাগিল।

এই রূপে ঐ বিপন্ন লোকদিগের উদ্ধার হইল। যে কএক দিন তাহারা আলোক গৃহে ছিল, সে কএক দিন গ্রেস্ ডার্লিং আপনার শয্যা তাহাদিগকে দিয়া নিজে টেবিলের উপর শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদের সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন।

গ্রেস্ ডার্লিংএর এই কীর্ত্তি ইউরোপময় প্রচারিত হইল। মহৎ লোকেরাই মহতের মর্য্যাদা জানে। ইংলণ্ডের লোকেরা এই কার্য্য নিবন্ধন গ্রেসের যেরূপ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। ছোট বড় সকল প্রকার লোকমধ্যে ও সভাতে তাঁহার যশ ঘোষিত হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট ধন্যবাদ ও অভিনন্দন পত্র উপস্থিত হইল।

নর্থম্বরলণ্ডের ডিউক ও তাঁহার পত্নী আলনউইক নামক দুর্গে গ্রেস্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি সুবর্ণ ঘড়ি উপ-ঢৌকন দ্বারা তাহার অভিনন্দন করি-লেন। সাধারণ লোকেরা কতক টাকা চাঁদা তুলিয়া তাঁহার অদ্ভুত সাহস ও দয়ার পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কত লোকে তাঁহার ছবি তুলিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। কোন কোন নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা প্রভূত অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে এই প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আপনি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত আমা-দের এক নাটকের দাঁড়বাহনরূপ অভিনয়াংশ টুকু সম্পাদন করুন্। গ্রেস্ তাহাতে সম্মত হইলে তাঁহার নামে বোধ হয় সে দিন অসংখ্য লোক অভিনয় দর্শনে সমবেত হইত।

পরন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে গ্রেস্ এই শেষোক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে এত যে প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইল,—এত যে প্রতিষ্ঠাপত্র ও অর্থ রাশি তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র গর্ব্বিত হইলেন না। বরং তিনি এই সকল সম্মান আশ্চর্য্য ভাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অর্থ সম্বন্ধীয় অবস্থা ভাল হইল। কিন্তু তথাপি তিনি ঐ আলোক গৃহ ত্যাগ করিলেন না। তথায় তিনি যে সকল সামান্য পারিবারিক কার্য্য করিতেন, তজ্জনিত বিশুদ্ধ সুখ তাঁহার সমৃদ্ধিমন্ত লোকপূর্ণ নগর বাসের সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইল।

মহামতি গ্রেস্ আপনাকে সামান্য নারী জ্ঞান করিতেন। তাঁহার নারী-জনসুলভ লজ্জারও কিছু ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে কত লোক তাঁহাকে দেখিতে চায়। কিন্তু তিনি লোক সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালেই থাকিতে ভাল বাসি-তেন। উইলিয়ম হাউইট্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রথমতঃ তাঁহার দর্শন পান নাই। তাঁহার পিতা বলিলেন, গ্রেস্ সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড় অনিচ্ছুক। শেষে হাউইটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিয়াছেন, গ্রেস্ ডার্লিংএর মুখা-বয়বে কিছু অসাধারণতার লক্ষণ ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ দয়া, সাধুতা ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ ছিল।

১৮১৫ খৃঃ অব্দে গ্রেসের জন্ম হয়। ১৮৪২ অব্দের ২০এ অক্টোবর অবিবাহিত অবস্থাতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

জৃম্ভণ (হাইতোলা)।

অনেকের সংস্কার যে হাইতোলা একটী রোগ বা কদভ্যাস। দশজন ভদ্রলোকের মাঝে বসিয়া হাই তুলিলে অশিষ্টাচার বলিয়া জৃম্ভণকারীকে

অপ্রতিভ হইতে হয় এবং চারিদিক্ হইতে হাততুড়ি পড়িয়া যায়। যিনি হাই তোলেন, তিনিও তিনটী তুড়ি দিয়া থাকেন। দুগ্ধপোষ্য সন্তান হাই তুলিলে মাতা আগ্রহ সহকারে "ষাট্ ষাট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিনবার তাহার মুখ ও নাসাগ্র স্পর্শন করেন। বাস্তবিক হাঁচি যেমন অশুভ লক্ষণ—হাই তদ্রূপ না হইলেও শুভ বলিয়া গৃহীত হয় না। অলস, অমনোযোগী ও কোন কোন স্থলে উত্ত্যক্তকারী বলিয়া জৃম্ভণকারী অভিযুক্ত হইয়া থাকেন। বাস্তবিকই জৃম্ভণকারীর অবস্থা দেখিতে ভাল নহে। সমস্ত শরীর বিস্ফারিত করিয়া হস্তদ্বয় প্রসারণ ও যতদূর সম্ভব বদন ব্যাদন দর্শনে দর্শকের মনে একপ্রকার বিভৎস ভাবের উদয় হয়। জৃম্ভণকারী নিজেও শশব্যস্ত হইয়া হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। জৃম্ভণের এই সকল বাহ্যদোষ সত্ত্বেও ইহা আমাদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে পরমোপকারী। এই রহস্য বোধ হয় অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইলে জৃম্ভণ স্বতঃ উত্থিত হইয়া আমাদিগের দেহযন্ত্রের আশু সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপন্নতা করে। একমাত্র নিদ্রাই দেহের সংস্কারক ও শ্রান্তিহারক। এই নিদ্রা স্বত উত্থিত জৃম্ভণের অনুগামী। অন্যে জৃম্ভণকারীকে যেরূপই দেখুন না কেন, তিনি নিজে জৃম্ভণ সময়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার মৌখিক মাংসপেশী ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল সঞ্চালিত হইয়া স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যে সকল মাংসপেশী দ্বারা নিম্ন চোয়ালের গতিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং যে সকল ধমনী ও শিরা শ্বাস-যন্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন করে, সেই সকল মাংসপেশী ও শিরা, একমাত্র জৃম্ভণ দ্বারাই সঞ্চালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। এই সকল মহোপকারী মাংসপেশী ও শিরা আর কোন ব্যায়ামেই সম্বর্দ্ধিত হয় না। বিস্তৃত জৃম্ভণে সমস্ত শরীরই সঞ্চালিত হইয়া থাকে—বাহুদ্বয় বিশেষরূপে উত্থিত ও বিস্তৃত হইয়া রক্ত সঞ্চালনের বিশেষ সুবিধা করে। এই সময়ে দীর্ঘ শ্বাসগ্রহণজনিত, বক্ষস্থলও ক্ষণকাল বিস্ফারিত হয়, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত কর্ণদ্বয় ঈষদুত্থিত, এবং নাসারন্ধ্র বিস্তারিত হইয়া থাকে। মুখমধ্যস্থিত জিহ্বাবর্ত্তুলও অর্দ্ধগোলাকার ধারণ করে এবং তালু কঠিন ও প্রসারিত হয়, এবং আল-জিহ্বাও প্রসারিত হইয়া কর্ণ ও নাসিকার সন্ধিস্থান সম্পূর্ণ রোধ করিয়া থাকে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের প্রারম্ভেই কর্ণমূলে একপ্রকার শব্দ শ্রুত হয়; শ্রবণেন্দ্রিয়ের শিরা সকল যে জৃম্ভণ দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। গভীর জৃম্ভণ এক হইতে দেড় সেকেণ্ড ব্যাপী। এতদ্দ্বারা সমস্ত মাংসপেশী ও শিরা সঞ্চালিত হয়।

বিশেষতঃ যে সকল শিরা ইচ্ছায়ত্ত নহে, তাহারা কেবল জৃম্ভণ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। হাই তুলিবার সময় শরীরের বিস্ফারণ জন্য বাহিরের অন্য কোন শব্দ শ্রুত হয় না। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া জৃম্ভণ দ্বারা সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হয়, এই জন্য প্রসিদ্ধ চিকিৎসক নেজেলী(Dr Naegeli) হৃদ্রোগীদিগকে পুনঃপুনঃ জৃম্ভণ করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে হৃদ্রোগ, নাসাবদ্ধ, তালুজ্বালা, ক্ষত, কর্ণমূল ব্যথা প্রভৃতি অনেক উৎকট রোগ জৃম্ভণ দ্বারা আরোগ্য হয়। তাঁহার ব্যবস্থা দিবসের মধ্যে যতবার সম্ভব হাই তুলিবে। এককালে ছয়বার হইতে দশবার পর্য্যন্ত দীর্ঘজৃম্ভণ করিয়া ইহার অব্যবহিত পরেই কিছু খাদ্য গিলিয়া খাইবে। অল্প দিন এরূপ অভ্যাস করিলে আশাতীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বলা বাহুল্য যে এই ব্যবস্থার অনুসরণে কিছুমাত্র আয়াস নাই, হয় ত অনেক পাঠক পাঠিকা এই প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতেই বহুবার হাই তুলিবেন।

পানামার খাল ও রেলওয়ে।

পাঠিকারা ভূগোলে পড়িয়াছেন, পানামা একটী যোজক। ইহা দক্ষিণ আমেরিকাকে উত্তর আমেরিকার সহিত যোগ করিয়াছে। ইহা পর্ব্বতময়, আণ্ডিস পর্ব্বত শ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া উত্তর আমেরিকা ব্যাপিয়া বিস্তারিত রহিয়াছে। পর্ব্বতের একদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও অপর দিকে আট্‌লান্টিক মহার্ণব। গত ৮।১০ বৎসর এই পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া খাল খনন ও রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া উভয় মহাসমুদ্রের মধ্যে যোগ স্থাপন করিবার প্রয়াস হইতেছে। এতদর্থে অনেক অর্থ ও কৌশল ব্যয়িত হইয়াছে, তবুও অদ্যাপি ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। একে পর্ব্বতময় বন্ধুর দেশ, তাহাতে একদিকের সিন্ধুতল অপর দিকের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ইঞ্জিনিয়ারগণ পূর্ব্বে ইহা জানিতে পারেন নাই। প্রশান্ত মহাসমুদ্র হইতে আট্‌লান্টিক উপকূল অনেক উচ্চ। যদি গভীর খাদ কাটিয়া কোন প্রকারে (ইহা কত দূর সম্ভব বলা যায় না।) খাল দ্বারা যোগ সাধন হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য হইবে। জলপ্রপাতের ন্যায় একটানে পর্ব্বতের উপর দিয়া আট্‌লান্টিকের জল প্রশান্ত মহার্ণবে পড়িবে, তাহাতে কোন বাষ্পপোত বা অর্ণবপোতে যাতায়াত করা দূরে থাকুক, কালে পর্ব্বত ভিন্ন হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে ইহা বিশেষ রূপে বিবেচিত হইয়া অতি আশ্চর্য্য কৌশলে খাল খনন হইতেছে। পার্ব্বতীয় নদী-স্রোত সাহায্যে উভয় দিকে সম্ভবতঃ দূরে দূরে বিস্তীর্ণ হ্রদ সকল খনন করা হইতেছে। সমস্ত হ্রদগুলি কপাটীয় কল

দ্বারা বন্ধ ও মুক্ত হইয়া থাকে। পোত সকল প্রবাহ বেগে উঠিবে ও নামিবে। খালের উপর দিকেই প্রস্তরের দৃঢ় প্রাকার, সুতরাং জলস্রোত স্বতঃ অন্য দিকে যাইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার গভীরতা ও পরিসর এরূপ যে দুইখানি অর্ণবপোত অনায়াসে যুগপৎ যতায়াত করিতে পারে। পর্ব্বতের প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ঢালুর দিকে পাঁচটী ও আটলাণ্টিকের ঢালুতে নয়টী এরূপ হ্রদ ও কপাটীয় কল নির্ম্মিত হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার রেলপথই অতি আশ্চর্য্য। একে পর্ব্বতের উপর রেল, তাহাতে আবার এরূপে খালের প্রতিযোগী। ইহা দুইবার খালের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। প্রথমে আটলাণ্টিক যাইতে একটী সুদূর প্রসারিত লৌহসেতু দ্বারা রেলপথ খাল অতিক্রম করিতেছে, পরে প্রশান্তমহাসাগরের ঢালুতে সুড়ঙ্গদ্বারা খালের তলদেশ দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে। এখানে অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলও অত্যাশ্চর্য্য। অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপর খাল দিয়া সমুদ্রপোত পাইল তুলিয়া প্রধাবিত হইতেছে; এবং খালের নিম্নে সুড়ঙ্গ দিয়া রেলের গাড়ী বিদ্যুৎ বেগে দৌড়িতেছে, পাহাড়ের উপর জাহাজ। জাহাজের নীচে রেলের গাড়ী! এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার পূর্ব্বে চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস হইত কিনা বলা যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানের কল্যাণে ইহা প্রগাঢ় সত্য।

বীরাঙ্গনা।

লীনা বা সিংহী।

দয়া রমণীহৃদয়ের প্রধান অলঙ্কার। কিন্তু তথাপি যে সকল সদ্‌গুণ পুরুষোচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেগুলিও বীরাঙ্গনা-হৃদয়ে নিতান্ত বিরল নহে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, অসীম সাহসিকতা, কর্ত্তব্য সাধনের জন্য অকুতোভয়তা একল সদ্‌গুণেরও ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বীরাঙ্গনাগণ জগতে অচল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে গ্রীস নামে একটি ক্ষুদ্র দেশ আছে। পুরাকালে তথাকার অধিবাসিগণ সভ্যতার জন্য বড়ই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি গ্রীকগণ যেমন দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পনৈপুণ্যে, তেমনই বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগিতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের জন্মভূমি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও ইহা এক রাজার শাসনাধীন ছিল না। ইহা কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং তন্মধ্যে এথেন্স সর্ব্বপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এথেনিয়েরা

অর্থাৎ এথেন্সের অধিবাসিগণ, বড় স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন। অতি পুরাকাল হইতে তাঁহারা কোন রাজার শাসনাধীনে না থাকিয়া আপনাদের শাসন কার্য্য আপনারাই নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু কালক্রমে পিজিসট্রেটস্ নামক তাঁহাদের কোন ক্ষমতাশালী স্বদেশবাসী একাধিপত্য লাভ করিয়া রাজার ন্যায় এথেনস্ শাসন করিতে লাগিলেন এবং মৃত্যুকালে হিপিয়াস্ ও হিপার্কস্ নামক তরুণবয়স্ক পুত্র দ্বয়ের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিয়া গেলেন। পিজিসট্রেটস্ সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেও অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার শাসন এথিনীয়দিগের পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্রদ্বয়ে পিতার কোন গুণই ছিল না। ইহাদের অত্যাচারে স্বাধীনতা-প্রিয় এথেনীয়গণ অল্প দিনের মধ্যেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের বিনাশের জন্য অচিরে অতিগোপনে একটি ষড়্‌যন্ত্র হইতে লাগিল। এই সংস্রবে একটি এথেনীয় রমণী যে অলৌকিক সাহসিকতা ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি।

তৎকালে লীনা নাম্নী এক সমৃদ্ধিশালিনী রমণী এথেন্সে বাস করিতেন। গ্রীক ভাষায় "লীনা" শব্দের অর্থ সিংহী। এই রমণীর নাম ও প্রকৃতি উভয়েই সিংহী সদৃশী ছিলেন। স্বদেশের দুর্গতি দেখিয়া সিংহবিক্রমা লীনার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। অত্যাচারী হিপিয়াস্ ও হিপার্কসের বিনাশের জন্য যাঁহারা ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন, তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। শুধু যোগদান করিলেন না—তিনি তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া তথায় নিত্য তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি অবশ্য বিলক্ষণ জানিতেন যে তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভয়ানক বিপদ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সে ভয়ে বীরাঙ্গনার হৃদয় টলিল না। টলিবে কেন? কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের জন্য যাঁহাদের হৃদয় উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহারা মৃত্যুভয়ে কি যন্ত্রণাভয়ে কখনও কি ভীত হন? যাঁহারা মৃত্যুকে উপহাস করিয়া বলিতে পারেন:—

"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নহে আমার হৃদয়।"

তাঁহাদের মনে ভীতি সঞ্চার করিতে পারে, সংসারে এমন কিছু আছে কি?

স্বদেশের উদ্ধারের জন্য লীনা স্বগৃহে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একথা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। হিপিয়াস্ ও হিপার্কস্ জানিতে পারিলেন যে তাঁহাদের বিনাশের জন্য ষড়্‌যন্ত্র হইতেছে, এবং লীনা সে ষড়্‌যন্ত্রের মূল। এই সমাচার পাইবামাত্র তাঁহারা লীনাকে কারারুদ্ধ করিলেন। লীনার অবশ্য যথোচিত শাস্তি হইবে, কিন্তু

হিপিয়াস্ ও হিপিয়ার্কসের বৈরনির্যাতনাভিলাষ শুধু তাহাতেই কি পরিতৃপ্ত হইবে? লীনা একা অপরাধী ছিলেন না। তাঁহার সহিত অপরাপর ব্যক্তিগণ সম্মিলিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কে, তাহা অত্যাচারিদ্বয় জানিতেন না, সুতরাং লীনার মুখ হইতে তাঁহাদের নাম বহির্গত হওয়া চাই। লীনা কি তাঁহাদের নাম স্বীকার করিবেন? যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার গৃহে আহুত হইয়া মন্ত্রণা করিতেন, তাঁহাদিগকে কি তিনি বিপন্ন করিবেন? তাঁহার ত মরণ নিশ্চয়, কিন্তু যাঁহারা চাই কি রক্ষা পাইতে পারেন তাঁহাদের কি তিনি সর্ব্বনাশ করিবেন? ইহা কি বন্ধুর কার্য্য? ইহা কি অতি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা নহে? লীনা সংকল্প করিলেন যে তিনি কখনই তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিবেন না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই অসহায়া রমণীর উপর যৎপরোনাস্তি নির্যাতন হইতে লাগিল। সে শাস্তি এমন ভয়ানক যে তাহার তুলনায় মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। রমণীর কোমল প্রাণ সে ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে কি? লীনা যতক্ষণ পারিলেন নীরবে তাহা সহ্য করিলেন, কিন্তু শেষে দেখিলেন যে আর কিছুতেই সহ্য হয় না। তখন উপায় কি? সঙ্গীদিগের নাম বলিয়া দিয়া যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন কি? লীনার মনে বড় ভয় হইতে লাগিল যে পাছে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাহাদের নাম বলিয়া ফেলেন। তৎকালে মনে মনে তিনি এই কামনা করিতে লাগিলেন যে কেহ আসিয়া তাঁহার জিহ্বা দ্বিখণ্ড করিয়া দিক্, কারণ তাহা হইলে তিনি আর সঙ্গীদিগের নামোচ্চারণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু কে এমন বন্ধুর কাজ করিবে? কে তাঁহার জিহ্বা কাটিয়া দিয়া বিশ্বাসঘাতকতারূপ মহাকলঙ্ক হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? এইবার লীনা আপনার হৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি এমন সজোরে নিজের দন্তের দ্বারা নিজের জিহ্বা চাপিয়া ধরিলেন যে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা দ্বিখণ্ড হইয়া শোণিত-প্রবাহে তাঁহার মুখ প্লাবিত করিল। তখন লীনা নিরুদ্বেগ-চিত্তে যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন, কারণ পাছে তাঁহার দ্বারা তাঁহার সঙ্গীরা বিপদ্‌গ্রস্ত হন এভয় তাঁহার আর রহিল না। বীরাঙ্গনা এই অদ্ভুত উপায়ের দ্বারা অপরের প্রাণ রক্ষা করিয়া নিজে প্রফুল্লচিত্তে দেহত্যাগ করিলেন। গুণগ্রাহী এথেনীয়গণ তাঁহার মৃত্যুর পরে একটী জিহ্বাহীন সিংহীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিলেন।

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৩৬ সংখ্যা—২১২ পৃষ্ঠার পর)

কোন স্বরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্বরকে তাহার দ্বিতীয় স্বর কহে, যেমন সা হইতে ঋ দ্বিতীয় স্বর। সংগীতে সচরাচর দুই প্রকার দ্বিতীয় স্বর ব্যবহার হয়; পূর্ণান্তর ব্যবহিত দ্বিতীয়, যেমন সা হইতে ঋ, কিম্বা ঋ হইতে গ; এবং অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত দ্বিতীয়, যেমন গ হইতে ম। কোন স্বর হইতে এক স্বর ব্যবহিত যে স্বর তাহাকে উহার তৃতীয় স্বর কহে, যেমন সা এর তৃতীয় গ। তৃতীয় স্বরও দুই প্রকার-বৃহৎ তৃতীয় ও ক্ষুদ্র তৃতীয়। দুইটী পূর্ণান্তর ব্যবহিত যে স্বর, তাহাকে বৃহৎ তৃতীয় কহে, যেমন সা হইতে গ, কিম্বা ম হইতে ধ এবং একটী পূর্ণান্তর ও একটী অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত যে স্বর, তাহাকে ক্ষুদ্র তৃতীয় বলা যায়, যেমন ঋ হইতে ম, কিম্বা গ হইতে প।

ষড়্জ (খরজ) হইতে তৃতীয় স্বরের বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব ভেদে গ্রাম ভেদ হয়। যে গ্রামের গ বৃহৎ তৃতীয়, তাহাকে বৃহৎ বা স্বাভাবিক গ্রাম (Major Scale) বলে। এবং যে গ্রামের গ ক্ষুদ্র তৃতীয়, তাহাকে ক্ষুদ্র গ্রাম (Minor Scale)) বলে। সা হইতে গ্রামের উত্থান হইলে, তাহাকে স্বাভাবিক বৃহৎ গ্রাম বলে। সংগীতের সকলপ্রকার গ্রামই ঐ দুই গ্রামের অন্তর্গত।

বিকৃত স্বরগ্রামই গ্রাম পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ উপযোগী, কেন না উহাতে যাবতীয় বিকৃত স্বরগুলির পর্দ্দা উপস্থিত থাকে। বিকৃত স্বরগ্রামের কোন্ কোন্ স্বরকে খরজ করিয়া শুদ্ধ স্বরগ্রামের রীতিতে গ্রাম প্রস্তুত করিতে হয়, ও প্রত্যেক গ্রামে কতগুলি ও কি কি বিকৃত স্বর আবশ্যক হয়, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

সারগ্রামে কড়ি বা কোমল পর্দ্দার আবশ্যক হয় না; যথা

সা বা C গ্রামে সা ঋ গ ম প ধ নি
বা C D E F G A B

ঋ বা C sharp গ্রাম হইলে,

৭ (১)
ঋ গ ম ম ধ নি সা

ঋ বা D গ্রাম হইলে,

৭ (১)
ঋ গ ম প ধ নি ঋ

গ বা D sharp গ্রাম হইলে,

(১) (১)
গ ম প ধ নি সা ঋ

গ　বা　E　　গ্রাম হইলে,

　　　　৭　　　(১)　　　(১)
　　গ ম　ধ নি ঋ　　গ

ম　বা　F　　গ্রাম হইলে,

　　　　　　(১)　(১)　(১)
　　ম　প ধ নি সা　ঋ　গ

৭
ম　বা　F　sharp　গ্রাম হইলে

　　৭　　　(১)　　(১) (১)
　　ম ধ নি নি ঋ　　গ　　ম

প　বা　G　　গ্রাম হইলে,

　　　　(১)　(১)　(১)　৭
　　প ধ নি সা　ঋ　গ　ম

ধ　বা　G　sharp　　গ্রাম হইলে

　　　(১)　(১)　(১) (১) (১)
　　ধ নি সা ঋ　　গ　　ম　প

ধ　বা　A　　গ্রাম হইলে,

　　　(১)(১) (১) ৭(১)　(১)
　　ধ নি ঋ　ঋ　গ　ম　ধ

নি　বা　A　sharp　গ্রাম হইলে

　　(১) (১)　　(১)(১) (১) (১)
　　নি সা ঋ　　গ　ম　প　ধ

নি.　বা　B　　গ্রাম হইলে,

　　(১)　(১)(১) ৭ (১)　(১)　(১)
　নি ঋ　গ　গ　ম　　ধ　নি

মাত্রা বা কাল।

স্বরলিপি দেখিয়া গীত বা গত শিক্ষা করিতে হইলে উত্তমরূপে মাত্রা অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজন। মাত্রা বোধ না হইলে বেতালা হইবার সম্ভাবনা, কারণ মাত্রা দ্বারা সময় ও তালের ব্যবচ্ছেদ প্রকাশ হইয়া থাকে। তালের সহিত বাজাইবার মাত্রাই প্রধান উপায়। মাত্রা স্বরের মস্তকে লিখিত হয়। এই রূপ (।) একটী দণ্ড চিহ্ন থাকিলে তাহা এক মাত্রা কাল। যে স্থলে দুইটী দণ্ড থাকিবে, সেই খানে দুই মাত্রা কাল লইতে হইবে, আর তদতিরিক্ত দণ্ড থাকিলে তদতিরিক্ত কাল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক মাত্রার অর্দ্ধ পরিমিত সময়কে অর্দ্ধ মাত্রা কহে; তাহার চিহ্ন (৺) অর্দ্ধচন্দ্র। একটী অর্দ্ধ মাত্রার অর্দ্ধ সময়কে সিকি বা অণুমাত্রা কহে। অণু মাত্রার এইরূপ (×) ডমরু চিহ্ন। এইরূপে যে প্রকার মাত্রার প্রয়োজন হইবে, এক মাত্রার ভগ্নাংশ করিয়া লইতে হইবে।

স্বরলিপি দেখিয়া গান করিতে বা যন্ত্র বাজাইতে হইলে সমভাবে হস্ত বা পদ দ্বারা আঘাত করিতে হইবে; তাহার একটী আঘাত হইতে অপর আঘাত পর্য্যন্ত যে সময় তাহা এক মাত্রা। দুই তিন চারি কিম্বা ততোধিক মাত্রা প্রয়োগ কালে প্রথম মাত্রাটীর স্থায়ী কাল অনুযায়ী পরবর্ত্তী মাত্রাগুলির কাল নিরূপণ করিতে হইবে। যাঁহারা এই রূপ সমকালান্তর মাত্রা প্রয়োগে অক্ষম হইবেন, তাঁহাদের ঘড়ীর শব্দের সহিত ক্রমান্বয়ে মাত্রা অভ্যাস করা উচিত। ঘড়ীর প্রত্যেক শব্দকেই এক একটী মাত্রা বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

যে স্থলে কোন স্বরের উপর মাত্রা চিহ্ন আছে আর তাহার পরস্থিত দুই বা ততোধিক স্বরের উপর মাত্রা নাই, সে স্থলে পূর্ব্ব স্বরের মাত্রার মধ্যে সমু

দায় স্বরগুলি সমভাবে প্রকাশিত হইবে, নির্মাত্র স্বরগুলি মাত্রাবিশিষ্ট স্বরের সহিত এইরূপ——বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকিবে। যে স্থলে মাত্রা চিহ্ন কোন স্বরের উপর না থাকিয়া খালি স্থানে থাকে, সেই স্থানে সেই মাত্রার বিশ্রাম জানিতে হইবে।

যে স্বরের উপর এইরূপ (◁) ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিবে, তাহাকে কোমল বলিয়া জানিতে হইবে। আর যে স্বরের উপর এইরূপ (৭) পতাকা চিহ্ন থাকিবে, তাহাকে তীব্র বলিয়া জানিতে হইবে। এবং যে সকল স্বরের নীচে—„ এইরূপ সরল রেখা থাকিবে তাহা অবিচ্ছেদে প্রকাশিত হইবে।

নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি মাত্রার সমষ্টিকে তাল কহে। তাল চারিপদে বিভক্ত, যথা, বিষম, সম, অতীত ও অনাঘাত।

বিষম প্রথম পদ বলিয়া তাহার চিহ্ন ১
সম দ্বিতীয় „ „ ২
অতীত তৃতীয় „ „ ৩
অনাঘাত ফাঁক বা বিশ্রাম „ „ ০

স্বরলিপিতে পদ বিভাগের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে (।) ছেদ ব্যবহৃত হয়, এবং দুইটী ছেদের অন্তর্গত যে সমস্ত স্বর তাহাতে এক কেরা হয়। আস্থায়ী এবং অন্তরার শেষে ঐরূপ দুইটী ছেদ একত্রে ব্যবহৃত হয়, যথা (॥)। কখন কখন ঐ ছেদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে দুইটী করিয়া বিন্দু ব্যবহৃত হয়, যথা, ॥ ঃ ঃ॥ এইরূপ বিন্দুযুক্ত ছেদের মধ্যস্থ স্বরগুলি পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। যে সকল স্বরের উপর বা নীচে (১ম বার) এইরূপ লেখা আছে, সেই সকল স্বর প্রথমবার আবৃত্তিকালে বাজাইতে আর যে স্বরের উপর বা নীচে (২য় বার) এইরূপ লেখা আছে, সেই সকল স্বর দ্বিতীয়বার আবৃত্তিকালে ১ম বার চিহ্নিত স্বরগুলিকে ত্যাগ করিয়া কেবল ২য়বার চিহ্নিত স্বরগুলিকে বাজাইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গগৃহ।

প্রথম আভাস।

শীতের রাগ কিছু কমিয়াছে। এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটি বাবু একটি কার্পেটের ব্যাগ হাতে করিয়া একাকী মাঠ পার হইয়া মাজ্‌দিয়া গ্রামের দিকে চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আর কেহই ছিল না। রুচি ও প্রকৃতি ভেদে লোকে একাকী পথে যাইতে যাইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিন্তায় আপনাদিগকে ডুবাইয়া দেয়। কেহ বা অর্থাগমের নানা প্রকার উপায় চিন্তনে রত হয়, কেহ বা

বৈরনির্যাতন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তাড়িত হইয়া তৎসাধনের নানা প্রকার উপায় চিন্তা করে, কেহ বা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পুত্র কন্যা পিতা মাতা, বা পত্নীর সুখ ও আরাম বৃদ্ধির পন্থা উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়, কেহ বা কল্পনায় কোন স্নেহ-ভাজন প্রিয়পাত্রের প্রসন্ন মুখ সন্দর্শন করিয়া আপনিই নির্জ্জনে তৃপ্তি অনুভব করিতে করিতে পথশ্রান্তি বিস্মৃত হইতে প্রয়াস পায়। এতদপেক্ষা অধিকতর চিন্তা-শীল ও সাত্বিক ভাবাপন্ন লোক নির্জ্জ-নতার গাম্ভীর্য্য,প্রান্তরের শোভা ও তাহার নীরব প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ অনুভব করিয়া ও দূরস্থ পল্লীগ্রামের নির্ব্বাণপ্রায় জন কোলাহলের শেষ অণু তাহাতে মিশা-ইয়া দিয়া এক অব্যক্ত মধুর ভাবে আপ-নাকে মগ্ন করিয়া দেয়—সংসারের জীবন সংগ্রামের আভাসপূর্ণ স্মৃতি পরলোকের নীরব সত্তায় ঢালিয়া দিয়া মধুর মিলন সাধন করিয়া পরম সুখ পরম শান্তি অনুভব করে। বাবুটি এই শেষোক্ত প্রকার স্নিগ্ধ মধুর ভাবের স্রোতে আপ-নাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাঁহার জীবনের সুখস্মৃতি মধুরতর হইয়া তাঁহাকে সংসা-রের কল্পনার অতীত সুখে ডুবাইতেছে। যখন তাঁহার গম্যস্থান নিকটতর হইয়া আসিল, তখন তিনি একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন—চারিদিকের সজীব ভাব তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে আহ্বান করিতেছে, শীতের শেষ কণা বসন্তের বিমল হিল্লোলে মিষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে এবং সেই মৃদু হিল্লোল সীমান্ত প্রদেশের রাখাল-কণ্ঠের কোমল গীতধ্বনি বহন করিয়া কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিতেছে, বন ও উপবন খণ্ডের বৃক্ষ ও লতাকুলের অঙ্গা-ভরণ সকল সুরাগরঞ্জিত ও সৌরভপূর্ণ হইয়া তাঁহার চক্ষে সুধা ঢালিয়া দিতেছে। তিনি আত্মহারা হইয়া যখন জড় ও জীবপূর্ণ এই ধরার সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছিলেন, তখন নিজ গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা আট মাসের একটি কোমল পুষ্পকোরক ক্রোড়ে লইয়া পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া প্রিয়বালা আনন্দে আটখানা হইয়া "বাবা আসিয়াছেন, বাবা আসিয়াছেন" বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল। সে আনন্দ কোলাহল ধ্বনি অন্তঃপুরের অন্তরতম স্থানে প্রবিষ্ট হইল এবং সে শুভকামনার তীক্ষ্ণ তাড়-নায় আন্দোলিত অন্তঃপুরাঙ্গনার চিত্ত বিক্ষেপের মধ্যে বিদ্যুৎরেখার ন্যায় সে সংবাদ ক্রীড়া করিল—হাসিল-হাসাইল। গৃহিণী যে কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, ব্যস্ততা বশতঃ সে কাজ শীঘ্র ভালরূপ করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলিলেন—প্রদীপ জ্বালিতে একটি শলিতা স্থানে দুটি শলিতা দিলেন—এক পলা তেলের যায়গায় দুই পলা তেল ঢালিলেন—একটি কথার যায়গায় দশটা কথা

বলিলেন—এক পা অগ্রসর হওয়ার স্থানে দশ পা অগ্রসর হইয়া পড়িলেন! তাইত হয়—গৃহে প্রেম থাকিলে—হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হইলে—তারে তারে মিল থাকিলে লোক আপনাকে ভুলিয়া যায়। প্রেমে আপনাকে ভুলাইয়া দেয়—বঙ্গবধূ এমনি করিয়াই আপনাকে দিয়া স্বামি-সোহাগিনী ও পতিধর্ম্মানুরাগিণী হয়েন বলিয়াইত সীতা সাবিত্রী নিরন্তর তাঁদের সমক্ষে আদর্শরূপে উপস্থিত রহিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী সংগ্রহ। *

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগীন্দ্র পুরুষ তাহে করেন বিহার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান্।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥১

প্রাতে চারি, মাঝে দুই, সাঁজে তিন পায় চলে।
বল দেখি হেন ভাই জন্তু কারে বলে?॥২

বেগে ধায় রথখান না চলে এক পা।
না চলে সারথি তার পসারিয়া গা॥
হেঁয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে রথ ধায় ভূতলে সারথি॥৩

হাতা আছে মাথা নাই, পেট ঝলঝল করে।
বাঘ নয়, ভালুক নয়, আস্ত মানুষ গেলে॥৪

ছেলেবেলা আঁটি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাই।
বুড়ো বেলা সেই আঁটি পাথর সমান।
তখন ছোবড়া তার গুড় বলে খাই।
এ কেমন ফল বামা করহ সন্ধান।৫।

দিন রাত চলে যায় নাহি তার পা।
টাকা দাও কড়ি দাও তবু থামে না।৬

বোন্ থেকে বেরুলো হুমো।
তার গায়ে ডুমো ডুমো॥৭

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়।
গলায় পৈতা বামন নয়॥৮

নীচে মাটি উপরে মাটি।
মধ্যখানে তামার বাটি॥৯

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে পা ভেঙ্গে যায়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে দুগ্ধ যোগায়॥
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে ধানের ঘর হয়।
তিন অক্ষর যোগ হলে সুগন্ধ বেরোয়॥১০

খাবার জিনিষ নয় কিন্তু সকলেই খায়।
বুড়ো লোকে খেলে পরে করে হায় হায়॥
যুবা লোকে খেলে এদিক্ ওদিক্ চায়।
বালকে খাইলে পরে কেঁদে ঘরে যায়॥১১

* যে পাঠিকা সংগৃহীত ১০০ প্রহেলিকার সদুত্তর দিবেন, সংগ্রহকার বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে স্বপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির এক এক খণ্ড পুরস্কার দিবেন:—খগোল বিবরণ, ব্যাবহারিক জ্যামিতি, সঙ্গীত রত্নাকর, জমিদারী দর্শন ও সাহিত্যমঞ্জরী। বা, বো, স।